From Photograph taken by his son
Dr. S. C. Banerjee in 1892.

REMINISCENCES, SPEECHES
and
WRITINGS
of
Sir Gooroo Dass Banerjee Kt.
M. A., D. L., PH. D.

Part I
REMINISCENCES

COMPILED BY

UPENDRA CHANDRA BANERJEE

CALCUTTA
NARKELDANGA PRINTING HOUSE
1927

Price Rs. 1/12

Part I.

Reminiscences & Events of Life.

ভূমিকা।

এই পুস্তকের প্রথমাংশে সন্নিবিষ্ট কথাগুলির অধিকাংশ পিতৃদেবের সমসাময়িক এবং তাঁহার স্মৃতি বিষয়ক সংবাদপত্র, মাসিকপত্র, এবং পিতৃদেবকে লিখিত পত্রাবলী হইতে সংগৃহীত হইল। ভারতবর্ষ পত্রিকা হইতে "জননী সোণামণি" প্রবন্ধ গৃহীত এবং মানসী পত্রিকা হইতে "জীবন স্মৃতি" প্রবন্ধ গৃহীত। এই প্রবন্ধদ্বয় উদ্ধৃত করিবার অনুমতি দানের জন্য ঐ দুই পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধ দুইটির লেখক দুইজনেই ইহজগৎ ছাড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। স্মৃতিকথায় সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধ দুইটি সাপ্তাহিক মর্ম্মবাণী ও প্রবাহিণী পত্রিকা হইতে গৃহীত। প্রবন্ধলেখকদ্বয় শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইতেছি। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী মহাশয়কে তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পরম পূজনীয় গুরুপুত্র পণ্ডিত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহোদয় পিতৃদেবের জীবনের শেষ কয়েক দিনের কথা লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার চরণে সভক্তি প্রণাম জানাইতেছি। পিতৃদেবের বাস ভবনের ছায়াচিত্রের জন্য শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সোম মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই পুস্তক মুদ্রণের জন্য নারিকেলডাঙ্গা সার গুরুদাস ইনষ্টিটিউটের কয়েকজন সভ্য পরিচালিত নারিকেলডাঙ্গা প্রিণ্টিং হাউসের সহৃদয় সাহায্য এবং নানাবিধ তথ্য সংগ্রহের জন্য উক্ত ইনষ্টিটিউটের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌরীমোহন মিত্রের অক্লান্ত পরিশ্রম, উদ্যম, ও সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা আমার কর্ত্তব্য।

পুস্তকের দ্বিতীয়াংশে পিতৃদেবের কতকগুলি বক্তৃতা ও লেখা সন্নিবিষ্ট হইল। আর কতকগুলি বাকি রহিল এবং ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রসঙ্গক্রমে নিজের কথা বলিতে হয় বলিয়া জীবনস্মৃতি বিবৃত করিতে করিতে যিনি বন্ধ করিয়াছিলেন, যথাসাধ্য লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকাই যাঁহার জীবনের অভ্যাস ছিল, মহাপ্রস্থানের সময় পর্য্যন্ত যাঁহার ইচ্ছা ও উপদেশ এই ছিল যে "যেমন চুপি চুপি পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম সেইরূপ চুপি চুপি যেন চলিয়া যাইতে পারি" এবং সেই ইচ্ছার অনুসারে ভগবৎ কৃপায় অমাবস্যার নিশীথ রাত্রে যাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল তাঁহার কথা সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া, তাঁহার পুণ্যস্মৃতি-জড়িত, তাঁহার জন্মস্থান নারিকেলডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত নারিকেলডাঙ্গা সার গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণের কর কমলে অর্পণ করিলাম। এই পুস্তক উল্লিখিত ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্পত্তি হইল। মুদ্রণ ও প্রকাশকের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইবে তাহা ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষগণ যেরূপ বিবেচনা করিবেন সেইরূপ ব্যয় করিবেন।

যে সকল প্রতিষ্ঠানের কথা এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ এবং নারিকেলডাঙ্গা ইন্‌ষ্টিটিউটকে পিতৃদেব বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এই প্রতিষ্ঠান কয়টির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্য যে গান রচনা করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই ভূমিকা শেষ করিলাম।

নারিকেলডাঙ্গা
১৪ই মাঘ ১৩৩৩। } শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্

ভুলনা আনন্দময়ে আজি এ আনন্দ দিনে,
সুখেস্থৈর্য্য দুঃখে ধৈর্য্য কে দিবে আর তিনি বিনে।
সুখ দুঃখে, দুঃখ সুখে, বিজড়িত মর্ত্ত্য লোকে
সুখ দুঃখ অমিশ্রিত, নাহি হেথা কোন খানে।
সুখ দুঃখ সম হেরি, ঈর্ষা দ্বেষ পরিহরি,
লোক হিতে হও রত, যথা শক্তি যথা জ্ঞানে।

কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট

সফল জনম মম হবে কিসে, জানিবারে,
ডেকেছি হে সুধীগণ বড় ব্যাকুল অন্তরে।
আজি মম জন্ম দিনে, কত আশা আসে মনে,
পূরে সে সব কেমনে, শিখায়ে দেহ আমারে।
চাহিনা কোন উৎসব, নিত্য কর্ম্মে যে গৌরব,
তাই যেন হয় লাভ, সাধি কার্য্য ধীরে ধীরে।
ঝঞ্ঝাবাতে বন্যাস্রোতে, কবির কল্পনা মাতে,
ভাবে মন ভরে কিন্তু, অভাব কারো না পূরে।
মৃদু মন্দ সমীরণে, ধীর ধারা বরষণে,
বাঁচে জীব লভে অন্ন, সবে ব্যগ্র তারি তরে।
হে মম বান্ধবগণ, শুদ্ধ কর দেহ মন,
ত্যজ প্রেয় ভজ শ্রেয়, নিত্য সুখ লভিবারে॥

নারিকেলডাঙ্গা ইন্‌ষ্টিটিউট

এস এস বন্ধুগণ এস এ শুভ মিলনে।
বর্ষ গেল বর্ষ এল এ দুয়ের সন্ধি স্থানে।
এক যায় আর আসে, কেহ কাঁদে কেহ হাসে,
দুঃখ সুখময় এই, পুনঃ পুনরাবর্ত্তনে॥
যে গেছে ফিরে পাবে না, যে আছে তারে ছেড়না
বৃথা গতানুশোচনা, মন রাখ বর্ত্তমানে।
উৎসবে কি প্রয়োজন, নিত্যকর্ম্মে দেহ মন,
পাইবে পরমানন্দ, সাধি কার্য্য সযতনে।
কর্ম্মে তব অধিকার, ফল চাহিও না তার,
যদি কিছু থাকে ফল, অর্পিবে বিভু চরণে॥

CONTENTS.

Books Written

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	২	যিমল	বিমল
৩১	১৭	মত্র	মিত্র
৭৫	১৫	বলিলেন	বলিতেন
৯৩	২৩	হউক	হউন
১০১	১	হৃদয়গ্রাহী	হৃদয়গ্রাহী
১০৩	১৭	উপান্যাসাদি	উপন্যাসাদি
১০৪	১৫	ব্যক্তিগণেরই।	ব্যক্তিগণেরই ?
115	10	question	questions
117	19	honourary	honorary
126	20	notice	notice
132	14 Insert below	—	এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তা-বহ ২৫শে কার্ত্তিক ১২৯৫
			৯ই নভেম্বর ১৮৮৮
157	27	potronage	patronage
158	28	genearally	generally
160	13	described	desirable
201 to 203	Heading	Events of his life	Calcutta University
204 to 205	do	do	Science Association

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
206 to 210	do	do	Calcutta University Institute.
228	৮	স্বপ্ত	সপ্ত
265	১৯	সৌষ্টব	সৌষ্ঠব
266	১৩	দ্বরা	দ্বারা
272	৫	স্থানন্তরে	স্থানান্তরে
274	১৪	শিছ্বস্তে	শিছ্বস্তে
310	১৪	মারিষা	মারিষা
313	৬	একনিষ্ট	একনিষ্ঠ
320	২৩	ধৃষ্ঠতা	ধৃষ্টতা
332	21	In the supercilious	In supercilious
338	22	reitrate	reiterate
346	১০	মহর্ষিকল্প	মহর্ষিকল্প
349	১৬	জজাযতা	জজীয়তী
,,	২০	বাড়াবাড়া	বাড়াবাড়ী
351	২	যে	যে
355	১৮	সংঘাতিক	সাংঘাতিক
358	25	alotted	allotted

জননী সোণামণি দেবী।

—.—:০:——

বহুদিনপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃদেবীসম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ আমার হস্তগত হয়। তখন হইতেই এই স্বর্গীয়া পুণ্যশীলা মহিলার বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমার হৃদয়ে স্থান লাভ করে; কিন্তু নানাকারণে সে সময়ে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। এক্ষণে সেই পুণ্যকাহিনীর আলোচনায় আমার লেখনী সার্থক ও হৃদয় পবিত্র করিতে অগ্রসর হইতেছি।

স্যর গুরুদাসের পিতামহ কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চল হইতে নারিকেল-ডাঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। স্যর গুরুদাসের পিতৃদেব ৺রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খুব রাশভারি লোক ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'কার-ঠাকুর কোম্পানী'র আফিসে রামচন্দ্র পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার সন্ধ্যাবন্দনা পূজাআহ্নিকে একটু বেলা হইত, সুতরাং আফিসে উপস্থিত হইতে একটু বিলম্ব হইত। অন্য কর্ম্মচারীদের বিলম্ব হইলে তিরস্কৃত হইতে হইত, তাঁহাকে কেহ কিছু বলিত না। এই বিষয় লইয়া অন্যান্য লোক যখন কর্ত্তৃপক্ষকে বিব্রত করিতে আরম্ভ করিল তখন কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও প্রতিকার-পরায়ণ হইলেন; কিন্তু এই নিষ্ঠাবান ও কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীটিকে তাঁহারা কোন কথা না বলিয়া 'হাজিরা বহি'খানির (Attendance Register) ভার তাঁহার উপর দিলেন।

সকলের যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার উপর দৃষ্টি রাখিতে গিয়া তিনি আপনা হইতেই ঠিক্ সময়ে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন। অল্প বয়সে তাঁহার লোকান্তরগমন জন্য স্যর গুরুদাসের পিতৃগৃহে দৈন্যদশার সংঘটন হয়। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাদের আফিস হইতে পেনসন হিসাবে মাস মাস কিছু টাকা মঞ্জুর করিবেন, এমন সময় নানাবিপৎপাতে আফিস উঠিয়া গেল! সে সাহায্য দানের আর সুবিধা ঘটে নাই। এই অকাল-মৃত্যুনিবন্ধন গুরুদাসের পিতৃপরিবার তাঁহার বাল্যাবস্থায় দারিদ্র্যক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

স্যর গুরুদাসের মাতৃদেবী অধ্যাপক-বংশসম্ভূতা। শোভাবাজার নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায় ন্যায়বাচস্পতি বাস করিতেন। তিনি প্রতিষ্ঠাবান্ অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহারই চতুর্থকন্যা সোণামণি দেবীর সহিত রামচন্দ্রের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এই অধ্যাপককন্যা সোণামণি দেবীই স্যর গুরুদাসের জননী। কলিকাতায় বাস হইলেও বাচস্পতি মহাশয়ের কলিকাতার বাসায় বারমাসে তের পার্ব্বণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত। এখনকার মত শিথিল ভাব তখনও দেখা দেয় নাই; সুতরাং বাচস্পতি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা ও সম্মান প্রচুর ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রামমণি স্বামীর অনুমৃতা হইয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যা হইয়া এবং এই হিন্দু-গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ দেখিয়া গুরুদাসের মাতৃদেবী নিজচরিত্র গঠন করিয়াছিলেন; তাই তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারিণী হইয়া জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। বাচস্পতি ও তদীয় পরিবারে লালিত পালিত কন্যা সোণামণি অশূদ্র-পরিগ্রাহী ছিলেন; এইজন্য লোভ-সংবরণ-শিক্ষা প্রথমাবধিই লাভ করিয়া ছিলেন। লোভ-শূন্যতাই গুরুদাস-জননীর সকল শিক্ষার মেরুদণ্ডরূপ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

আমরা স্ত্রী-শিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু এখনকার শিক্ষাসূত্রে সেকালের হিন্দু-মহিলা-সমাজের ধাতুটুকু যে লোপ পাইতে বসিয়াছে তাহার কিনারা কে করিবে? তখনকার শাঁখা-সাড়ীতে তুষ্ট বঙ্গীয় রমণীকুল ত্যাগের আদর্শ ছিলেন। তখন, এখনকার মত, স্বল্পে কাতরা পরিশ্রম-বিমুখ মহিলাদের প্রতিষ্ঠা ছিল না। সর্ব্বকর্ম্মে নিপুণা গৃহিণী ঘরে ঘরে পাওয়া যাইত। এখন সেকালের মত সামাজিক ভোজের অনুষ্ঠানই কচিৎ দৃষ্ট হয়! এখনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোজের অনুষ্ঠানে রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া "বামুন ঠাকুর" সংগ্রহ করিতে হয়; কিন্তু সে কালের গৃহিণীরাই হাজার হাজার লোকের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া যথাসময়ে অসংখ্যলোককে আহার করাইয়া কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। আত্মীয়, স্বজন ও ভদ্রমণ্ডলীর আহারীয় দ্রব্যের আয়োজন ও প্রস্তুত করণে যে নিষ্ঠার প্রয়োজন, বলিতে আক্ষেপ হয় যে, এখনকার গৃহে ও সমাজে সে নিষ্ঠার অভাব দাঁড়াইয়াছে। এখন কর্ত্তার আহারই অনেকস্থলে অন্যের হস্তে ন্যস্ত। স্যর গুরুদাসের জননী সেই প্রাচীনকালের নিষ্ঠাপূর্ণ পদ্ধতির চির-পক্ষপাতী ছিলেন। পুত্রকে এবং পরিবারের অপর সকলকেও সেই-ভাবে গঠন করিয়া গিয়াছেন।

শৈশবকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই স্যর গুরুদাসের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁহার বয়স দুই বৎসর দশমাস। সুতরাং পুত্রের লালনপালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদান-বিষয়ে স্যর গুরুদাসের জননী একাকিনীই পিতৃ-মাতৃকর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আর সে সময়ে—সেই সচ্ছলতার দিনেও ঐ ক্ষুদ্র সংসারের অভাব অনটন যথেষ্ট ছিল। নিঃসম্বল ক্ষুদ্র হিন্দু সংসারে দুঃখ-দারিদ্র্যের রুক্ষদৃষ্টি যেরূপ স্বাভাবিক, স্যর গুরুদাসের মাতৃগৃহে তাহার অভাব ছিল না।

এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে বিপর্য্যস্ত হইয়াও, এই এক পুত্র লইয়া অল্পবয়সে বৈধব্য ও তজ্জাত শত ক্লেশ ও অসুবিধা মস্তকে ধারণ করিয়া, তিনি পুত্রটির প্রতিপালনে মনোনিবেশ করিলেন। কিরূপ ভাবে ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিবেন, এই একমাত্র চিন্তা তখন তাঁহার হৃদয়-মন পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। সেই সময়ের কএকটি ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করি, তাহা হইলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এই বাঙ্গালী মায়ের হৃদয়ের স্নেহ-পারাবার কিরূপ দৃঢ় বেষ্টনীদ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

স্যর গুরুদাসের পিতৃবিয়োগের পর, বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই যে আঁবের সময়, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস, আসিল—তখন তিনি সমগ্র জ্যৈষ্ঠ মাস ব্যাপিয়া দুই বেলা দুটা, কোন দিন বেশীও, আঁব খাইতে পাইয়াছেন। ১লা আষাঢ় তারিখে আহারের সময় আঁব চাহিবামাত্র তাঁহার মাতৃদেবী বলিলেন, "আজ আর আঁব খায় না, আঁব জ্যৈষ্ঠ মাসেই খায়, আষাঢ় মাসে আঁব খায় না, তুমিও খেয়ো না।" গুরুদাস আঁবের জন্য আব্‌দার ধরিলেন। আঁব না হইলে, ভাত খাইবেন না। শেষ কাঁন্নাকাটি মার্‌ধোর্ ব্যাপার—জননী কিছুতেই আঁব দিবেন না। গুরুদাসের সম্পর্কে এক ভাগিনেয় সেইখানে বসিয়াই আঁব খাইতেছে, তিনি তাহা দেখিয়া নিজের আঁব পাইবার অধিকার প্রতিপন্ন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন; গুরুদাসের পিতামহী নিতান্ত কাতরা হইয়া বালকের আব্‌দার পূরণের জন্য বধূমাতাকে বলিলেন "দাও না, ঘরে আছে দাও,—যখন না থাকিবে তখন না দিও।" বধূমাতা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে অতি মিষ্টভাবে সসম্মানে বলিলেন, "এই বায়নার উপর আঁবটি দিলেই দিন দিন ভয়ানক আব্‌দারে হয়ে উঠ্‌বে তখন কোথায় পাব? আজ দিব না, কাল দিব, না হয় বিকালে

দিব, কিন্তু এখন দিব না।” তাঁহাকে তখন বিনা আঁবেই ভাত খাইতে হইল। তৎপরে অপরাহ্নে আঁব পাইয়া আনন্দ আর ধরে না! (১)

স্যর গুরুদাসের জননী অনেক সময় পুত্রের সঙ্গে খেলা করিতেন। বাল্যকালে বাটীর বাহিরে যাইবার হুকুম ছিল না। একাধিক প্রতিবেশী বালক বাড়ীতে আসিয়া গুরুদাসের সঙ্গে খেলা করিলে তিনি আপত্তি করিতেন না, কারণ, নিজের, এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বালকের, প্রতি স্বয়ং দৃষ্টি রাখিতেন। কোন প্রকারে নিজের অভিপ্রেত পথের বাহিরে যাইতে দিতেন না। কোন প্রকার অপ্রিয় সংঘটন, কলহ ইত্যাদির সুযোগ ঘটিত না। মায়ের বিনানুমতিতে বাড়ীর বাহিরে যাইবার অধিকার ছিল না এবং মায়ের অজ্ঞাতসারে গুরুদাস সে অধিকার প্রায় কখনও গ্রহণ করিতেন না। এ বিষয়ে মাতাপুত্র উভয়েরই গুণপনার উত্তম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মাতা কেমন সুন্দর উপায়ে পুত্রটিকে বাল্যকালে, যৌবনে ও পরিণত বয়সে আপন বশে রাখিয়াছিলেন, আবার পুত্রও, এই বর্ত্তমান ব্যক্তিত্বাভিমানের

(১) জননী সোণামণি দেবীর পুত্রকে সুশিক্ষা দিবার জন্য হৃদয়ের দৃঢ়তা সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা উল্লেখ যোগ্য। পুত্র পাঠশালায় প্রথম পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়া দুইদিন চেষ্টা করিয়াও “ক” অক্ষর ঠিক ভাবে লিখিতে সমর্থ হন নাই। তৃতীয় দিন জননী পণ করিলেন যে যত বেলাই হউক ঠিক করিয়া “ক” লিখিতে না পারিলে পুত্রকে কিছুই খাইতে দিবেন না। অনেক বেলায় অনেক চেষ্টার পর ঠিক করিয়া “ক” লিখিয়া মাতাকে দেখাইলেন এবং খাইতে পাইলেন। বিধবা জননীর একমাত্র শিশু পুত্রের শিক্ষার জন্য হৃদয়ের দৃঢ়তার কি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দিনে, কেমন সহজে মাতৃ-আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া জীবন সার্থক করিয়াছেন!—এইটি বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে হয়।

অনেক স্থলে পিতামহী, মাতামহী বিধবা পিতৃষ্বসৃগণের স্নেহ-প্রাবল্যে মাতৃশক্তি কার্য্যকারী হয় না। এ ক্ষেত্রে গুরুদাসের পিতামহী তাঁহার বধূমাতার পুত্রপালন-পদ্ধতি অবলোকন করিয়া এরূপ বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি কখনও "খোদার উপর খোদ্‌কারি" করিতে যাইতেন না। অবশ্য এটা হয়ত স্যর গুরুদাসের শুভগ্রহের ফল বলিতে হইবে, কারণ অনেক স্থলেই প্রবীণা গুরুজনের অসাবধানতায় মাতৃশক্তি উত্তমরূপে কার্য্য করিতে পায় না; এ বিষয়ে গুরুদাসের পিতামহী দেবী ভিন্নধাতুর লোক ছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুরুদাসের অতি কোমল ও নম্র স্বভাবের পরিচয় পাইয়া নারিকেলডাঙ্গা পল্লীসমাজ তাঁহার মাতৃদেবীকেই প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল। তাঁহার পুত্রপালন পদ্ধতি প্রতিবেশিনী মহিলা-মহালে বিশেষ একটা প্রতিষ্ঠালাভ করিল। পাড়ায় কেহ পুত্রকন্যা লইয়া বিব্রত ও বিপন্ন হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই দ্বারস্থ হইত। তিনিও সর্ব্বদাই অতি সহজে তাঁহার কোমল-কঠোর-নীতি প্রয়োগ করিয়া তৎক্ষণাৎ দুরন্ত বালক-বালিকাকে শান্ত করিয়া দিতেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে ঐরূপ অশিষ্ট বালক-বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া কিছু আহার দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া তাহার আব্‌দার বা রাগের কারণ জানিয়া লইতেন; পরে, স্থলবিশেষে তাহার আত্মীয়স্বজনকে দুএকটা মিষ্টভর্ৎসনা করিয়া, শেষে তাহাকে অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাহার দৌরাত্ম্য ও বেয়াদবি বুঝাইয়া দিতেন,—তখন সে ত্বরায় নিজের দোষ স্বীকার করিয়া শান্তভাব ধারণ করিত।

প্রতিবেশিগণের মধ্যে এই দেবী-স্বভাবা রমণী নানা কারণে প্রচুর সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সে গুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বহুজ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ হইলেও, সহসা সে গুলির সংগ্রহ সম্ভবপর নহে। তবে এ কথা ঠিক যে, স্যর গুরুদাসের অকপট, নির্ম্মল ও সৌজন্যপূর্ণ মিষ্টব্যবহার দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার মাতৃদেবীকে নিকটবর্ত্তী জনমণ্ডলীমধ্যে পূজার পাত্রী করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার সাধু ব্যবহারের অন্তরালে লোকে তাঁহার সাধ্বী ও পূতকর্ম্মানুরাগিণী জননীর নিষ্ঠা ও ধর্ম্মভাবের আভাস অনুভব করিয়া থাকে।

হিন্দুরমণী শ্বশুরকুলের নাম রক্ষার জন্য যেমন লালায়িত, শ্বশুরের ভিটায় প্রদীপ দেওয়াও তেমনই গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন। গুরুদাস জ্ঞান ও গুণের অধিকারী হইয়া যখন বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান, তখন তাঁহার মাতা অনিচ্ছাপূর্ব্বক সকলকে লইয়া পুত্রের সঙ্গে বিদেশবাসিনী হইলেন, কিন্তু সর্ব্বদাই নারিকেল ডাঙ্গার ডাঙ্গাটি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া থাকিত! সর্ব্বদাই বলিতেন, "সামান্য কিছু করিয়া লও, পরে চল বাড়ী যাই; বাড়ীতে থেকে ক্লেশ পাই সেও ভাল! এখানে কেন থাকিবে?" নিয়ত মায়ের এই ইচ্ছা শুনিতে শুনিতে স্যর গুরুদাস কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসিলেন। মাতৃ-আদেশে পুনরায় নারিকেলডাঙ্গার বাটীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

হাইকোর্টের জজ্ হইবার পর বন্ধুবান্ধবদের অনেকে চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাড়ী করিয়া, বা ভাড়া লইয়া, বাস করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। সে পরামর্শ মাতাপুত্র উভয়ের—কাহারই মনঃপূত হয় নাই। দুর্দ্দিনের সংগ্রাম-ক্ষেত্র নারিকেলডাঙ্গার বাসভবন গুরুদাসের জননীর বড়ই প্রিয়-স্থান ছিল। তিনি এই স্থানটিকে জীবন-সংগ্রামের তীর্থ-স্থান বলিয়া মনে করিতেন।

স্তর গুরুদাসের বাল্যাবস্থায় রন্ধনের জন্য একখানি গোলপাতার ঘর ছিল। ঐ পাকশালার অতি নিকটে এক পার্শ্বে একটি কাগজি লেবুর গাছ ছিল,—গাছটিতে এত লেবু হইত যে, পাড়ার লোক, দাসদাসী, মুটেমজুর, যাহার যখন প্রয়োজন হইত, চাহিবামাত্র লেবু পাইত। গাছটিতে এত ফল ধরিত যে, লেবু পুষ্ট হইবার সময় গাছটিকে আসন্নপ্রসবা গর্ভিণীর ন্যায় অবসন্ন ও ফলভার-বিপন্ন বলিয়া বোধ হইত। সেই সময় প্রতিবেশিগণের বাৎসরিক প্রাপ্য বিতরিত হইত,—সে বিতরণে পাড়ার এক প্রাণীও বাদ পড়িত না। এইরূপ সময়ে একদা এক মুটিয়া, কাঠের মোট নামাইয়া পারিশ্রমিক লইবার সময় লেবুগাছের দিকে দৃষ্টি পড়ায়, মা ঠাকুরাণীর নিকট অতি ব্যাকুল-ভাবে একটি লেবু চাহিয়াছে! তাঁহার কোন সময়েই সহজে ধৈর্য্য-চ্যুতি হইত না। সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্তে সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ-গুলি সম্পন্ন করিতেন, কেবল কখন কখন গুরুদাসের বাল্যব্যবহারে বিরক্তির কারণ ঘটিলেই তিনি কাতর ও বিরক্ত হইয়া পড়িতেন। মা ঠাকুরাণী তখন ঐরূপ একটি ঘটনায় চিত্তচাঞ্চল্য ভোগ করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে মুটিয়া লেবু চাহিয়াছে; তাই রুক্ষভাবে বিরক্তির স্বরে তাহাকে বলিয়া ফেলিলেন "কেন?—যে আসবে, যার দরকার, সেই লেবু চাহিবে কেন? না,—লেবু পাবে না।" লোকটা নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া নীরবে প্রাপ্য পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। অল্পকাল পরেই ঠাকুরাণীর বিরক্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই মুটিয়ার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল,—তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না!—গুরুদাসের মাতৃদেবীর মানসিক গ্লানি ও অশান্তির মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমশঃ সে দিন গেল, পর দিন গেল, কিন্তু উঠিতে বসিতে "লোকটাকে লেবু দেওয়া হইল না" এই কয়টি বাক্য সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে

প্রকাশ পাইতে লাগিল!—সে কি অশান্তি! এইরূপে কএকদিন কাটিয়া গেলে, একদিন পুত্রকে বলিলেন—"খালধারে যেখান হইতে আমাদের কাঠ আসে, স্কুল থেকে আসিবার সময় সেইখানে লোকটির সন্ধান লইও, পাইলে তাহাকে ডাকিয়া আনিবে, তাহাকে লেবু না দিয়া আমি স্থির হইতে পারিতেছি না।" মাতৃদেবীর এইরূপ আত্ম-গ্লানি, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের সুবিমল প্রভাব যে গুরুদাসের বাল্যজীবন গঠনের পরিপোষক—ঐ মায়ের সুবুদ্ধিপ্রসূত বিবিধ উপকরণ যে জীবনগঠনের উপাদানরূপে নিয়োজিত হইয়াছিল—সে জীবনের পরবর্ত্তী অভিনয় যে সমগ্র জনসমাজকে মুগ্ধ করিবে, সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? স্যর গুরুদাসকে ঠেকিয়া শিখিতে হয় নাই। মাতৃ-স্নেহের বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া মাতৃজীবনের ক্রিয়াকলাপ, আচার- ব্যবহার, সৌজন্য ও শীলতাই তাঁহার বেদ-বাইবেল-কোরাণে পরিণত হইয়াছিল, —তিনি মাতাকে দেখিতে দেখিতে নিজে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। (২)

---

(২) পিতৃদেব রচিত "জ্ঞান ও কর্ম্ম" পুস্তকের নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক ছত্র পাঠ করিলে বাল্য জীবনের এই ঘটনার প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

"পুত্র কন্যার নীতি-শিক্ষার নিমিত্ত পিতামাতার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে তাঁহারা এমন ভাবে জীবন যাপন করিবেন যে তাঁহাদের দৃষ্টান্তই নীতি শিক্ষা দিবে। তাহা না হইলে তাঁহাদের বা অপর শিক্ষকের মুখের উপদেশ বিশেষ কার্য্যকর হয় না। অনেক স্থলে নানা কারণে পরিণামে পুত্রকন্যা পিতামাতা অপেক্ষা ভাল হয় বা মন্দ হয়। কিন্তু প্রায়ই প্রথমে তাহারা পিতা মাতার রীতিনীতি অনুসারে চলিতে শিখে, আর সেই রীতিনীতি উচ্চাদর্শের হইলে তাহাদের সুনীতি শিক্ষা

স্তর গুরুদাসের শৈশব, বাল্য, ও প্রথম-যৌবনকাল এইরূপে মায়ের উপদেশ ও পরামর্শের অধীন হইয়া অতি পবিত্রভাবে অতিক্রান্ত হইয়াছিল, গৃহের বাহিরে কখনও জলস্পর্শের প্রয়োজন হয় নাই। বাল্যকাল হইতে এই প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত সমগ্রজীবনে—বোধ হয় পঠদ্দশায়—মোটের উপর দুই তিন দিন বিদ্যালয়ে মিষ্টান্নভক্ষণ ও পিপাসার জল পান করিয়াছিলেন।—তাহাও জননী জানিতে পারিয়া আপত্তি করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই প্রবীণ গৃহিণীর সংসারধর্ম্ম পালনের ফলে, আজ পর্য্যন্ত স্তর গুরুদাসের পুত্রপৌত্রগণ এই নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। পারিবারিক জীবনে এরূপ বিচিত্র নিষ্ঠা এদেশে আরও অনেক আছে কিনা বলিতে পারি না। আজ-কালকার দিনে পারিবারিক 'দাঁড়া-দস্তুরের' এরূপ দৃঢ়তা যে নিতান্ত বিরল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরে গুরুদাসের মাতৃপ্রতিষ্ঠিত

সুগম হয়। একটি সামান্য উদাহরণ দিব। কোন সময় এক গৃহস্থের বাটীতে একজন কাঠের মুটে তাহার মোট ফেলিয়া উঠানে একটি ফলভারে অবনত লেবুগাছ দেখিয়া বাটীর কর্ত্রীকে বলিল "মা ঠাকরুণ গাছটিতে খুব লেবু হয়েছে আমি একটি নেব?" কর্ত্রী পরম ধর্ম্ম-পরায়ণা ও অতি কোমল হৃদয়া ছিলেন, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সে সময় একটু বিরক্ত ভাবে থাকাতে কিঞ্চিৎ কর্কশস্বরে উত্তর দিলেন "হারে বাপু ভিখিরি আসে সেও লেবু চায়, মুটে আসে সেও লেবু চায়"। তাহাতে সেই মুটে আর কিছু না বলিয়া তাহার মোটের পয়সা লইয়া দুঃখিত ভাবে চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সেই বিরক্তিভাব গেলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলেন কেন আমার এমন দুর্ম্মতি হইল, মুটেকে কেন মিছে ভৎসনা করিলাম। একটি

এই নিয়মরক্ষা করিয়া তিন পুরুষ চলিতেছেন, ইহা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দিত হইতে পারেন। এ বিমল আনন্দে স্যর গুরুদাস প্রবেশিকা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পরীক্ষাতেই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রবেশিকার সময়ে জ্বরে খুব কষ্ট পাইতেছিলেন। বেচুচাটুয্যের ষ্ট্রীটের ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ ঘোষ বহুযত্নে পরীক্ষার পূর্ব্বে জ্বরমুক্ত করেন। ইংরেজি পরীক্ষার দিনেও গুরুদাস পথ্য পান নাই। এইরূপ অবস্থায় পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার সন্দেহ নাই! কিন্তু যাঁহার দীর্ঘজীবনে বারমাসের নিত্য-আহার প্রায় একাদশীর কাছাকাছি, তাঁহার পক্ষে জ্বরের পর উপবাসে ইংরেজি সাহিত্যের পরীক্ষা দিতে যাওয়া ও পরীক্ষায় প্রথম হওয়া বেশী বিচিত্র ব্যাপার নাও হইতে পারে। ঐ পরীক্ষার উৎকৃষ্ট ফললাভের জন্য গুরুদাস ও তদীয় মাতৃদেবী ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ ঘোষের নিকট চিরদিনই কৃতজ্ঞ ছিলেন। ইহার পরে একবার ৺সরস্বতী পূজার সময়ে মাতার

নেবু নিলে কি ক্ষতি হইত?" আর তার পর দুই তিন দিন এই কথা বলিতে থাকেন এবং তাঁহার বালক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন "ইস্কুলে যাইবার পথে সেই মুটেকে দেখিতে পাওয়া যায় না? যদি দেখিতে পাও তাহাকে নেবু লইয়া যাইতে বলিও।" একজন সামান্য লোককে একটি কর্কশ কথা বলাতে মাতার এইরূপ আন্তরিক কাতরতা হইয়াছে দেখিয়া সেই বালকের মনে অবশ্যই ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছিল যে কাহাকেও কটু কথা বলা উচিত নহে। সেরূপ ধারণা কখনই যাইবার নহে, এবং কেবল উপদেশ দ্বারা নীতি শিক্ষায় তাহা জন্মিবারও নহে!"

(জ্ঞান ও কর্ম্ম ৩২৬—২৭ পৃষ্ঠা)

আদেশমত ডাক্তার ঘোষের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়া যায়;—পুত্রের অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়া জননী অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রত্যেক পদশব্দে গুরুদাসের বাটী প্রত্যাবর্ত্তন-কল্পনা করিয়া, পরে নিরাশ হইয়া উৎকণ্ঠার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ অনুভব করিতেছেন!—রাত্রি আটটার পর গুরুদাস গৃহে আসিবামাত্র মাতা পুত্রকে বিলম্বের জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। গুরুদাস ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবু আমাকে পূজার আরতি হওয়া পর্য্যন্ত আটক করিয়া রাখিলেন,—আমি কি করিব?" মাতা বলিলেন, "তুমি তাঁকে কেন বলিলে না যে মা বিরক্ত হইবেন।" পুত্র বলিলেন, "আমি কি অন্যের নিকট 'মা বিরক্ত হইবেন'—এ কথা বলিতে পারি"? পুত্রের এই সুবিবেচনা-সঙ্গত-বাক্যে মায়ের বিরক্তির বিরতি হইল;—আর কিছুই বলিলেন না। গুরুদাসের বাল্যজীবনে এরূপ ঘটনা অধিক ঘটে নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, লোভ-শূন্যতা এই পরিবারের প্রধান অলঙ্কার-লোভ না থাকিলে মানুষ স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে না; কিন্তু স্যর গুরুদাসের জননী সর্ব্বদাই পুত্রকে স্পৃহার অধীন হইয়া বিদ্যা-অর্জ্জনে অত্যধিক বাধা দিয়া বলিতেন, 'বেশী খাটাখুটি, বেশী বাড়াবাড়ী, কিছুই ভাল নহে। নিজের শক্তি সামর্থ্যের অনুরূপ শ্রমসহকারে পড়াশুনা কর,—ফললাভ তোমার হাতে নাই;—বেশী খাটলেই যে উত্তম ফল ফলিবে, তা' মনেও ক'রো না, ফলদাতা বিধাতা উপযুক্ত সময়ে যোগ্যপাত্রে উপযুক্ত ফল বিধান করিয়া থাকেন।' এই বলিয়া মাতা সর্ব্বদাই পুত্রের অধিক পরিশ্রমে বাধা দিতেন। স্যর গুরুদাসও হৃষ্টচিত্তে মাতৃআজ্ঞা পালন করিয়া বিধাতার কৃপার উপর নির্ভর করিতে শিখিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও প্রথম যৌবনের

উৎসাহ, উদ্যম এবং কর্ম্মপটুতা কোথায় যাইবে? আবার ইহার উপর তাঁহার পরীক্ষার ফল সর্ব্বদাই তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় ছাত্রমণ্ডলীর শীর্ষস্থানে স্থাপন করিতেছে!—সেরূপ স্থলে আত্মসংযম বড়ই কঠিন ব্যাপার। বি, এল পরীক্ষার সময় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবার জন্য ও মেডেল্‌টি পাইবার জন্য বেশ একটু পরিশ্রম সহকারে পড়াশুনা করিতেছেন;—শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় (যিনি পরে পাইক-পাড়া রাজ ষ্টেটের ম্যানেজার হন) ঐ সময় তাঁহাদের বাটিতে ভাড়াটিয়া থাকিতেন এবং স্যর গুরুদাসকে দাদা বলিতেন, তিনিই একদিন বলিতেছিলেন, 'সব কটা পরীক্ষায় দাদা সকলের উপর হইয়াছে, এইটা হইলেই হয়!—এতে আবার একখানা সোণার চাক্‌তি দেয় কিনা!' গুরুদাসের জননী জানিতে পারিয়া ত্বরায় নিকটে আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"এরূপ জয়লাভের বাসনা মনে পোষণ করা অন্যায়! তুমি সব বিষয়ে ভাল হ'য়েছ—ভালই কিন্তু অন্যকে পরাজয় করিবার বাসনা কখনও মনে স্থান দিও না। তা'তে ধর্ম্মহানি হইবে!—ওটা প্রশস্ত পথ নহে। তুমি পাশ্ হইলেই আমি সুখী হইব।" প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ও গুণবান্ ও কর্ম্মপটু হইয়াও গুরুদাসকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই শুনিয়া, এবং এবার তাঁহারই সঙ্গে পাল্লা চলিবে, ত্রৈলোক্যবাবুর মুখে গুরুদাস জননী এই সংবাদ অবগত হইয়া, হর্ষবিমিশ্রিত কাতরস্বরে বলিলেন,—"আহা! এবার সেই যেন সোণার চাক্‌তি পায়,—তুমি পাশ হইলেই আমি খুসি হইব।" কিন্তু কার্য্যতঃ স্যর গুরুদাস মাতৃআজ্ঞা রক্ষা করিতে—মাতৃইচ্ছা পালন করিতে পারেন নাই!—নীলাম্বরকে পশ্চাতে রাখিয়া, সোণার চাক্‌তিখানি লইয়া, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ফিরিয়াছিলেন। জানি না, এইরূপ মাতৃইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইতে না

পারায় গুরুদাসের কোন অপরাধ হইয়াছিল কি না? তাঁহার মা কিন্তু সে দিন ফল-কামনার বিরুদ্ধে গীতাসঙ্গত সদুপদেশ দ্বারা, লালসার বশবর্ত্তী হইয়া আশার পথে ছুটাছুটি করা যে অত্যন্ত অন্যায়, আর তাহাতে যে চরিত্রের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়, ইহা তাঁহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। স্যর গুরুদাস দীর্ঘজীবনে মাতৃ-আদর্শে এরূপ নিরীহ প্রকৃতিতে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন যে, ছাত্রজীবনে অমিত গৌরব, পরবর্ত্তী জীবনে বহু অর্থ ও প্রচুর মানসম্ভ্রম অর্জ্জন করিয়াও কোথাও—কখনও—কোনও কারণে আত্মশ্লাঘার পরিচয় দেন নাই এবং পদমর্য্যাদার প্রতাপে কখন কোন কার্য্যোদ্ধারের প্রয়াস পান নাই। সুযোগ এবং সুবিধা হইলে পরে সে বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

স্যর গুরুদাসের গৃহস্থজীবন যখন বিধাতার কৃপায় বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল,—ক্রমশঃ পুত্রকন্যা ও পরিজনবর্গে যখন গৃহ পূর্ণ হইতে লাগিল,—তখন সেই প্রাচীনা বৃদ্ধা জননী ষষ্ঠীবুড়ীর ন্যায় বহু নাতি নাতিনী লইয়া সুখে কালযাপন করিতেন!—তখনও সকলকে আপনবশে রাখিয়া আপনার শাসননীতি জারি করিয়া সকলকে সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সময় সময় গৃহের শিশুরা জননীদের নিকট দৌরাত্ম্যনিবন্ধন প্রহার, পুরস্কার পাইলে, বৃদ্ধা বলিতেন—

"ছেলে মারে, কাপড় ছেঁড়ে,
নিজের ক্ষতি নিজে করে।"

তিনি বালকবালিকাদিগকে প্রহার করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—স্নেহ মমতা ও মিষ্ট কথায় যত কাজ হয়, কঠোর ব্যবহারে তাহা হয় না। তাই তিনি শিশুদিগের উপর কখন কঠোর ব্যবহার করিতেন না!—কাহাকেও সেরূপ করিতে দেখিলে ক্ষুণ্ণ

হইতেন। স্যর গুরুদাসের মাতৃদেবী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের শিশু-পালননীতি-বিবরণ কখন অবগত ছিলেন না; কিন্তু স্বভাবগুণে আপনা আপনি সেগুলি তাঁহার উচ্চচরিত্রে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বধূমাতাদের কেহ কখন পুত্রকন্যাকে শাসন কালে "মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব" বলিলেই তিনি বলিতেন, "কখনও অমন অন্যায় ও অসভ্য কথা বলিও না। তুমি ত ওর একখানি হাড়ও ভাঙ্গিবে না, তবে বল' কেন? ছেলের কাছে তোমার কথার মর্য্যাদা থাকিবে না! এতেই মিথ্যা বলার অভ্যাস প্রবল হইয়া পড়িবে!—নানা রকমে অনিষ্ট হইবে! যাহা করিবে না, তাহা বলিও না।"

স্যর গুরুদাসের জননী শেষবয়সে সর্ব্বদাই অপরাহ্নে জ্যেষ্ঠ পৌত্র হারাণচন্দ্রের নিকট বসিয়া গীতার পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া হারাণ বাবুর নিকট কোন কোন বিষয় বুঝিয়া লইতেন। হারাণ বাবুও আনন্দে ঠাকুরমায়ের ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মচর্চ্চার সহায়তা করিতেন। একদা প্রসঙ্গক্রমে হারাণ বাবু বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরমা! তোমার গীতা-শ্রবনের প্রয়োজন কি? তুমি যেভাবে জীবন-যাপন করিলে, এই ত গীতা! গীতায় যাহা আছে তোমাতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই!—আমরা বাড়ীতেই জীবন্ত গীতা দেখিতে পাইতেছি!" ঠাকুরাণী পৌত্রের এতাদৃশ সমাদর প্রদর্শনে নিতান্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিলেন "ছি, ছি, অমন কথা কি মুখে আনিতে আছে? ওসব দেবতার কথা,—দেবতার লীলা—মানুষে কখন সম্ভব হয় না। অমন কথা বলিতে নাই।"

স্যর গুরুদাসের মাতৃবিয়োগের পর আদ্যশ্রাদ্ধ নিকটতর হইয়া আসিয়াছে;—এই সময়ে 'নববিধান' ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত মহাশয় স্যর গুরুদাসের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিয়া-

ছিলেন, "তিনি (জননী) যেরূপ উদার-হৃদয়া ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন, তাহাতে আমাদের বড়ই ইচ্ছা যে তাঁহার স্বর্গারোহণ উপলক্ষে, হিন্দুর অনুষ্ঠেয় সকল ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আমরা একদিন আপনার গৃহে (স্যর গুরুদাসের গৃহে) কীর্ত্তনাদি করিতে যাই।" উপযুক্ত মাতার উপযুক্ত পুত্র তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়া বলিয়াছিলেন, "তিনি যেরূপ জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এ প্রস্তাব তাঁহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে।" তদনুসারে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর একদিন অনেকগুলি শ্রদ্ধাবান্ ব্রাহ্ম মিলিত হইয়া নারিকেলডাঙ্গার বাটীতে মিলিত হইয়া কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন।

মাতাপুত্রের চরিত্র-চিত্র আলোচনা করিয়া আরও অনেকগুলি কথা বলিবার রহিল। সেগুলি বারান্তরে বিবৃত হইবে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষ ভাদ্র ১৩২০

জননী সোণামনি দেবী

(২)

বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ সভ্য দেশের মহিলাগণের মহজ্জীবনের কাহিনী অনেক শুনিয়াছেন, একটী প্রবীণা হিন্দু মহিলা কেবল সহজ জ্ঞান এবং ঈশ্বরনির্ভরের গুণে কিরূপ সুন্দর প্রণালীতে গৃহধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক সন্তানকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিবরণ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন।

হাইকোর্টের জজ মাননীয় ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতা একটী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু রমণী ছিলেন। ডাক্তার গুরুদাস যখন তিন বৎসরের, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তদীয় জননী এক মাত্র সন্তানকে লইয়া আপনার পিতৃভবনে ছিলেন। তথায় থাকিয়া সন্তানকে লেখা পড়া শিখান। গুরুদাস বাবু বলেন, "যখন আমি চারি বৎসরের, সেই কালে ঠাকুর দালানের সিঁড়িতে ইট এবং মাটীর ঢিল লইয়া খেলা করিতেছিলাম, মাসী ঠাকুরাণী ঠাকুরের ভোগ লইয়া যাইবার সময় আমাকে ধমক দিয়া খেলার সামগ্রী পদ দ্বারা ঠেলিয়া ফেলিয়া দেন। তাহাতে আমার বড় রাগ হয় এবং রাগবশতঃ এক ঢিল তাঁহার পায়ে ছুড়িয়া মারি, তাহাতে আঘাত লাগে। এই ঘটনায় মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, ও আমাকে ক্রমাগত দশ বার ঘণ্টা ভৎ‍র্সনা করেন। সেই হইতে আমি ওরূপ কার্য্য জীবনে

কখনও করি নাই। আমার মাতুল আমাকে আদর দেখাইতেছিলেন, কিন্তু জননী তাহার প্রতিবাদ করিলেন। এই ঘটনাটী আমার চির-স্মরণীয় এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।”

ষোল বৎসর বয়সে গুরুদাস বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। যখন তিনি রাত্রি জাগিয়া অধিক পরিশ্রম করিতেন, তখন জননী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—“এত পরিশ্রম করিলে কি হইবে? ঠাকুরের উপর নির্ভর রাখিয়া পরিমিত পরিশ্রম কর। যদি হ’বার হয় তাহাতেই হইবে।” জগদীশ্বর কৃপা না করিলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, এই কথা পুত্রকে তিনি সচরাচর বলিতেন। পরে যখন প্রথম বারে তিনি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইলেন এবং এল,এ, দিবার জন্য অধিকতর উৎসাহের সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, তখনও জননী বলিলেন, “বেশী আশা করা ভাল নয়। যদি পাশ না হও, কি করিবে?”

নিজের জলপানির টাকায় গুরুদাস বাবু এম, এ, পর্য্যন্ত পড়িলেন। তদনন্তর কিছুদিন কলিকাতায় শিক্ষকের কাজে ব্রতী হন। দূরে গেলে বেশী বেতন পাইতেন, মাতৃঅনুরোধে যাইতে পারিতেন না। শেষে বহরমপুর কলেজের আইন শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কাজে কি আগে কেউ ছিল?”

উত্তর। “যিনি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।” জননী বলিলেন, “এক জনের স্ত্রী পুত্র সেখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসি-তেছে? আর তুমি সেই চাকরী করিয়া সুখভোগ করিবে? না যাওয়া হইবে না! এখানে যা কিছু পাও, তাই আমার ভাল।” পরে আত্মীয়-গণের অনুরোধে তিনি সন্তানকে উক্ত স্থানে যাইতে অনুমতি দেন।

গুরুদাস বাবু বহরমপুরে ছয় বৎসর কাল থাকেন। তথায় ওকালতিতে বেশ পসার হইল। মাসে হাজার বার শত টাকা পাইতে লাগিলেন।

তখন জননী বলিলেন, "কলিকাতায় চল এখানে আর থাকা হইবে না। সেখানে যাহা পাইবে, তাহাতেই চলিবে। চিরকাল বিদেশে থাকা যায় না।"

গুরুদাস বাবু বলেন, "জননীর বিশেষ অনুরোধেই কলিকাতায় আসিতে হইল, আমার ইচ্ছা ছিল না। তথায় বেশী অর্থ লাভের প্রত্যাশা ছিল। এখন দেখিতেছি, তাঁর কথায় মঙ্গল হইয়াছে। তাঁহার শিক্ষার গুণে অর্থ উপার্জ্জনের লালসাও আমার কমিয়া গিয়াছে।"

জননী যে দিন শুনিলেন পুত্র হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন, সে দিন তাঁহার এক অতিরিক্ত ভাবনা বাড়িল। পুত্রকে বলিলেন, "ওকালতির কাজে তোমার নিজের উপর দায়িত্ব ছিল না, এখন তোমার কথার উপরে লোকের মঙ্গলামঙ্গল অনেক নির্ভর করিবে। এ কাজ তোমার যেমন ভাল হইল, তেমনি ভাবিবার বিষয় হইল।"

এই ধর্ম্মপরায়ণা হিন্দু মহিলা ৭৫ বৎসর বয়সে সম্প্রতি দেহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রতিদিন তিনি গৃহের সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, এবং বরাবর স্বহস্তে রাঁধিতেন। এত রাঁধিতেন যে তাহাতে পরিবারস্থ লোকদিগের অর্দ্ধেক আহার্য্য প্রস্তুত হইত। ছোট ছোট সন্তানদিগকে কখনও তিনি প্রহার করেন নাই। বলিতেন "যে মারে, ছেলেরা তাহাকে শত্রু জ্ঞান করে।" অথচ ছোট ছোট ছেলেরা তাঁর কাছে আসিলেই শান্তভাব ধারণ করিত। পান ভোজন বিষয়ে বিধবার ব্রহ্ম-চর্য্যের অনুরূপ আচরণ ছিল। ধর্ম্মনিষ্ঠা বা কঠোরতা সম্বন্ধে বেশী বাড়া-বাড়ি ছিল না, কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে ভগবানের প্রতি নির্ভর করিতেন এবং অপরকে করিতে বলিতেন। ব্রাহ্মেরা এক সময়ে তাঁহার ভবনে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গীত শুনিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে সেইরূপ কীর্ত্তনের প্রশংসা করেন।

লেখা পড়া না শিখিয়া স্বভাবতঃ ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভাবে হিন্দুমহিলা কেমন বুদ্ধিমতী ও গৃহকার্য্যদক্ষা হইতে পারেন, ইহা তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গুরুদাস বাবু এমন বিদ্বান্ এবং উচ্চপদস্থ হইয়াও জননীর সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন গুরুতর কার্য্যে হাত দিতেন না। তিনি বলেন, "এত দিন কেবল তাঁহাকে সংসারের মা বলিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি। এখন তাঁহাকে স্বর্গের দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবার ইচ্ছা হইতেছে।" অন্তিমকালে পুত্র বলিলেন, "গঙ্গা আপনাকে আমাদের কোল শূন্য করিয়া লইতে পারিতেছেন না।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আর অমন কথা বলিও না। আমার এখন আর কাহারও প্রতি মায়া নাই!"

এই মহিলা কিরূপ উন্নতমনা ছিলেন, পুত্রের সদ্গুণ, ভদ্র ব্যবহার, বিনয়, সচ্চরিত্রতা দেখিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গুরুদাস বাবু মাতৃশ্রাদ্ধ * উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। শেষের দিনে ব্রাহ্মদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন। বলিয়াছিলেন, "আমার মায়ের নামে একদিন সার্ব্বভৌমিক প্রার্থনা "universal prayer" হয় এইটী ইচ্ছা ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপা জননীর ইনি দৃষ্টান্তস্বরূপ সৎপুত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১২৯৬।

*A NOTABLE social function took place yesterday, in connection with the death of the mother of one of our High Court Judges—the last not the least. Baboo Gurudas Banerjee had fallen so ill from exposure and strain in attendance upon his mother, that he was unable to perform the obsequial ceremony of the 10th day. He took the first opportunity after his recovery of performing it. Yesterday was the Day of Assembly, and of the consecration of the Bull and of Gifts for the soul of the deceased. The weather which had been foul and rainy from the previous week was arrested for the day—in deference, as Hindus believe, to the pious old Brahmani gone to her rest. It is needless to say that everybody attended on whom—according to our beautiful mourning custom—Baboo Banerjee had waited. The articles consecrated were all substantial. If the silver vessels were small, they will be given away whole. The process of distribution by cutting to which more massive plate is subjected, is shabby and, perhaps, unscriptural. One gift was much to our taste—the Vedas published by Pandit Satyabrata Samasrami, of which we remarked several sets. This was an improvement. *The sraddha* is as old as the Vedas, and nothing can be a more appropriate offering to Brahmans and Pandits on such an occasion. Another point that we noticed with great pleasure was in connection with the consecration of the enfranchised Bull. The stamping with red-hot iron is a cruel business. In this case, it was a nominal operation.

REIS AND RAYYET. (November 23. 1889.

জীবন স্মৃতি

পূজনীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার আদর্শ জীবনের শিক্ষাপ্রদ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলে, বঙ্গ সাহিত্যের চরিতাখ্যান বিভাগে একটী অমূল্য রত্ন সঞ্চিত হইতে পারিত। মার্কাস অরিলিয়স ও সেণ্ট অগাষ্টিন হইতে, ফ্রাঙ্কলিন, রুসো, মিল ও টলষ্টয় পর্য্যন্ত, মানবজাতির শীর্ষস্থানীয় অনেক মনীষী, আত্ম-জীবন-চরিত রচনায় দ্বিধা বোধ করেন নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিনয়-মূলক সঙ্কোচ এই কর্ত্তব্য সাধনে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। শ্রদ্ধামাত্র-সম্বল অক্ষম লেখকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সার গুরুদাসের চরিত-রত্ন-মঞ্জুষা হইতে যে সম্পদ আহৃত হইয়াছে, বঙ্গীয় পাঠক সমাজে তাহা নিবেদিত হইল।

ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্ত্তী বরুগ্রামে সার গুরুদাসের পূর্ব্বপুরুষ-দিগের বাস। তাঁহার পিতামহের নাম মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থোপার্জ্জন হেতু তিনি কলিকাতায় আসিয়া, পটলডাঙ্গায় এক আত্মীয়ের ভবনে আশ্রয় লন। ধনাগমের চেষ্টায় যৌবনকালে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিলে, একজন বিদ্রূপ করিয়া বলে, বুড়ো মিন্‌ষে আবার এ, বি, সি, পড়্‌চে—ইহাতে তাঁহার ঐ ভাষা আয়ত্ত করিবার ইচ্ছা আরও প্রবল হয়। দাসখতে সহি করিবার ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিলে, তিনি গুল ক্যামেল কোম্পানির আফিসে নিযুক্ত হন। তথায় তাঁহার বেতন পঞ্চান্ন টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সে কালে মাসিক পঞ্চান্ন টাকা আয়েও লোকে দু’পয়সার মুখ দেখিতে পারিত। লক্ষ্মীর কৃপা হইতে আরম্ভ হইলে,

মাণিকচন্দ্র কলিকাতায় ভদ্রাসন প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তিনি অপরের বাস্তুভিটা উঠাইয়া তথায় বাস করিবেন না। মনোমত জমির অনুসন্ধানে তিনি নারিকেলডাঙ্গায় উপস্থিত হন এবং বর্ত্তমান ষষ্ঠীতলা রোডের নিকটবর্ত্তী এক কলাবাগান ক্রয় করেন। তখন উহার মূল্য ছিল কুড়ি টাকা কাঠা। মাণিকচন্দ্র তথায় একতলা পাকা চণ্ডীমণ্ডপ ও শয়নঘর এবং গোলপাতার পাকশালা ও গোয়ালঘর নির্ম্মাণ করেন। ভবিষ্যতে সার গুরুদাস, মাতৃদেবীর আদেশানুসারে, পিতামহের নির্ম্মিত বনিয়াদের উপরেই ঠাকুরঘর তৈয়ারী করেন। বাটী ও বাগানের পরিসর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া, এখন তিনি তিন বিঘায় দাঁড় করাইয়াছেন।

পিতামহের আত্মবিলোপ সম্বন্ধে সার গুরুদাসের নিকট একটি গল্প শুনিয়াছি। শুদ্ধ কলাবন দেখিয়া, মাণিকচন্দ্রের গৃহিণী তাঁহাকে বলেন যে এমন জায়গা কিনলে, যেখানে তোমার নিজের পুকুর নাই, পরের পুকুরে সরতে হয়। তাঁহার বাটীর পশ্চিম ধারের পুষ্করিণী ক্রয় করা যখন তাঁহার অত্যাবশ্যক, ঠিক সেই সময়ে একজন প্রতিবাসী কায়স্থ-বন্ধু আসিয়া, ঐ পুকুর লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মাণিকচন্দ্র দ্বিরুক্তিমাত্র করেন নাই। ভবিষ্যতে ঐ কায়স্থের উত্তরাধিকারীর নিকট সার গুরুদাস তাঁহার সদরের পুষ্করিণী ক্রয় করেন। সত্তর আশী বৎসর পূর্ব্বে নারিকেল-ডাঙ্গায় অসংখ্য ডোবা ও পুকুর ছিল, কেন না সহরের গৃহ নির্ম্মাণের অধিকাংশ ইষ্টক তখন উক্ত অঞ্চলে তৈয়ারী হইত।

সার গুরুদাসের পিতা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার টেগোর কোম্পানির আফিসে কর্ম্ম করিতেন। পিতৃদেবের R. C. B. স্বাক্ষরযুক্ত একখানি পুস্তক এখনও তাঁহার নিকট আছে। রামচন্দ্রের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তাঁহার শিশু পুত্রকে কোলে বসাইয়া, তিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ
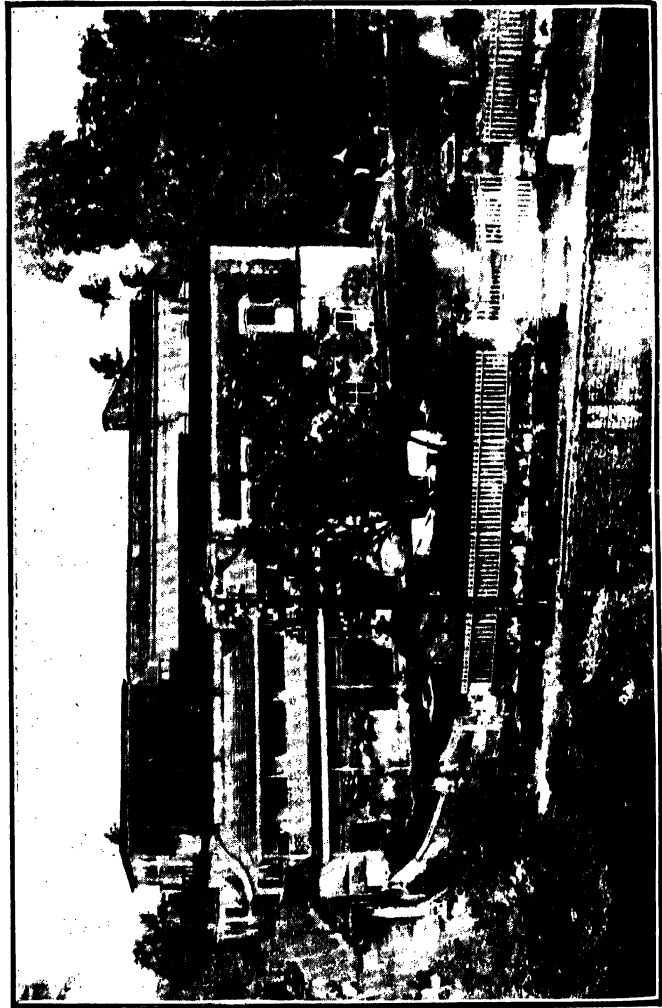
নারিকেলডাঙ্গার বাসভবন
(পুরাতন বাটী)

করিতেন। R. C. B. স্বাক্ষরিত সেই গীতাখানি হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া সার গুরুদাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল তিন বৎসরেরও কম। একমাত্র পুত্রশোকে বিহ্বলা হইয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতামহী কাশী বাস করেন।

১২৫০ বঙ্গাব্দের (১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ) ১৪ই মাঘ (সম্ভবতঃ ২৭শে জানুয়ারী), শুক্রবার, সপ্তমী তিথিতে, বেলা প্রায় দশটার সময়, সার গুরুদাস জন্মগ্রহণ করেন। হাতে খড়ি হইতেই তিনি পল্লীস্থ মিত্র মহাশয়ের ভবনে, প্রত্যহ পাঠাভ্যাস করিতে যাইতেন। তাঁহাদের যত্নে তিনি ইংরাজীতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিন্তু গণিতে ব্যুৎপত্তি হইতে তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল, তিনি ১২ ও ১০২এ কি প্রভেদ তাহা অনেককাল বুঝিতে পারেন নাই। আট নয় বৎসর বয়সের সময় তিনি হেদুয়ার জেনেরল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি হন। তখন ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না। ঐ খানে মাস কয়েক বিদ্যাভ্যাসের পর তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়, এবং তাঁহার মাতুল তাঁহাকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। পিতামহী কাশীধামে গমন করিলে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছু দিনের জন্য, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে বাস করেন। সার গুরুদাসের মাতুলের নাম গঙ্গানারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি কেল্লার এড্‌জুটাণ্ট জেনেরলের আফিসে হেড্‌ এসিষ্টাণ্ট ছিলেন। চিৎপুর রোড ও মস্‌জিদ-বাটী ষ্ট্রীটের মিলনস্থলের পশ্চিমে, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ব্রাঞ্চ স্কুল ছিল। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ের পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু তথাকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কৈলাস বাবুর শিক্ষা-নৈপুণ্যে ঐ স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। গরাণহাটার আদি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি তখন কলিকাতার একটী শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ছিল। প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে লোকে ইহাকে গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল বলিত। স্বনাম-ধন্য

কাপ্তেন ডি, এল্, রিচার্ডসন কয়েক বৎসর উহার অধ্যক্ষ ছিলেন। কিছুকাল পরে রিচার্ডসন সিঁন্দুরিয়াপটির মেট্রপলিটান কলেজে চলিয়া যান। নিজের কাছে রাখিয়া, অর্থাৎ নারিকেলডাঙ্গায় পিত্রালয়ে না পাঠাইয়া, ভাগিনেয়ের শিক্ষা পরিদর্শন করিতে সুবিধা হইবে, এই মানসে সার গুরুদাসের মাতুল তাঁহাকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিমতী মাতৃদেবী ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। একমাত্র সন্তানকে দূরে রাখিবার ক্লেশ ইহার একমাত্র কারণ নহে; তাঁহার ভাগ্যবান ভ্রাতার বৈঠকখানায়, নানাবিধ লোকের গল্প গুজবে, তাঁহার শিশুপুত্রের পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, এ সন্দেহ তাঁহার পূরামাত্রায় ছিল। ভগ্নীর অভিমত সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, সার গুরুদাসকে তাঁহার মাতুল হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এইবার তিনি শ্যামপুকুরের মাতুলালয় ত্যাগ করিয়া নারিকেলডাঙ্গা হইতে স্কুলে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে যখন সার গুরুদাস হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন, তখন বর্ত্তমান হেয়ার স্কুলের বাটি, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সেনেট হল প্রভৃতির চিহ্নমাত্রও ছিল না। ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটে, বর্ত্তমান ওভার্টু ন হলের দক্ষিণে, একতালা বাটীতে, হেয়ার সাহেবের স্কুল ছিল। চতুর্থ হইতে অষ্টম শ্রেণী পাশাপাশিভাবে একটা হলে বসিত। প্রথম হইতে তৃতীয় শ্রেণী অন্যদিকে বসিত। সার গুরুদাস অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। উহা হইতে একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে ও তৎপরে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। অষ্টম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। যুগী জাতীয় একজন বয়স্থ ছাত্র তাঁহার সতীর্থ ছিলেন, তিনি প্রথম হন। একটু লেখাপড়া শিখিবার পর এই বালক তাহার পিতার বড়বাজারের দোকানের কাজ করিতে আরম্ভ করে। পঞ্চম শ্রেণী হইতে সার গুরুদাস

বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করিতে আরম্ভ করেন—ভবিষ্যতে কোনও পরীক্ষায় তাঁহাকে এই সম্মান হইতে বঞ্চিত হইতে হয় নাই।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে হেয়ার স্কুলের নিচের ক্লাশগুলিতে নন্দলাল দে ও চণ্ডীচরণ দে নামক দুইজন সুযোগ্য শিক্ষক ছিলেন। চণ্ডীবাবু বিরক্ত হইলে ছাত্রদিগকে হণ্ডেশ্বর ও হাঁদা বলিতেন, তজ্জন্য ছেলে মহলে তাঁহার নাম ছিল "হাঁদা চণ্ডী"। তৎকালে হেয়ার স্কুলে ইংরাজী গদ্য ও ইতিহাসের বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তক ছিল না। Marshmanএর "History of India", Keightleyর "History of Rome" এবং Keightleyর "History of Greece", ইংরাজী গদ্য এবং পুরাবৃত্ত উভয় হিসাবেই পঠিত হইত। School Book Society কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী পদ্য-সংগ্রহ (Poetical Reader) দুই তিন বৎসরে সমাপ্ত করা হইত। ব্যবস্থা-সচিব মান্যবর ডিঙ্কওয়াটার বীটনের (Bethune) ন্যায় সুবিদ্বান ব্যক্তি, স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত গ্রন্থাবলী প্রণয়নে সহায়তা করিতেন বলিয়া, ঐ সকল পুস্তক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত। তখন Barnard Smithএর "Arithmetic" ও Playfairএর "Euclid" প্রচলিত ছিল।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অধ্যাপক বিশ্বনাথ শাস্ত্রী কিছুকাল সার গুরুদাসের ভবনে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাল্যকালে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং তাঁহার প্ররোচনায় অমরকোষ অভিধান কণ্ঠস্থ করেন। হেয়ার স্কুলে অবস্থিতি কালে সার গুরুদাস অক্ষয় দত্তের "চারুপাঠ", তারাশঙ্করের "কাদম্বরী" প্রভৃতি কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ গদ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখনকার পণ্ডিত মহাশয়দের অধিকাংশই বাঙ্গালা সাহিত্য উত্তমরূপে পড়াইতে পারিতেন না। কলেজ ছাড়িবার পূর্ব্বে সার গুরুদাস একখানিও বাঙ্গালা বা ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করেন নাই। এম্-এ পাশ হইবার পর তিনি

বঙ্কিমের "দুর্গেশনন্দিনী" এবং বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপক হইবার পর তিনি Scott এর "Ivanhoe" উপন্যাস পাঠ করেন। Johnson এর "Rasselas" নামক উপাখ্যান তিনি বাল্যকালে পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহার মতে ইংরাজী ভাষা শিখিবার পক্ষে উহা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

যে তিন জন আদর্শ শিক্ষকের গুণ গরিমার কথা সার গুরুদাস শত মুখে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সেই লোকবিশ্রুত প্যারীচরণ সরকার, নীলমণি চক্রবর্ত্তী ও গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়ত্রয়, তাঁহার ছাত্রাবস্থায় হেয়ার স্কুলের প্রথম তিন শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন। জ্যামিতির মূলসূত্রগুলি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বুদ্ধিগম্য হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল; গিরিশচন্দ্রের শিক্ষানৈপুণ্যে তাঁহার ঐ বিদ্যায় অধিকার জন্মে। নীলমণি একটু কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। ঘণ্টা বাজিতেই ক্লাশে উপস্থিত হইতে না পারিলে, তিনি সে ছাত্রকে সে ঘণ্টায় ক্লাশে ঢুকিতে দিতেন না। একদিন কয়েকজন ছাত্র এই প্রকারে বাহিরে থাকিতে বাধ্য হইয়া হট্টগোল করিতেছে, এমন সময় প্রধান শিক্ষক প্যারীচরণ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর শুনিয়া, লঘু দোষে গুরু শাস্তি হইয়াছে মনে করিয়া, তিনি নীলমণিকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "Pray don't stretch your chord too tight, it may break" (বেশী টানলে ছিঁড়ে যাবে)। যে কাগজে প্যারীচরণ ঐ মন্তব্যটি লিখিয়াছিলেন, নীলমণি তাহা পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু সার গুরুদাসের সতীর্থগণ ছিন্নাংশগুলি জুড়িয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন। সামান্য খুঁটিনাটিতেও নীলমণির নজর থাকিত। সময়ে সময়ে ভূগোলের কোনও কথার উচ্চারণ ঠিক করিয়া দিবার জন্য, তিনি বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত ক্লাস করিতেন, এবং কোনও ছাত্রকে একই কথা পাঁচ ছয় বার বলিয়া দিতে ক্লেশ বা বিরক্তি বোধ করিতেন

না। নীলমণি প্রায়ই হাঁসিতেন না, কিন্তু ছাত্রদের কেহ ভাল ম্যাপ আঁকিতে পারিলে, তিনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া, তাহা হাতে করিয়া, তিন চারিটি ক্লাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সার গুরুদাসের ছাত্রাবস্থায় অঙ্কিত একখানি ভারতবর্ষের মানচিত্র আজও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে; সেখানি এত সুন্দর যে দূর হইতে দেখিলে তাহা ছাপান বলিয়া মনে হয়।

হেয়ার স্কুলের শিক্ষক-জ্যোতিষ্কের সূর্য্য-স্বরূপ ছিলেন প্যারীচরণ সরকার। তিনি যখন বারাসাত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, তখন হাইকোর্টের ভবিষ্যৎ বিচারপতি ট্রেভর (Trevor) তথাকার হাকিম ছিলেন। প্যারীচরণের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, ট্রেভর তাঁহাকে কলিকাতায় কর্ম্মগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। নম্রপ্রকৃতি প্যারীচরণ ক্রুদ্ধ বা বিচলিত হইতেন না, কিন্তু তাঁহার গাম্ভীর্য্যে নিতান্ত দুর্বিনীত ছাত্রগণও ভীত হইত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একজন বেশী বয়সের সহাধ্যায়ী ক্লাশে গোলমাল করিলে, শিক্ষক তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলেন। সে বলিল, "সার, আমি সবার চেয়ে বয়সে বড়, আমাকে অন্য কোনও রকম শাস্তি দিন।" শিক্ষক ঐ শাস্তির কথাই বারংবার উল্লেখ করিলেন, কিন্তু সে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল না। তখন তিনি অগত্যা প্রধান শিক্ষক প্যারীচরণকে এই ব্যাপার জানাইলেন। প্যারীচরণকে সংবাদ দেওয়া হইতেছে দেখিয়া ঐ বালক বলিল, "এইবার সারলে রে।" প্যারীচরণ ঘটনাস্থলে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া, দৃঢ়স্বরে বলিলেন—তোমাকে তোমার শিক্ষকের আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে। ঐ বালক তখনই দাঁড়াইল। দাঁড়াইবামাত্র প্যারীচরণ তাহাকে বলিলেন, তোমার শিক্ষকের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছ, এইবার তিনি অনুমতি দিলে বসিতে পার। এই কথা বলিবার সময় তিনি উক্ত শিক্ষকের দিকে চাহিলেন, শিক্ষকও প্যারীচরণের ইঙ্গিত বুঝিয়া উক্ত বালককে বসিতে

বলিলেন। প্যারীচরণ যদি ঐ দুর্দ্দান্ত বয়স্থ বালককে অধিকক্ষণ দাঁড় করাইয়া রাখিতেন, তাহা হইলে তাহার আত্মসম্মান জ্ঞান ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহার স্থানে বিদ্রোহীভাবের আবির্ভাব হইত। এক সঙ্গে ছাত্রের ঔদ্ধত্য দমন ও শিক্ষকের সম্মান রক্ষা করিয়া প্যারীচরণ সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইলেন।

প্যারীচরণের অন্তঃকরণে বিলাস, অহঙ্কার ও হুজুগ-প্রিয়তার কণামাত্রও ছিল না। উচ্চ বেতন ও পুস্তক-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ সত্ত্বেও তিনি কখনও গাড়ি ঘোড়া করেন নাই ; ছাতাটি হাতে করিয়া, চাপকান আঁটিয়া, প্রতিদিন বাটী হইতে কর্ম্মস্থলে যাতায়াত করিতেন। বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। বৈজ্ঞানিক সার জন হার্শেলের একখানি পুস্তক তিনি চমৎকার পড়াইয়াছিলেন। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তিনি মাঝে মাঝে মেডিকাল কলেজে যাইতেন। তথাকার অধ্যাপক ডাক্তার ওসাগ্‌নেসির (O' Shaughnesy) সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ ছিল। উক্ত চিকিৎসক সম্বন্ধে সার গুরুদাস এক মজার গল্প বলেন। ক্ষিপ্ত কুকুর দষ্ট একজন লোক চিকিৎসার্থ মেডিকাল কলেজে আসে। একটা ঘরে ভূরি পরিমাণে গাঁজার ধোঁয়া জমাইয়া, ডাক্তার ওসাগ্‌নেসি ঐ রোগীকে অনেকক্ষণ ধরিয়া তন্মধ্যে রাখেন। ইহাতেই তাহার প্রাণরক্ষা হয়। গঞ্জিকার মাহাত্ম্যেই বোধ হয় কৈলাসপতি বিষপান করিয়াও নীলকণ্ঠ হইয়া অমর হইয়াছেন !

১৮৫৯ সালে, মার্চ্চ ও ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ দুইবার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা হয়। মার্চ্চ মাসের পরীক্ষায় গোয়াবাগান নিবাসী, হাইকোর্টের উকিল, শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু প্রথম হন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা দেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা টাউনহলে বসিত। পরীক্ষার অল্পদিন পূর্ব্বে সার গুরুদাসের ম্যালেরিয়া হয়। তাঁহার বাটীর

কয়েক হস্ত পূর্ব্বে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের লাইন পাতা হওয়াতে নারিকেলডাঙ্গার জলনিকাশে বাধা পড়ে ও জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সার গুরুদাস পীড়িত হইয়াছেন শুনিয়া, প্যারীচরণ তাঁহাকে গাড়ী বা পাল্‌কি করিয়া টাউনহলে যাইতে আদেশ করেন এবং তিনি ভাড়া দিবেন এই কথা বলিয়া পাঠান। দৌর্ব্বল্যবশতঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাল্‌কি করিয়া টাউনহলে গমন করিয়াছিলেন। পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে, প্যারীচরণ সার গুরুদাসের নিকট আসিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করেন "How much do I owe you, my boy?" এবং তাঁহাকে জোর করিয়া পাল্‌কিভাড়া গছাইয়া দেন।

প্যারীচরণ সরকারের ন্যায় দেবোপম শিক্ষক লাভ যে কত বড় সৌভাগ্য তাহা বলিতে বলিতে সার গুরুদাস তন্ময় হইয়া উঠেন। প্যারীচরণ ছাত্রদিগকে প্রতিদিন কিছু লিখিতে দিতেন। লর্ড বেকনের "Writing makes an exact man" এই কথা তাঁহার মনোমধ্যে জাগরূক ছিল। রচনা (essay), অনুবাদ, শিক্ষকের পঠিত বিষয় নিজের ভাষায় লেখা (reproduction), ইতিহাস গণিত সকল বিষয়েই তিনি লেখাইতেন। এই সকল অনুশীলন (exercise), প্যারীচরণ ও তাঁহার সহযোগিবর্গ মনোযোগ সহকারে শুদ্ধ করিয়া দিতেন। এক খানি বড় খাতায়, প্রত্যেক ছাত্রের প্রত্যেক অনুশীলনের নম্বর লিপিবদ্ধ হইত এবং বৎসরান্তে সে গুলি যোগ করা হইত। কেবলমাত্র বাৎসরিক পরীক্ষার ফলের উপর বৃত্তি বা পারিতোষিকপ্রাপ্তি নির্ভর করিত না। ক্লাসের দৈনিক অনুশীলনের নম্বর যোগ করিয়া বৎসরান্তে যে ছাত্র যে স্থান অধিকার করিত, তাহারই গৌরব অধিক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নম্বর হিসাবে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এক সতীর্থ দ্বিতীয় হন, কিন্তু ক্লাশের খাতায় নম্বর যোগ দিয়া তিনি তৃতীয় হন। শিক্ষাবিভাগের

তৎকালীন অধ্যক্ষ ইয়ং সাহেবের নিকট গিয়া, প্যারীচরণ ক্লাসের নম্বরের যোগফল হিসাবে স্থান নির্দ্ধারণের জন্য অনুরোধ করেন এবং সেই অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল। বেলা চারটার পূর্ব্বে exercise লেখা সমাপ্ত না হইলে, প্যারীচরণের বেহারার নিকট উত্তরের কাগজগুলি দিলেই চলিত— শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ছাত্রগণ বলাবলি করিত না বা অর্থপুস্তক দেখিত না। তিনি ছাত্রদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন এবং তাহারা প্রাণপণে সেই বিশ্বাসের যোগ্য হইতে চেষ্টা করিত।

সার গুরুদাস বলেন যে, তাঁহাদের আমলের ছাত্রেরা যথেষ্ট খাটিত এবং সেই পরিশ্রমে আনন্দ বোধ করিত। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমানকালে অনেক ছাত্রই অর্থপুস্তকের গত কপচাইয়া ও গৃহ-শিক্ষকের স্কন্ধে সমস্ত বোঝা চাপাইয়া, কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করে। ইহার ফলে তাহারা বিদ্যাশিক্ষার বিমল আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। অনেকেই দামি জুতা পায়ে দিয়া, সোয়েটার গায়ে দিয়া, গড়ের মাঠে একঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করিবে, কিন্তু মা বাপের অসুখ করিলে আধখানা রাত্রি জাগিলেও ক্লেশ বোধ করিবে, চার আনার বাজার করিতে চক্ষে সরিষা ফুল দেখিবে। এ সকল বিষয়ে সবই যে ছেলেদের দোষ নহে, এ কথাও তিনি বলেন। তাঁহার সমক্ষে "কলিকালের" ছেলেদের নিন্দা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকালের মাষ্টার ও বাবা মহাশয়দিগের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে ছাড়েন না।

১৮৫৯ স্যালের শেষে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সার গুরুদাস হেয়ার স্কুলের ছাত্রদের প্রথম স্থান কধিকার করেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির বর্ত্তমান ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ হইতে ঐ পরীক্ষা দিয়া, ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম হন। হাইকোর্টের বর্ত্তমান বিচারপতি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মল্লিকের পিতা অতুলচরণ মল্লিক (O. C.

Mullick হিন্দুস্কুলের ছাত্রদের প্রথম হন। ইঁহারা প্রেসিডেন্সি কলেজে সার গুরুদাসের সহাধ্যায়ী হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণি শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিত্র, সি-আই-ই, এবং স্বর্গীয় এটর্নি নবীনচাঁদ বড়াল, হিন্দু স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস হইয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাশে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে ভর্ত্তি হন। সে কালের নিয়মানুসারে বি-এ পাস না করিয়াও তাঁহারা এটর্ণি হইয়াছিলেন।

১৮৬০ সালের জানুয়ারি মাসে সার গুরুদাস প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। তখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজ বলিতে গোলদিঘির উত্তর দিকে বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুস্কুলের একাংশ বুঝিতে হইবে। যে বাটী এখন প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে প্রসিদ্ধ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ছোট লাট সার জর্জ্জ কাম্‌বেল কর্ত্তৃক তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। সার গুরুদাসের আমলে প্রেসিডেন্সি কলেজের থার্ড ও ফোর্থ ইয়ার এবং আইনের একটি ক্লাশ, বর্ত্তমান আলবার্ট হল নামক পরিচিত গৃহে বসিত।

সার গুরুদাস যখন ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে ভর্ত্তি হন, তখন এণ্ট্রান্স ও বি-এর মাঝখানে "ফার্ষ্ট আর্টস" বলিয়া কোনও পরীক্ষা ছিল না। এণ্ট্রান্সের পর সেকালে অনেকে "সিনিয়র স্কলার্শিপ" পরীক্ষা দিত। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, রায় ঈশ্বরচন্দ্র মত্র বাহাদুর প্রভৃতি কয়েকজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি সিনিয়ার স্কলার ছিলেন। ১২৬০ সালের মধ্যভাগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এফ্-এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে, সার গুরুদাস সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষা দিবার অভিলাষ ত্যাগ করিয়া, এফ্-এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করেন। ১৮৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রথম এফ্-এ পাশের দল বাহির হন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। এফ্-এ পাশ না হইলে বি-এ পরীক্ষা দিতে অনুমতি পাওয়া যাইবে না বলিয়া, প্রসিদ্ধ উকিল ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ

মিত্র, থার্ড ইয়ারে পড়িবার কালে, সেকেণ্ড ইয়ারের নূতন এফ্-এ পরীক্ষা দিতে বাধ্য হন। ত্রৈলোক্যনাথের ন্যায় থার্ড ইয়ারের মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে, সার গুরুদাসের একটু ভয় হইয়াছিল, কিন্তু গেজেটে তাঁহারই প্রথম হইবার সংবাদ ঘোষিত হইয়াছিল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আমলে এফ্-এ ক্লাশে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিদ্যাদি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোনও পুস্তক পঠিত হইত না। "Keightleyর History of England" ইতিহাসের পাঠ্য ছিল। Bacon এর "Advancement of Learning" এর প্রথমার্দ্ধ পঠিত হইত। তখন সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল না। সকলকেই বাঙ্গালা পড়িতে হইত এবং পাঠ্যগ্রন্থের মধ্যে কাশীরাম দাসের "মহাভারত" ছিল। গণিতের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক ছিল Todhunter's Algebra, Todhunter's Trigonometry, Potts' Euclid এবং Potter's "Statics"। দর্শনশাস্ত্রের পাঠ্য পুস্তক ছিল Abercrombie's Mental and Moral Sceince. ইংরাজী সাহিত্যের পাঠ্য ছিল Addison's Spectator, Milton's Paradise Lost, Pope's Essay on Criticism প্রভৃতি।

সার গুরুদাস বলেন যে, তাঁহারা কলেজকে দেবমন্দিরের ন্যায় পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমশঃ শেক্সপীয়ার, মিল্টন, বেকন প্রভৃতি মানব-শিরোমণিদিগের রচনার সংস্পর্শে আসিতেছেন, এই আনন্দে তাঁহার মন উৎফুল্ল হইয়া থাকিত। ফার্ষ্ট ইয়ারে তাঁহাদের ইংরাজী পড়াইতেন অধ্যাপক হ্যাণ্ড (Hand)। ভবিষ্যতে ইনি বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ (সুতরাং head) হইলে, একজন রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "Hand in the place of head"। '"পদ্মিনী" ও "কর্ম্মদেবী" প্রণেতা কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অল্পদিনের জন্য ফার্ষ্ট ইয়ারে বাঙ্গালা পড়াইয়াছিলেন। সার গুরুদাস তাঁহার নিকটে ইংরাজী হইতে বঙ্গানুবাদ

করিবার কয়েকটি সঙ্কেত শিখিয়াছিলেন। রঙ্গলাল ভবিষ্যতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন।

গণিতের অধ্যাপক রীস (Rees), স্বর্গীয় আচার্য্য পার্সিভালের (Percival) ন্যায়, চট্টগ্রামের লোক ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী উচ্চারণে একটু চাটগেঁয়ে টান ছিল এবং তিনি মাঝে মাঝে খুব হাসাইতেন। একদিন তিনি এই কবিতা আওড়াইয়াছিলেন:—

"*Live, vile* and *evil* have the self-same letters,
They *live* but *vile,* whom *evil* holds in fetters."

আর একদিন আসিয়া তিনি নিম্নোক্ত ল্যাটিন বাক্যটী বলিলেন; ইহা গোড়া হইতে শেষ এবং অন্ত হইতে আদ্য পর্য্যন্ত পড়িতে এক, যেমন "রমাকান্ত কামার":—"Otto tenet mappam medidem mappam tenet otto"; ইহার ইংরাজী অর্থ হইতেছে Otto holds a towel and wet towel holds otto। আর এক দিন ক্লাসে আসিয়া রীস প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "How many editions of Euclid have you got?" অনেকেরই একরকম ভিন্ন ছিল না, সার গুরু-দাসের সাত প্রকার ছিল। রীস সদর্পে বলিলেন, "I have got seventeen editions"। কয়েক বৎসর পরে, কোম্পানির চাকরি ছাড়িয়া রীস বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের পুত্রের গৃহ-শিক্ষক হইয়াছিলেন।

ইতিহাসের অধ্যাপক সণ্ডার্স (Saunders) সাহেবের অধ্যাপনা-পদ্ধতি একটু নূতন রকমের ছিল। ক্লাশে তিনি যে সকল exercise লিখিতে দিতেন, সে গুলি ঐ ক্লাশের বার জন ছেলের সাহায্যে পরীক্ষা করিতেন। এই বার জনের নাম হইত Inspector। মাঝে মাঝে ইন্‌স্পেক্টরের দল বদলি হইত, তাহার ফলে প্রত্যেক ছাত্রেরই ঐ পদ

লাভ হইত। এক এক জনের হাতে পাঁচ ছয় খানা কাগজ পরীক্ষার ভার পড়িত এবং একই বিষয় উপর্য্যুপরি পাঁচ ছয় বার অধীত হওয়াতে, বিষয়টি তাহাদের মুখস্থ হইয়া যাইত। ইন্‌স্পেক্টরদের কার্য্যের উপর সণ্ডার্স সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতেন।

সেকালে হিন্দু স্কুলে কলিকাতার ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের বংশধরেরাই পড়িতেন, সেই জন্য ঐ স্কুলের যে সকল বালক প্রেসিডেন্সি কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, তাঁহারা একটু বাবুগোছের ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শিষ্টাচারের কখনও ত্রুটি হইত না।

সার গুরুদাসের আমলে সেকেণ্ড ইয়ার ও বি-এ ক্লাসে স্বনামখ্যাত কাউয়েল সাহেব ইতিহাস পড়াইতেন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত, বিনয়ী, বাঙ্গালী-হিতৈষী ইংরাজ খুব অল্পই এদেশে আসিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে ৭৫০৲ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হিসাবে ৩০০৲ বেতন পাইতেন। এত টাকা আয়েও তাঁহার অশন বসন দরিদ্রের ন্যায় সাদা সিধা রকমের ছিল। কাউয়েল শেষ ঘণ্টায় থাকিলে প্রায়ই ৪টার পরিবর্ত্তে ৫টায় ছুটি হইত। অধ্যাপনাকালে তিনি কিরূপ তন্ময় হইতেন, সার গুরুদাস তাহার গল্প করেন। কাউয়েল পড়াইতেছেন এমন সময় চারিটার ঘণ্টা দিল, তিনি তাহা শুনিতে পাইলেন না। পাঁচটার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার মেম গাড়ী করিয়া আসিয়া বাহির হইতে সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহার অধ্যাপনাস্রোতে ভাঁটা পড়িল না। আরও একবার কি দুই বার তাড়া দিলে তবে তাঁহার চৈতন্য হইত। সংস্কৃত কলেজের ভবিষ্যৎ অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নিকট কাউয়েল সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন তজ্জন্য বেতন লইতেন না, শুদ্ধ যাওয়া আসার গাড়িভাড়া লইতেন। Elphinstone এর

History of India গ্রন্থের নূতন সংস্করণের জন্য কাউয়েল যে সকল টীকা টিপ্পনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে সার গুরুদাস ও তাঁহার সতীর্থগণই তাহা প্রথমে লিপিবদ্ধ করিবার সৌভাগ্যে অধিকারী হইয়াছিলেন। শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কাউয়েল যে কথাটি মাঝে মাঝে বলিতেন, তাহা আজও সার গুরুদাসের মনে আছে :—"The best form of Government is Despotism with Akbar for your despot, but the danger is there's Aurangzeb following' অর্থাৎ প্রজাবৎসল আকবরের ন্যায় যথেচ্ছাচারী রাজা হইলে, যথেচ্ছাচারতন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনপ্রণালী, কিন্তু মুস্কিল এই যে শেষে আকবরের গদিতে ঔরংজেব আসিয়া বসে। কাউয়েল সাহেব দিনকতক "ম্যাক্‌বেথ" নাটক পড়াইয়াছিলেন, সে চমৎকার অধ্যাপনার কথা সার গুরুদাসের মনে আজও জাগরূক আছে। পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠার চারি ধারে, কাউয়েল খুব ছোট অক্ষরে টীকা লিখিতেন এবং সেইগুলি ছাত্রদিগকে লিখাইয়া দিতেন। পুরাবৃত্তে তাঁহার কতকগুলি বাঁধা প্রশ্ন ছিল, তিনি সেই-গুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পরীক্ষাকালে দিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে ঐ কয়টা প্রধান কথা আয়ত্ত করিতে পারিলেই, ছাত্রদের ইতি-হাস পাঠ সার্থক হয়। কাউয়েল সাহেব একবার সার গুরুদাসকে বিলাতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। [১]

---

[১] প্রৌঢ় বয়সে আর একবার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে লর্ড কার্জ্জন তাঁহাকে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি স্বরূপ বিলাত যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন নাই। এই সম্বন্ধে লর্ড কার্জ্জনের সহিত তাঁহার কিছু বাদানুবাদ হইয়াছিল। সেই বাদানুবাদের সঠিক মর্ম্ম চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অস্বীকার করিয়া বলেন যে, বোধ হয় অতুল মল্লিক যাইতে পারেন। কাউয়েল তাহাতে বলেন "We wish that a Brahmin should go" (আমাদের ইচ্ছা যে এক জন ব্রাহ্মণ যায়)।

সার গুরুদাস যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়েন, তখন প্যারীচরণ সরকার তথাকার প্রোফেসর নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রোফেসর হওয়া তখন সম্মানের বিষয় ছিল। তিনি সেকেণ্ড ইয়ারে ছাত্রদের ইংরাজী রচনা পরীক্ষা করিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার পাতলা কাগজে রচনা লিখিলে, প্যারীচরণ মন্তব্য লিখিয়াছিলেন :—"The essay is good, but written on indifferent paper"।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ সাটক্লিফ গণিতের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি সেকেণ্ড ইয়ারে Statics পড়াইতেন। Exercise দিবার পর, তিনি সমস্ত ঘণ্টা ক্লাসের প্রত্যেক ছেলের পিছনে গিয়া, উত্তরগুলি দেখিতেন। জানি না বা পড়া তৈরি হয় নাই বলিয়া ক্লাসে বসিয়া থাকিবার জো ছিল না—তিনি বই খুলিয়া নকল করিতে আদেশ দিতেন। এই প্রকারে কুড়ের সর্দ্দারদিগেরও খানিকটা পড়া তৈয়ারি হইত। হস্তাক্ষর খারাপ দেখিলে সাটক্লিফ চঞ্চল হইয়া উঠিতেন ও বলিতেন, "A neat hand wins half the battle"

সার গুরুদাসের এফ্-এ পরীক্ষা দিবার বৎসরে প্রশ্নপত্র চুরি গিয়াছিল বলিয়া, পরীক্ষা একমাস পরে গৃহীত হয়। ১৮৬২ সালের প্রারম্ভে তিনি ঐ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করেন। শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ঐ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স ও এফ্-এ দিয়াছিলেন—প্রেসিডেন্সিতে বি-এ পড়িতে আসিয়া তিনি প্রথম প্রথম লজ্জাবশতঃ

পিছনে বসিতেন। বি-এ ক্লাসে তখন ছয়টি বিষয় পঠিত হইত— ইংরাজী, বাঙ্গালা, ইতিহাস, দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞান। প্রাণীতত্ত্ব, রসায়ন, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় মেডিকাল কলেজে গিয়া পড়িতে হইত। মেডিকাল কলেজে তখন চেভার্স (Chevers), ম্যাকনামারা (Macnamara) প্রভৃতি উচ্চদরের অধ্যাপক ছিলেন। রসায়নের অধ্যাপক ম্যাকনামারার সহকারী ছিলেন রায় কানাইলাল দে বাহাদুর, সি-আই-ই। এণ্ট্রান্স পাস করিয়াই তখন ডাক্তারি পড়া চলিত— অনেক ছাত্র এই জন্য ইংরাজীতে একটু কাঁচা থাকিত। শারীরতত্ত্ব শিখিবার জন্য সার গুরুদাস দূর হইতে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ দেখিতেন— মাতৃদেবীর আদেশানুসারে কখনও শবদেহ স্পর্শ করেন নাই। কে আগে বসিবে এই লইয়া, সার গুরুদাসের আমলের কিছু পূর্ব্বে, মেডিকাল কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে খুব মারামারি হয়। সার তারকনাথ পালিত ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই দাঙ্গার সময়, মেডিকাল কলেজের মিলিটারি ছাত্রদের সহিত খুব ঘুঁসাঘুঁসি করিয়াছিলেন। এই কলহের পর কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মেডিকাল কলেজে গিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা বন্ধ ছিল। সার গুরুদাসের সহাধ্যায়িগণ "They were peace-breakers, we will be peace-makers" এই বলিয়া ঝগড়া মিটাইয়া লন এবং স্থির হয় যে মেডিকাল কলেজের ছাত্রগণ সম্মুখে ও প্রসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ পশ্চাতে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিবে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য থার্ড ও ফোর্থ ইয়ারে বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। মাইকেলের "মেঘনাদ বধ" পড়াইবার সময় ভাবোচ্ছ্বাসে সময়ে সময়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইত। সার গুরুদাস বলেন যে ব্যাকরণ জ্ঞানের জন্য তিনি আচার্য্য কৃষ্ণকমলের নিকট ঋণী। বাঙ্গালা কাব্য

অধ্যাপনাকালে তিনি মিল্‌টন, ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিদিগের কাব্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিতেন, তাহাতে ছাত্রদের প্রভূত উপকার হইত।

প্রত্যক্ষবাদী কোম্‌টের শিষ্য লব্ (Lobb) এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। শ্বাসযন্ত্রের পীড়াবশতঃ তিনি উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারিতেন না। ষ্টিভেনসন (Stephenson) নামে একজন কেম্ব্রিজের Wrangler এই সময়ে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। ব্যারিষ্টারি করিয়া অধিক উপার্জ্জন করিবার আশায়, তিনি কিছু কাল পরে শিক্ষাবিভাগের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, বিলাতে আইন পড়িতে যান। একদিন একজন ছাত্র তাঁহাকে কষিবার জন্য একটি অত্যন্ত কঠিন অঙ্ক দিলে, তিনি চটিয়া বলেন, "I can teach you Mathematics, I cannot solve puzzles" (আমি গণিত শিখাইতেই পারি, কিন্তু প্রহেলিকা সমাধানে অসমর্থ)। ব্যবহার শাস্ত্র ও গণিত উভয়েই ব্যুৎপন্ন যে কয়জন ব্যক্তি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতায় ছিলেন, হাইকোর্টের বিচারপতি ফিয়ার (Phear) তাঁহাদের অন্যতম। "Hydrostatics" সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক ফিয়ারের লেখনী প্রসূত। গণিতজ্ঞ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনের ছাত্র জোন্‌স (Jones) বি-এ ক্লাসে দর্শনশাস্ত্র পড়াইতেন। প্রথম ঘণ্টায় কাউয়েল ও দ্বিতীয় ঘণ্টায় জোন্‌স থাকিলে তাঁহার একটা কাজ বাড়িত। সার গুরুদাসের আমলে প্রতি ঘণ্টায় রেজিষ্টারী ডাকা হইত না, প্রথম ঘণ্টায় ডাকার রীতি ছিল। কাউয়েল প্রায়ই রেজিষ্টারী ডাকিতে ভুলিতেন, সুতরাং দ্বিতীয় ঘণ্টায় জোন্‌স আসিলে ছাত্রেরা—বিশেষতঃ ও. সি.

মল্লিক—উহা স্মরণ করাইয়া দিতেন। একদিন ঐরূপ স্মরণ করাইয়া দিবার পরও যখন জোন্‌স রেজিষ্টারি করিলেন না, তখন ও. সি. মল্লিক এই বলিয়া তাগাদা করেন, "Sir, do you mean not to call the register?" প্রশ্নের ভাষায় অধ্যাপক বিরক্ত হইয়া, অধ্যক্ষ সাট্‌ক্লিফের নিকট এই ব্যাপার রিপোর্ট করেন। সমস্ত শুনিয়া যখন সাট্‌ক্লিফ বুঝিলেন যে অধ্যাপককে রূঢ় কথা বলিতে মল্লিকের তিলমাত্রও ইচ্ছা ছিল না, তখন তিনি বলেন, "Your English was faulty, your manners were not at fault."

গ্রেপ্‌ল (Grapel) নামক একজন ব্যারিষ্টার ইংরাজী কাব্য পড়াইতেন। ভবিষ্যতে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar হইয়াছিলেন। শব্দের প্রতিশব্দ দিতে তাঁহার খুব বাহাদুরি ছিল। তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক সণ্ডার্স (Saunders) Whateleyর Logic পড়াইবার কালে টাইটেল পেজ এবং উৎসর্গপত্র পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন; টাইটেল পেজে D. D. মানে কি, Dর পাশে ফুটকি কেন, ইত্যাদি তথ্য বুঝাইয়াছিলেন। Syllogism শীর্ষক অধ্যায় পড়াইবার সময়, তিনি একদিন Barbara, Celarent, Darii, Ferioque, prioris প্রভৃতি পাঁচ পংক্তি ক্লাসের সকলকে কণ্ঠস্থ করাইয়া তবে ছাড়িয়া ছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বি-এ পরীক্ষায়, সার গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি গণিত, দর্শন ও বঙ্গসাহিত্য এই তিন বিষয়ে প্রথম হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন, এবং হাইকোর্টের ভবিষ্যৎ উকিল প্রসন্নচন্দ্র রায় বিজ্ঞানে

শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ওয়েঙ্গার (Wenger) নামক একজন সাহেব সে বৎসর বাঙ্গালার পরীক্ষক ছিলেন। সার গুরুদাস রহস্য করিয়া বলেন যে, ঐ সাহেবের বাঙ্গালা পরীক্ষার দাপটে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল—সংস্কৃতে অসাধারণ পারদর্শী নীলাম্বর তাঁর চেয়ে বাঙ্গালায় কম নম্বর পাইয়াছিলেন! পাদরী ফাইফ (Fyffe) সাহেব ইংরাজীর পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহার নিজের ছাত্রেরা এবং তাহাদের অন্তরঙ্গগণ পরীক্ষার বহুপূর্ব্বে প্রশ্নাবলীর সন্ধান পাইয়াছিল। সার গুরুদাস এই সন্ধান হইতে অনেক দূরে থাকিতেন তিনি কখনও খিড়কি দ্বার দিয়া সাফল্য-প্রাসাদে প্রবেশের চেষ্টা করেন নাই।

বি-এ পাশ করিবার অব্যবহিত পরে, সার গুরুদাস এক মাসের জন্য, প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের সহকারী অধ্যাপকের কার্য্য করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালীর মধ্যে একমাত্র রমানাথ নন্দী মহাশয়, কলেজ ক্লাশে উক্ত শাস্ত্রে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা অধ্যাপনা করিতে হইত; বেতন ছিল মাসিক দেড়শত টাকা। ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাশে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ও আলবার্ট কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কৃষ্ণবিহারী সেন তাঁহার ছাত্র ছিলেন। এই একমাসের মধ্যে তাঁহাকে Byron এর "Prisoner of Chillon" নামক কাব্য পড়াইতে হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এক মাসের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল যে বি-এ পাস করিবার একমাসের মধ্যে এম্-এ পরীক্ষা দিলে, ছাত্রেরা পদক ও পুরস্কারের অধিকারী হইবে এবং এক বৎসর পরে দিলে কেবল

মাত্র এম্-এ উপাধি পাইবে। পাছে এম্-এর স্বর্ণপদক হাতছাড়া হয় এই ভয়ে, থার্ডইয়ার ক্লাশে উঠিয়াই, সার গুরুদাস প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ সাট্‌ক্লিফ্ সাহেবকে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলেন। সাট্‌ক্লিফ তাঁহাকে বি-এ পরীক্ষার এক মাস পরে এম্-এ দিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেন ও বলেন, "Mind you, in attempting to grasp the shadow, you may loose the substance" [বাবু হে, বাড়াবাড়ি করলে সোণা ফেলে আঁচলে গেরো দিতে হবে।] সার গুরুদাসের সময় হইতেই এই সর্ব্বনেশে এক-মেসে নিয়ম উঠিয়া যায়; তিনি এম্-এর জন্য পুরা এক বৎসর সময় পাইয়াছিলেন।

বি-এ পরীক্ষা দিয়া নম্বর জানিবার জন্য সার গুরুদাস একটু ব্যস্ত হইয়াছিলেন। জেনেরল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিউসনের (এখন স্কটিশ চার্চেস কলেজ] ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার ওগিল্‌ভি সেই সময়ে দর্শন-শাস্ত্রের পরীক্ষক ছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার কয়েকজন সতীর্থ একদিন ওগিল্‌ভি সাহেবের কাছে পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য উপস্থিত হন। সাহেব খাতা বাহির করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-শয়কে বলিলেন, "Roll No. 9 you have done very well"। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি দর্শনশাস্ত্রে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সার গুরুদাসের এক দীর্ঘবপু সহাধ্যায়ী চুপি চুপি ওগিল্‌ভির পিছনে গিয়া, খাতার নম্বরগুলি দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সাহেব বিরক্ত হইয়া খাতাখানি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে আজ বাদে কাল যাহারা গ্র্যাজুয়েট হইবে, তাহাদের পক্ষে বালক-সুলভ চপলতা প্রদর্শন নিতান্তই অশোভন।

বি এ পাশ হইয়া সার গুরুদাস গণিতে এম-এ দিবার জন্য প্রস্তুত

হইতে লাগিলেন। সাট্‌ক্লিফ্‌ Calculus ও Analytical Geometry পড়াইতেন; বাকি বিষয়গুলি রীস ও ষ্টিভেন্‌সনের হস্তে ছিল। অধ্যাপক ষ্টিভেন্‌সন অনেক দুরূহ অঙ্ক খুব শীঘ্র কষিয়া দিতেন। ছাত্রেরা তাঁহার পটুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলে তিনি বলিতেন—আমি ধাঁ করে আঁকগুলা কষে ফেলি বলে তোমাদের তাক লেগে যায়, কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই; আমি অঙ্কগুলি আগে বাড়ীতে কষেছিলুম অভ্যাস হয়ে গেলে তোমরাও এই রকম না ভেবেচিন্তে কষতে পারবে।

সেকালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা টাউন হলে বসিত; বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষা প্রেসিডেন্সি কলেজে গৃহীত হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ তৈয়ারী হয় নাই—ঐ কলেজ বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজে ও হিন্দু স্কুলের একাংশে এবং এলবার্ট কলেজে বসিত। এম্-এ পরীক্ষার সময় একদিন সার গুরুদাসের দুই তিন মিনিটের জন্য বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইলে, তিনি সেদিনকার "গার্ড" অধ্যাপক সওয়ার্সের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। সওয়ার্স হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, "That's against rules" (বাহিরে যাওয়া নিয়ম-বিরুদ্ধ)। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিবেদন করিলেন যে, বাহিরে যাইবার সময় তাঁহার সঙ্গে একজন "গার্ড" দেওয়া হউক এবং এই বলিয়া Pope এর নিম্নোদ্ধৃত কবিতা আবৃত্তি করিলেন:—

"If, where the rules not far enough extend,
(Since rules were made but to promote their end)
Some lucky license answer to the full
The intent proposed, that license is a rule."

কবিতা শুনিয়া সওার্স সন্তুষ্ট হইলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার রায় ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের সহিত, সার গুরুদাসকে বাহিরে আসিতে অনুমতি দিলেন। ত্রৈলোক্য বাবু তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের পুস্তক রক্ষক ছিলেন। সার গুরুদাসের ন্যায় কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ছাত্রের জন্য তিনি ছুটির মধ্যেও লাইব্রেরী খুলিতেন। নিকৃষ্ট ছেলেদের আবদার তিনি মোটে সহিতেন না—ফেল-হওয়া ছেলেদের তিনি "ফ-মার্কা" বলিতেন।

১৮৬৫ সালের প্রারম্ভে সার গুরুদাস গণিতশাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। সে বৎসর আর ও দুই জন গণিতে এম্-এ হন—স্বর্গীয় অতুলচরণ মল্লিক (ভবিষ্যতে ইনি ব্যারিষ্টার হইয়া O. C. Mullick নামে পরিচিত হইয়াছিলেন) এবং লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। দাস মহাশয় যুগী জাতীয় ছিলেন—পরে তিনি গৌহাটী স্কুলের (বর্ত্তমান কটন কলেজ) প্রধান শিক্ষকপদে অধিষ্ঠিত হন। শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ঐ বৎসর সংস্কৃতে প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ বৎসর এম্-এ উপাধি প্রাপ্ত হন। মাদ্রাসা কলেজের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যক্ষ স্বর্গীয় ব্লক্‌ম্যান (Blochmann) সাহেব হিব্রুতে এম্-এ দিবেন এই সংবাদ পাইয়া, নীলাম্বর বাবু সংস্কৃত কি গণিত লইবেন তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেলে ব্যবস্থার ভাষা তাঁহার মনে এই ভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছিল যে, ইংরাজী, গ্রীক, সংস্কৃত, ল্যাটিন প্রভৃতি সমস্ত সাহিত্যে পরীক্ষার্থীদিগের যাহার অধিক নম্বর হইবে, সে স্বর্ণপদক পাইবে। দুই খানা কি তিন খানা হিব্রু পুস্তক পড়িয়া (ঐ ভাষায় আর ভাল গ্রন্থ নাই) ব্লকম্যান অতি সহজেই বেশী নম্বর পাইবেন, নীলাম্বরবাবুর এই ভয় ছিল।

তাহার পর যখন সংবাদ পাইলেন যে, ইংরাজী, গ্রীক্, লাটিন ইত্যাদি প্রত্যেক ভাষার জন্য স্বর্ণ-পদক আছে, তখন তিনি সংস্কৃত লইলেন।

১৮৬৫ সালে সার গুরুদাস অল্পদিনের জন্য, দ্বিতীয় বার, প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে ঐ কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে "চাঁদের হাট" বসিয়াছিল। বঙ্গ-গৌরব রমেশচন্দ্র দত্ত, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ও বরোদার বর্ত্তমান অমাত্য শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্ত, সিভিলিয়ান-কুল-তিলক আনন্দরাম বড়ুয়া, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অনেকে এই সময়ে সার গুরুদাসের ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন যে উপযুক্ত ছাত্রমণ্ডলীর জন্য প্রচুর পরিশ্রম করিতে তিনি প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করিতেন। তথাকথিত নীরস গণিতশাস্ত্রকে মজাদার উদাহরণ দিয়া ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া তিনি সরস করিবার চেষ্টা করিতেন। একটি কবিতা এই ঃ—

"Hence no force however great
Can stretch a chord however fine
Into a horizontal line,
That shall be accurately straight."

মৌমাচির মধুচক্রের এক একটি ঘর সমষড়্ভুজ না হইয়া, সমবাহু ত্রিভুজ বা বর্গক্ষেত্রাকৃতি হইলে ও তন্মধ্যে গোলাকার ডিম্ব সন্নিবেশ করিলে, অনেকটা স্থান অব্যবহার্য্য থাকিত, ইত্যাদি কথা পাড়িয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গণিতশাস্ত্রের অনেক তথ্যের অবতারণা করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী মনোযোগ সহকারে তাঁহার অধ্যাপনা শুনিত। অধ্যাপক-জীবনের প্রারম্ভে একদিনমাত্র তাঁহার

কয়েকজন ছাত্র তাঁহাকে না বলিয়া ক্লাস হইতে চলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে তিনি তাঁহাদিগকে মিষ্টভাবে ভৎর্সনা করেন এবং যখন চাহিলেই ছুটী পাওয়া যাইত, তখন পলাইবার আবশ্যকতা ছিল না, ইহা বুঝাইতে গিয়া তিনি বলেন "What's the good of jumping over the wall when the gateway was open?" ছাত্রগণ অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল।

সার গুরুদাস বাটীতে কষিবার জন্য ছাত্রদিগকে প্রায় ছয়টি করিয়া অঙ্ক দিতেন; সে গুলি সোজা হইতে শক্ত এই হিসাবে সাজান থাকিত। পর পর দুই দিন স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অঙ্ক কষিয়া না আনাতে, সার গুরুদাস তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রমেশচন্দ্র উত্তর দেন যে অঙ্কশাস্ত্রে দক্ষতা না থাকায়, তিনি নির্দ্দিষ্ট অঙ্কগুলি কষিতে চেষ্টা করেন নাই। এ উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া সার গুরুদাস বলেন যে এফ-এ পরীক্ষার জন্য যে টুকু গণিত শিখিতে হয়, তজ্জন্য নিউটন বা লাপ্লাসের প্রতিভার প্রয়োজন হয় না এবং ঐ পরীক্ষার তরে যে টুকু সাহিত্য পড়িতে হয়, তজ্জন্য শেক্সপীয়ারের বা মিল্টনের মনীষার আবশ্যকতা হয় না, একটুখানি খাটিলেই উহা সকলে আয়ত্ত করিতে পারে। এই সামান্য তিরস্কার বাক্যে রমেশচন্দ্রের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয় এবং তিনি সেই দিন হইতে অঙ্ক কষিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সার গুরুদাস বলেন যে রমেশচন্দ্র যে ভাবে অবনতমস্তকে তাঁহার ন্যায় নবীন শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কথা মনে হইলেই তাঁহার মন আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়। (১)

---

(১) গণিত শিক্ষা সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্তের কথা পিতৃদেব প্রণীত "The Education Problem in India (1914 নামক পুস্তকের ৮৩-৮৪

প্রেসিডেন্সি কলেজে কর্ম্মত্যাগের মাস কয়েক পরে, সার গুরুদাস জেনেরল এসেমব্লিজ্ ইনষ্টিটিউসনে (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চেস কলেজ), গণিতের অধ্যাপক পদে বৃত হন। ১৮৬৬ সালের জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্য করেন। এখানে বেতন ছিল এক শত টাকা, কিন্তু পরিশ্রম ছিল হাড়ভাঙ্গা অর্থাৎ প্রত্যহ সাড়ে দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত। তখন ঐ কলেজের আয় এত কম ছিল, যে কর্ত্তৃপক্ষের দুইজন গণিতাধ্যাপক রাখা অসম্ভব ছিল—এক জনকেই দুইজনের কার্য্য করিতে হইত। পাঞ্জাব চীফ কোর্টের জজ সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে সার গুরুদাসের ছাত্র ছিলেন। স্বর্গীয় উইল্সন সাহেব এই সময়ে উক্ত কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের এবং শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। নীলাম্বর বাবু তৎপরে হুগলী কলেজে গমন করেন এবং তথাকার অধ্যক্ষের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায়, অল্পদিনের মধ্যেই ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করেন। বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েক বৎসর পরে স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর দে মহোদয়, জেনেরল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউ-

---

পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, নাইট্ উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে পিতৃদেবকে যে অভিনন্দন পত্র লিখিয়াছিলেন (১৯০৪) তাহাতে নানাবিধ কথার মধ্যে তাঁহাদের ছাত্র ও শিক্ষক সম্বন্ধের কথা প্রথমে এবং শেষে লিখিত আছে।

"My personal relations with you, and my respect for your abilities and character, stretch back through a period of forty years. I sat at your feet as a humble learner in the Presidency College in the olden days.

* * * * *

Pardon me for writing all this:—it is not often that I have time to indulge in sentiment in the midst of my laborious work. But your name in the papers of yesterday called back to my mind memories of nearly forty years, and if I have written down hurriedly what I felt, you will, no doubt, overlook the indiscretion of one who was your old student and is now your humble fellow-worker"

সনের গণিতাধ্যাপকের পদ, কিয়দধিক চল্লিশ বৎসর কাল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যাহাদের বি-এল্ পরীক্ষা দিবার ইচ্ছা থাকিত, তাঁহারা বি-এ পড়িবার সময়, আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের লেক্‌চার শুনিতেন। সার গুরুদাস তাহাই করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ সালে বি-এল্ পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় হন। বি-এল্ পরীক্ষা দিবার কিছু পূর্ব্বে সার গুরুদাস রাত জাগিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। দিবাভাগে কলেজে পড়াইতে ও তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে যে সময় যাইত, রাত্রি-কালে ঘুমের পরিসর কমাইয়া তাহা পোষাইয়া লইতেন। প্রথম প্রথম তিনি মশারির মধ্যে প্রদীপ রাখিয়া পড়িতেন। পাছে আগুন লাগে এই ভয়ে তাঁহার মাতৃদেবী নিয়ম করেন যে মশারির বাহিরে প্রদীপ রাখিয়া পড়িতে হইবে। রাত জাগিয়া যদি পীড়া হয়, এই ভয়ে তাঁহার জননী প্রায়ই অনুযোগ করিতেন। এই সময়ে সার গুরুদাসের এক আত্মীয় আসিয়া তাঁহাকে বলেন,—দাদা খুব চেপে পড়ো দেখো যেন সোনার মেডেলটা তোমার হাত পিছলে নীলাম্বরের হাতে না যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃদেবী এই কথা শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—তুমি কি তবে রেষারেষি করে রাত জাগ্‌চ? তুমি কি দুনিয়ার সমস্ত ভাল জিনিষ একচেটে কর্‌তে চাও? এত লোভ ত' ভাল নয়! অসুখ হ'লে তোমার একজা-মিন ও সোনার মেডেল কোথা থাকবে? আমি মন খুলে বল্‌চি এবার নীলাম্বর মেডেল পেলে আমি সুখী হইব। সে কেন একবার সোণার মেডেল পাবে না? তোমার কর্ম্ম তুমি ভাল মনে ক'রে যাও—রেষারেষি কোরো না—যিনি ফল দেবার কর্ত্তা তিনি দেবেন।

মাতৃদেবীর কঠোর আদেশ ও উপদেশে সার গুরুদাসের চক্ষু ফুটিল তিনি রাত জাগিয়া পড়া বন্ধ করিলেন। যাহাতে রাত জাগিতে না পারেন, তজ্জন্য তাঁহার মাতৃদেবী প্রদীপের তৈলের পরিমাণ কম করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সেই পুণ্যবতী সাধ্বী যে কল্যাণ-বুদ্ধির অঙ্কুর রোপন করিয়াছিলেন, এখন তাহা মহাদ্রুমে পরিণত হইয়া তাঁহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

বি-এল্ পড়িবার সময় সার গুরুদাস মণ্ট্রিও (Montrio), বুলনোয়া (Boulnois) ও গুডীভ (Goodeve) সাহেবের লেক্‌চর শুনিয়াছিলেন। সকালে ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত আইন ক্লাস বসিত। বুলনোয়া প্রথমে কলিকাতা ছোট আদালতের ও তৎপরে পাঞ্জাব চীফ কোর্টের জজ হইয়াছিলেন। গুডীভ সাহেব সুপ্রীম কোর্টের Master in Equity ছিলেন; এখন ঐ পদ লুপ্ত হইয়াছে। মণ্ট্রিও বিলাতী আইনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধ্যাপনা-প্রণালী প্রশংসাযোগ্য ছিল না। একবার সার গুরুদাস তাঁহাকে আইন সম্বন্ধে কি কি পুস্তক পড়া উচিত ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, মণ্ট্রিও রুক্ষভাবে উত্তর দেন, "I don't teach books, I teach subjects" (আমি পুস্তক পড়াই না, আমি বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ দি)। হিন্দু ও মুসলমান আইন সম্বন্ধে মণ্ট্রিওর জ্ঞান কিছু কম ছিল বলিয়া, তিনি তাঁহার নিজের ৭৫০৲ বেতনের কিয়দংশ "ব্যবস্থা-দর্পণ" প্রণেতা বহুভাষাবিৎ শ্যামাচরণ সরকারকে দিয়া, উল্লিখিত আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিযুক্ত করেন। অতি দীন দুঃখীর সন্তান হইয়াও, অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বন বলে, শ্যামাচরণ ভবিষ্যতে হাইকোর্টের ইণ্টারপ্রিটার ও প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন-শিক্ষক হইয়াছিলেন। তিনি আইনের মূলতত্ত্বগুলি চমৎকার বুঝিতেন, কিন্তু

তাঁহার ইংরাজীতে অধিকার তদনুরূপ ছিল না। এক মোকদ্দমায় রামবাগানের দত্ত বংশের স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত (O. C. Dutt) অন্যতম জুরার (Juror) ছিলেন, এবং শ্যামাচরণ দোভাষীর কার্য্য করিতেছিলেন। "পোড়া মাগী'কে "Burnt woman" বলিয়া অনুবাদ করিতে কিছুতেই মানে বোঝা যাইতেছিল না—ও, সি, দত্ত উঠিয়া "Cursed woman" বলিয়া দিলে, জজ ও জুরারগণ ব্যাপারখানা বুঝিলেন।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ বর্দ্ধমানের ওকালতি ছাড়িয়া, কলিকাতা হাইকোর্টে ভাগ্যপরীক্ষা করিতে আসেন ও প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সার গুরুদাস তাঁহার নিকটে খাজনা সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে লেক্‌চর শুনিয়াছিলেন। শ্রীনাথ দাস, চন্দ্রমাধব ঘোষ, নীলমাধব বসু প্রভৃতি জনকয়েক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলের, সেকালের নিয়মানুসারে বি-এ ও বি-এল পাস করা আবশ্যক হয় নাই।

১৮৬৬ সালের মধ্যভাগে সার গুরুদাস পুরাদস্তুর কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন। সংসারারণ্যের কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহার পাথেয় ছিল দেব-দুর্ল্লভ চরিত্র, অদম্য অধ্যবসায়, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং মহীয়সী মাতৃদেবীর ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ। এই অর্দ্ধ-শতাব্দী-ব্যাপী কল্যাণময় কর্ম্মজীবনের বিবরণ বারান্তরে দেওয়া যাইবে।

শ্রীগৌরহরি সেন।

মানসী আশ্বিন ১৩২০

——:*:——

(২)

বহরমপুরে।

১৮৬৬ সালের গ্রীষ্মাবকাশে বহরমপুর কলেজে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে পাটনা কলেজে দুই শত টাকা বেতনের অধ্যাপকতা ও পরে গৌহাটী হাই স্কুলে তিন শত টাকা বেতনের হেড্‌মাষ্টারের জন্য দরখাস্ত করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু মাতৃদেবীর নিষেধে তাঁহার অভিলাষ কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অধ্যাপক রমানাথ নন্দীর দেহত্যাগে, বহরমপুর কলেজে তিন শত টাকা বেতনের পদ শূন্য হইলে, সার গুরুদাস নির্ব্বন্ধসহকারে জননীর অনুমতি প্রার্থী হইলেন। কিন্তু তিনি সার গুরুদাসকে বলিলেন—তুমি হাঁসতে হাঁসতে বহরমপুরে কাজ করতে যাবে, আর রমানাথ বাবুর আত্মীয় স্বজন সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে চলে আসবেন, এটা কি ভাল? অগত্যা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মাতুলকে মাতৃদেবীর নিকট সুপারিস করিবার জন্য ধরিলেন। তিনি আসিয়া তাঁহার ভগ্নীকে বুঝাইলেন যে রমানাথ বাবুর মৃত্যুতে যে পদ শূন্য হইয়াছে, তাহা ত' চিরকালের জন্য খালি থাকিবে না, সুতরাং তৎপ্রার্থী হইলে তাঁহার আত্মীয়দের প্রতি কণামাত্রও অবিচার করা হইবে কিরূপে? তিনি আরও বলিলেন যে গৃহদেবতাকে বহরমপুরে লইয়া যাইলে তাঁহার সেবার ক্রুটী হইবে না। অনেক তর্কাতর্কির পর সার গুরুদাস মাতৃদেবীর নিকট কলিকাতা ত্যাগের অনুমতি পাইয়াছিলেন।

সেই সময়ে শোভাবাজার রাজবংশের রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব, মুর্সিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ানের প্রতিপত্তি

যথেষ্ট ছিল এবং বেতন ছিল মাসিক আড়াই হাজার টাকা। তিনি সার গুরুদাসের মাতুলের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রথম বার বহরমপুরে গিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্যল্প দিনের জন্য রাজা প্রসন্ননারায়ণের আতিথ্য গ্রহণ করেন। মুর্সিদাবাদের নবাববংশ তখন ইংরাজ গভর্মেণ্টের নিকট বাৎসরিক পেন্সন পাইতেন। নেপালে যেমন ইংরাজ গভমেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ একজন রেসিডেণ্ট (Resident) থাকে, সেকালে মুর্সিদাবাদে সেইরূপ এক জন এজেণ্ট (Agent) থাকিত। এই এজেণ্ট পদগৌরবে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনারের গরিষ্ঠ। "History of Civilisation" প্রণেতা ঐতিহাসিক বাক্‌লের (Buckle) ভ্রাতা ডব্লু, বি, বাক্‌ল্ এই সময়ে মুর্শিদাবাদে এজেণ্ট ছিলেন।

উক্ত এজেণ্টের দ্বিতীয় কেরাণী এবং সার গুরুদাসের আত্মীয়, প্রেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এই সময়ে বহরমপুরে ছিলেন। তিনি নানা প্রকারে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুরের বহুপূর্ব্বে, অভ্রভেদী নগরাজের দুর্গম পথ অতিক্রমপূর্ব্বক তিব্বত দেশে গমন করিয়া, ইনি বাঙ্গালীর "ঘরমুখো" অপবাদের কথঞ্চিৎ নিরসন করিয়াছিলেন। প্রেমচন্দ্র খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন—জবরদস্ত সাহেব প্রভুর নিকট তিনি কখনও আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সত্যের অপলাপ করেন নাই। এক দিন তাঁহার মনিব Buckle, বাঙ্গালী জাতির অনৃতবাদিতা সম্বন্ধে মুরুব্বিয়ানা করিতে করিতে যাই বলিলেন যে, "We never speak an untruth" (আমরা কখনও মিথ্যা বলি না), প্রেমচন্দ্র তখনই টিপ্পনি করিলেন, "I doubt, Sir, whether you are speaking the truth this time" (মহাশয়, আমার সন্দেহ হইতেছে আপনি

এইমাত্র একটি মিথ্যা কথা কহিলেন)। এক বার একখানা পুরাতন ম্যাপ নকল করিবার পর দেখা গেল যে উহার কয়েক স্থল ফাটিয়া গিয়াছে। গোরা মনিব ক্রোধান্ধ হইয়া প্রেমচন্দ্রকে যাই বলিলেন যে তুমি উহা ছিঁড়িয়াছ, তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "Not I, but constant use has torn it"। তাঁহার আত্মসংযম ও পরার্থ-পরতার কথা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। বয়স্থ পুত্রকে শঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত দেখিয়া, তিনি কলিকাতা হইতে বহরমপুরে আসিতে বাধ্য হন। যথাসময়ে গৃহ হইতে পত্র না আসাতে, তিনি ও সার গুরুদাস উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। কিন্তু পর দিবসে ডাকপিয়ন পত্র দিয়া গেলে প্রেমচন্দ্র উহা কিছুতেই খুলিলেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে তিনি উত্তর দেন—তোমার আহার হ'লে তবে চিঠি খুল্‌ব, কেননা যদি কোন মন্দ সংবাদ থাকে তা, হ'লে তুমি অভুক্ত থাক্‌বে।

প্রথম বার বহরমপুরে যাইবার সময় সার গুরুদাস জননী ও সহধর্ম্মিনীকে সঙ্গে লন নাই। তথায় বাসা ঠিক করিয়া আসিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবেন তাঁহার এই সঙ্কল্প ছিল। তখন বহরমপুরে গমন করিতে হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে দিয়া যাইতে হইত। হাবড়ার গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার সহযাত্রী জুটিলেন স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হ্যাণ্ড সাহেব। ভূদেব বাবু তখন স্কুলের ইনেস্পেক্টর ছিলেন। একবার তাঁহার এক কন্যার সহিত সার গুরুদাসের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার জামাতা তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের পর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু প্রথম বৎসরে এবং তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় বৎসরে বি-এ উপাধি

প্রাপ্ত হন। উঁহারা তিনজনেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া ভূদেব বাবুর সহিত সার গুরুদাসের নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। বিবাহে কুল খুঁজিবার প্রয়োজন কি ইহা বুঝাইবার কালে, ভূদেব বাবু সার গুরুদাসকে বলেন যে পাত্রের কুলের অপেক্ষা বিদ্যা, রূপ ও অর্থ অধিকতর আবশ্যক। ভূদেব বাবুর অমায়িকতা ও বাক্‌পটুতা সার গুরুদাসকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। হ্যাণ্ড সাহেব তাঁহার ফোটোগ্রাফ ভূদেব বাবুকে উপহার দিলে, তিনি সাহেব ও তাঁহার গৃহিণীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "O, I like the original far better than this copy." (আমি আসল মানুষটিকে এই নকলের চেয়ে ঢের বেশী পছন্দ করি)। (১)

---

(১) ১৩২৫ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণের "এডুকেশন গেজেট" পত্রিকায় পুণ্যশ্লোক ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র খ্যাতনামা ৺ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত পিতৃদেবের নিম্নোদ্ধৃত পত্র খানি প্রকাশিত হইয়াছিল।

২রা ফাল্গুন ১৩২২

কল্যাণবরেষু—

আপনার সযত্ন প্রদত্ত আপনার পিতৃদেব প্রণীত গ্রন্থাবলী ও স্বপ্রণীত "সদালাপ" নামক গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

আপনার 'সদালাপ' অতি সুন্দর গ্রন্থ। ইহা কেবল বালক ও যুবকের নহে, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরও শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দজনক।

আপনার পিতৃদেবের গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। আমার পাঠদ্দশা হইতেই তাঁহাকে একজন

সার গুরুদাস বহরমপুর কলেজে প্রত্যহ ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন। আইনের তিনটি ক্লাস সপ্তাহে দুই দিন করিয়া বসিত। ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে বেলা ১০ টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত সপ্তাহে তিন দিন গণিত পড়াইতে হইত। সে সময়ে Stephen's "Commentaries on the Laws of England" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বি-এল্ পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্যপুস্তক ছিল। গ্রন্থখানির মূল্য প্রায় ৪৪৲ ছিল বলিয়া অনেক দরিদ্র ছাত্র উহা ক্রয় করিতে সমর্থ হইত না। ছাত্রগণকে ঐ পুস্তকের সার সংগ্রহ লিখাইয়া, সার গুরুদাস তাহাদিগের অত্যন্ত সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার জর্জ ক্যাম্‌বেলের ভ্রাতা সি, এচ্, ক্যাম্‌বেল,

---

অসামান্য পণ্ডিত ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি বলিয়া ভক্তি করিতে আরম্ভ করি, এবং ক্রমে তাঁহাকে যতই ঘনিষ্ঠভাবে জানিতে লাগিলাম এবং তাঁহার লেখা পড়িতে লাগিলাম ততই সেই ভক্তি প্রগাঢ়তর হইতে লাগিল। বহরমপুর কলেজের আইনের অধ্যাপক হইয়া যে দিন বহরমপুর যাত্রা করি সেই দিন ভূদেববাবুর সঙ্গে হাবড়া ষ্টেশনে প্রথম দেখা হয়। দেখিলাম তিনি একজন সুদীর্ঘকায় বিশাল ললাট শুভ্রবর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ। তাঁহার অন্তরের উদারতা ও প্রখর বুদ্ধি যেন তাঁহার মুখকান্তিতে বিকাশ পাইতেছিল। আমরা যে গাড়িতে উঠিলাম সেই গাড়িতে বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হ্যাণ্ড সাহেবও উঠিলেন, এবং তিনিই আমাকে ভূদেববাবুর নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহাতে ভূদেববাবু এতই অমায়িকতা ও স্নেহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন যে বোধ হইল যেন আমার সঙ্গে তাঁহার কতকালের পরিচয় ছিল। হ্যাণ্ড সাহেব নিজের একখানি ফটো-গ্রাফ তাঁহাকে দেওয়াতে তিনি বলিলেন ঃ—

ঐ সময়ে মুর্সিদাবাদ অঞ্চলের কমিশনর ছিলেন। "নীলদর্পণ" নাটকের ইংরাজী অনুবাদক পাদরি লঙ্ সাহেব তাঁহার বন্ধু ছিলেন। এক-দিন আইনের থার্ড ইয়ার ক্লাসে সার গুরুদাস Penal Code সম্বন্ধে লেক্‌চর দিতেছেন, এমন সময়ে ক্যাম্‌বেল ও লঙ্ আসিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আরম্ভ করিলেন। ক্যাম্‌বেল সরকারি বিবরণীতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অধ্যাপনার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

সার গুরুদাসের পূর্ব্বে বহরমপুর কলেজের গণিত ও আইনের অধ্যাপক রমানাথ নন্দী, মুর্সিদাবাদের নবাব নাজিমের বাঁধা উকিল (Retained Legal Adviser) ছিলেন। সার গুরুদাসকে ঐ পদ দিবার জন্য, তাঁহার মাতুল দেওয়ান বাহাদুরকে অনুরোধ করিলে,

---

"It is a good likeness but I like the original better than the copy."

তাঁহার সঙ্গে হ্যাণ্ড সাহেবের ও আমার নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সে কথাগুলি সকল মনে নাই, কিন্তু ইহা বেশ মনে আছে যে তাঁহার কথাতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব ছিল। এইরূপে হুগলী পর্য্যন্ত যাওয়ার পর তিনি হুগলী ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তাহাতে যে সকল কথার আলোচনা আছে তন্মধ্যে কতকগুলি কথা লইয়া মতভেদ থাকা বিচিত্র নহে, কিন্তু যতই সময় যাইবে ততই তাঁহার অধিকাংশ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে, এবং সমাজ সংস্কা-রকেরা তাহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব বলেন যে, আপনার ভাগিনেয় যেরূপ মৃদু স্বভাবের, তাহাতে তাঁহাকে মকদ্দমা দিতে সাহস হয় না। এই সংবাদে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষুণ্ণ হন নাই; তিনি বলিয়াছিলেন যে নবাবের তহবিল হইতে যে কয়টি টাকা প্রাপ্তি তাঁহার অদৃষ্টে আছে, তাহা কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অল্পদিন পরেই তিনি ঐ পদ লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথম মকদ্দমায় অর্জ্জিত টাকা পাঁচটি সার গুরুদাস তাঁহার মাতৃদেবীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে কর্ম্ম করিয়া প্রথম মাসের বেতন জননীর হস্তে দিলে, তিনি তাহাতে গৃহদেবতার সিংহাসন তৈয়ারী করিয়াছিলেন। বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে সার গুরুদাস তাঁহার প্রথম ফী প্রাপ্ত হন। তিনি বলেন যে ব্যবহারাজীব জীবনের প্রারম্ভে মতিবাবুর ন্যায় বিচক্ষণ উপদেষ্টা ও সহৃদয় বন্ধু পাইয়া তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। মতিবাবুর উদারতা সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছি। সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে এক মুসলমান সংসারে মোকদ্দমা বাধিলে, সার গুরুদাস তাহাতে জুনিয়র ও মতিবাবু সিনিয়র উকিল ছিলেন। তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিবার কালে, মহম্মদীয় আইনগ্রন্থ খুলিয়া সার গুরুদাস মতিবাবুকে এমন একটি বিষয় দেখাইলেন, যাহা ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল। এই ব্যাপারে মতিবাবু সার গুরুদাসকে বলেন, "It is your discovery therefore you must argue the case" জুনিয়রকে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইতে দিয়া, মতিবাবু যে অসাধারণ ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, সেই কথা বলিতে সার গুরুদাসের কণ্ঠস্বর কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে রুদ্ধ হইয়া উঠে। মতিবাবুর

তেজস্বিতা সম্বন্ধে সার গুরুদাসের নিকট যে গল্প শুনিয়াছি, তাহা মফস্বলের বার লাইব্রেরি গুলির দ্বারদেশে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার উপযুক্ত। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেবের পুত্র তখন বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট। গ্রাণ্টের এজলাসে মতিবাবু এক সাক্ষীকে জেরা করিতেছেন এমন সময়ে হাকিম বলিলেন, "I disallow this question"। মতি বাবু তদুত্তরে দু' একটি কথা বলিলে গ্রাণ্ট ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "That sort of protest against the action of the Court may well become members of the English bar, who are educated gentlemen and who know their business, but it does not become any member of the mofussil bar, where we have only a half-educated bar *——। হাকিমের উক্তি সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মতিবাবু ধাঁ করিয়া বলিলেন, "And a quarter educated bench" †। আদালতশুদ্ধ লোক বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইলেন। অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গ্রাণ্ট নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন ও মতিবাবুকে বলিলেন, "Go on please"।

সরাসরি মকদ্দমায় কোনও পক্ষে ওকালতনামা লইয়া, নম্বরী মকদ্দমায় (Regular suit) তাহার বিপক্ষের নিকট ওকালত-নামা লইতে অনেকেই দোষাবহ মনে করেন না। ইহা যে সকল সময়

---

* হাকিমের সঙ্গে এরূপ বচসা করা বিলাতের সুশিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ আইনজীবীদিগের শোভা পায়; হেথাকার পাড়াগেঁয়ে উকিলের ওরূপ ব্যবহার নিতান্ত অশোভন, কেননা তাঁহারা অর্দ্ধশিক্ষিত—

† এবং ধর্ম্মাবতারগণ সিকি-শিক্ষিত।

আইন-বিরুদ্ধ তাহা নহে; কিন্তু নীতিসঙ্গত নয় বলিয়া সার গুরুদাস কথনও এরূপ মকদ্দমার ভার লন নাই। বহরমপুর বাসের প্রারম্ভে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে শ্রেয় বনাম প্রেয় এই জটিল প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। উক্ত প্রকারের এক মকদ্দমায় জনৈক মক্কেল, অধিক ফীর লোভ দেখাইয়া, অনেক বৃথা হাঁটাহাটির পর তাঁহাকে বলে—আপনি মতিবাবুর মত লউন, তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলে আপনাকে ওকালতনামা লইতেই হইবে। মতিবাবু সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া সার গুরুদাসকে বলিলেন—আপনি এ মকদ্দমা নেবেন কি ছেড়ে দিবেন তার শ্রেষ্ঠ বিচারক স্বয়ং আপনি। মোটা ফী পেয়ে সেই টাকায় কি কি সুবিধা হয় তার একটা হিসাব করুন, আর টাকার হাড়কাটে কল্যাণবুদ্ধিকে কোপ মেরে মনের কিরূপ অশান্তি ও অধোগতি হয়, তা'র একটা হিসাব করুন, তার পরে নিজের রাস্তা ঠিক করে নিন। সার গুরুদাস ধর্ম্মের ঋজু পথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলেন বলিয়া, প্রথমে উক্ত মক্কেল অভিমান প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরে তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গোঁড়া হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় ও পুণ্যাত্মা রামতনু লাহিড়ীর বন্ধু শ্যামাচরণ ভট্ট এই সময়ে বহরমপুরে ওকালতি করিতেছিলেন। তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। যৌবনের প্রারম্ভে শ্যামাচরণ নদীয়া আদালতে সামান্য চাকরি করিতেন। নদীয়ার তৎকালীন কলেক্টর ডি, আই, মানি (Money) তাঁহাকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করিতেন। মানি মুর্শিদাবাদের ডিষ্ট্রীক্ট জজ হইয়া শ্যামাচরণকে বলিলেন,—তুমি আমার সঙ্গে মুর্শিদাবাদে চল, আমি তোমাকে উকিল করে দোব। তখন ডিষ্ট্রীক্ট জজদের নিকট সনন্দ

পাইলেই উকিল হওয়া চলিত এবং সামান্য আইন পড়িয়াই শ্যামা-চরণ তাঁহার মুরুব্বির নিকট সনন্দ পাইয়াছিলেন। মফঃস্বলের বিচারালয়ে বাঙ্গালাই আদালতের ভাষা, সুতরাং রাজভাষায় অনধিকার তাঁহার উকিল হইবার পথে বিঘ্ন হয় নাই। মানি তখনকার উকিল সরকার (Government Pleader) রাধাকান্ত ভট্টাচার্য্যকে শ্যামাচরণের উপর কৃপাদৃষ্টি করিতে বলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল না হওয়ায়, সাহেব তাঁহাকে ফী না লইয়া মকদ্দমা করিতে পরামর্শ দেন। ওকালতি করিয়া মেধাবী ও পূতচরিত্র শ্যামাচরণ যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি কাশী বাস করিয়াছিলেন।

বহরমপুরে অবস্থান কালে, সার গুরুদাস বোতল-বাহিনীর অনুরাগী কি না তাহার পরীক্ষা হইয়াছিল। "বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" প্রণেতা স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন, বহরমপুরের তদানীন্তন শিক্ষক স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র রায় (ভবিষ্যতে ইনি হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়াছিলেন), স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ বসু (ইনি শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের সহকারী হইয়াছিলেন), সার গুরুদাস প্রভৃতি কয়েকজন সখা এক দিবস গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় দেখিলেন, যে তাঁহার বন্ধুবর্গ বোতল হইতে লোহিত বর্ণের তরল পদার্থ ঢালিয়া সেবন করিতেছেন। তিনি তদ্দর্শনে আশ্চর্য্য ও লজ্জিত হইয়াছেন বুঝিয়া, তাঁহারা বলিলেন যে বহরমপুর সর্দ্দির জায়গা বলিয়া শরীরটা গরম রাখিবার জন্য তাঁহারা একটু আধটু টানিয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহারা গেলাস পূর্ণ করিয়া, সার গুরুদাসকে উহা প্রসাদী করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন, এবং তিনিও কায়মনোবাক্যে বাধা দিতে লাগিলেন। যখন প্রকাশ

পাইল যে বোতলের মধ্যে অগ্নিমান্দ্যের ব্রহ্মাস্ত্র জামের আরক ছিল, তখন কি পরিমাণে হাস্যের রোল উঠিয়াছিল তাহা অনুমেয়।

সার গুরুদাস বহরমপুরে এক বিয়াল্লিশ-কর্ম্মা ওস্তাগরের পাল্লায় পড়িয়াছিলেন। সুবিধাজনক দরে কিছু জিনিষ পত্র কিনাইয়া সে তাঁহার সঙ্গে বেশ ভাবসাব করিয়া লইয়াছিল। ঘন ঘন আসিয়া, লম্বা লম্বা সেলাম ঠুকিতে আরম্ভ করিল দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে বলেন, যে মিছামিছি আনাগোনা করা অনাবশ্যক, প্রয়োজন হইলে তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। সে তবুও আসা-যাওয়া করিতে বিরত হইল না। একদিন সার গুরুদাস তাহাকে চাপাচাপি করিয়া ধরিলে, সে বলিল যে দর্জ্জির কাজ তাহার একমাত্র ব্যবসায় নহে— সে চমৎকার জগ্ স্যুপ (Jug soup) তৈয়ারী করিতে জানে এবং অনেক হোমরা-চোমরা বাবুর রসনা তদাস্বাদনে ধন্য হইয়াছে। সার গুরুদাসের চোটপাট জবাব শুনিয়া ওস্তাগর তাঁহাকে বদ-রসিক ঠাহরাইল, এবং যাইবার কালে উপদেশ দিয়া গেল যে ডিরিঙ্ক (মদ্য) ও স্যুপের বন্দোবস্ত না করিলে তাঁহার দোস্তি (বন্ধু) জুটিবে না ও পসার জমিবে না।

ওকালতি করিবার কিছু পূর্ব্ব হইতে সার গুরুদাস উর্দ্দূ ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। ইহাতে মুসলমান মক্কেলদিগের দলিল ও খাতাপত্র বুঝিতে সুবিধা হইত। তাঁহার সহাধ্যায়ী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় পঞ্জাবে ওকালতি করিতে মনস্থ করিয়া ঐ ভাষা আয়ত্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

বহরমপুরে আসিয়া সার গুরুদাসের স্বাস্থ্য, অর্থ, বন্ধু, সম্মান কিছুরই অভাব হয় নাই—কিন্তু ষোল আনা সুখ মানুষের অদৃষ্টে ঘটে না। কুক্ষণে তাঁহার মাতুল, জননী ও সহধর্ম্মিণী মুর্সিদাবাদ

অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে নলহাটি ষ্টেশনে এক বিভ্রাট ঘটে—পুরুষেরা একবার নামিয়াছেন এমন সময়ে গাড়ি ছাড়িয়া দেয়। বহরমপুরে পৌঁছিয়াই সার গুরুদাসের প্রথমা কন্যা দেড় বৎসর বয়সে বিসূচিকা রোগে গতায়ু হন। তিনি পরমা সুন্দরী ছিলেন বলিয়া পিতামহী নাম রাখিয়াছিলেন মোহিনী। শ্যামাচরণ ভট্ট আসিয়া শোকবিহ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সান্ত্বনা দিতেন, "কি ভায়া এক ধাক্কায় কাবু হ'য়ে পড়লা? সংসারে ঢের ধাক্কা খেতে হবে, কাবু হোয়ো না।" ভট্ট মহাশয়ের শোককাহিনী শ্রবণে ও আত্মসংযম দর্শনে সার গুরুদাস হৃদয়ে বললাভের চেষ্টা করিতেন।

ওকালতি করিবার প্রারম্ভে সার গুরুদাসের দেওয়ানি অপেক্ষা ফৌজদারি মকদ্দমার দিকে অধিক ঝোঁক ছিল এবং ভাগ্যক্রমে তাহার সুবিধা ঘটিয়াছিল। মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে এক দল ধনাঢ্য লোক বাস করেন, তাঁহাদের পদবী বঙ্গাধিকারী। জনৈক বঙ্গাধিকারী তাহার স্ত্রীর নামে বিষয় বেনামি করিয়া এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কন্যার বিবাহের পর জামাতাকে কেহ কেহ পরামর্শ দেয় যে তাহার শ্বাশুড়ীর সম্পত্তি তাহার স্ত্রীর প্রাপ্য। ঐ বংশের প্রথানুসারে উক্ত কন্যা পিত্রালয়ে ছিল এবং দরিদ্র জামাতা শ্বশুরালয়ে বাস করিত। স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া শ্যালকের সহিত মকদ্দমা করার অসুবিধা, তজ্জন্য সে জোর করিয়া স্ত্রীকে নিজের বাটীতে আনিবার চেষ্টা করে। শ্যালক বাধা দেওয়ায় সে পুলিশের আশ্রয় লয়। একদিন দুই দলে দাঙ্গা হইবার সময় লাল-পাগড়ি মহাপ্রভুদের শ্রীঅঙ্গে কিঞ্চিৎ আঁচড় লাগে। তৎফলে উক্ত বঙ্গাধিকারীর বিরুদ্ধে কোম্পানী বাহাদুরের লোক ও ধনবলের চক্র পুরাদমে ঘুরিতে আরম্ভ করে এবং প্রত্যহ পঞ্চাশ

টাকা দর্শনীতে সার গুরুদাস গভর্মেণ্টের পক্ষে উকিল নিযুক্ত হন। বহরমপুরের সমস্ত প্রবীণ উকিল বঙ্গাধিকারীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ক্রমাগত বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে তাঁহাদের মক্কেলের অনুচরবর্গ আত্মরক্ষার্থ মারামারি করিতে বাধ্য হইয়াছে। সার গুরুদাস যখন শকুন্তলা নাটকের ৫ম অঙ্ক হইতে

> "সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈক সংশ্রয়াং
> জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।
> অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে
> প্রিয়াঽপ্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ॥"

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইলেন যে, স্ত্রীলোক সতী হইলেও কেবলমাত্র পিতৃগৃহে বাস করিলে লোকে ব্যাভিচারিণী সন্দেহ করে বলিয়া তাহাদের ভর্তৃসন্নিধানে গমন অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন হাকিম সার গুরুদাসের দিকে টলিলেন এবং বঙ্গাধিকারীকে বিনা পরিশ্রমে তিন দিন মেয়াদের আজ্ঞা দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম ছিল W. L. Heeley; তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন।

এই মকদ্দমায় মুসিদাবাদ অঞ্চলে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল এবং ইহাতে জয়লাভ করিয়া সার গুরুদাসের যশ বহুদূরব্যাপী হইয়াছিল। এই সৌভাগ্যের প্রসঙ্গ উঠিলে সার গুরুদাস ক্রমাগত বলেন যে, উহাতে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার বাহাদুরির কিছুই ছিল না, সমস্তই ঘটনাচক্রের ফল। তিনি প্রায়ই বলেন যে, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ কীটানুকীট মাত্র, তাহার আত্মগরিমা নিতান্ত অশোভন এবং পাশ্চাত্য দর্শনে কথিত মানবের "free will" স্থূলদৃষ্টির

পরিচায়ক। এই তথ্য তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

মুর্সিদাবাদের নবাব নাজিমের এক মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া সার গুরুদাস যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা কলিকাতার সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার আর, ভি, ডয়েন (Doyne) সাহেবকে জ্ঞাপন করিলে, তিনি লিখিয়া দেন "I fully agree"। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শ-মত কার্য্য করিয়া নবাব নাজিমের সম্ভ্রম ও প্রায় বিশ হাজার টাকা রক্ষা পায়। ইহাতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সার গুরুদাসকে ঘড়ি ও চেন উপহার দেন। মুর্সিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর তাঁহার পৌত্র। নবাব নাজিম অত্যন্ত সদালাপী ছিলেন, ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বেশ অধিকার ছিল, শিষ্টাচারে তিনি আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন, এবং অশ্বপৃষ্ঠে ছয় সাত ঘণ্টা থাকিয়াও তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি গুরুদাস সাহেব বলিয়া ডাকিতেন। প্রথম দিন নবাব নাজিমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময়, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নজর স্বরূপ একখানি মোহর লইয়া যান। সেলাম করিবার পর পরিষ্কার রুমালের উপর মোহর রাখিয়া, নবাবের সম্মুখে ধরিতে হইত। ঘনিষ্ঠতা প্রকাশের ইচ্ছা থাকিলে নবাব উহা গ্রহণ করিতেন—না থাকিলে কেবলমাত্র স্পর্শ করিতেন। প্রথম দিন "হুজুর পূরনূর কা সাত" (পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ প্রভুর সহিত) সাক্ষাৎ হয় নাই। সে দিন সার গুরুদাস "বড়া" ও "মেজলা" সাহেবের সহিত (নবাব নাজিমের প্রথম দুই পুত্র) এবং আর একটি চোগা-টুপি-ধারী সদালাপী ব্যক্তির সহিত গল্পগুজব করিয়া চলিয়া আসেন। শেষোক্ত ভদ্রলোকটির মুসলমানী পোষাক দেখিয়া ও বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে কথাবার্ত্তা শুনিয়া, সার গুরুদাস

তাঁহাকে মুসলমান ঠাহরাইয়াছিলেন। কিন্তু পরে শুনিলেন যে, তিনি নবাব নাজিমের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বনামখ্যাত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শম্ভুচন্দ্র পরে ত্রিপুরার মহারাজার অমাত্য হইয়াছিলেন, এবং "Mookerji's Magazine" নামক মাসিক ও "Reis and Rayyet" নামক সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করিয়া সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

নবাব নাজিমের দেড় কুড়িটি বেগম সাহেবা ছিল। প্রধানা বেগম মূলকে জোমানিয়ার নিকটই তিনি অধিক সময় থাকিতেন। বেগম মহলের চারিদিকে জেলের মত উঁচু পাঁচিল ছিল এবং অনেকগুলি খোজা ঐ বেগম-কেল্লায় সান্ত্রীর কার্য্য করিত। নবাবের খাস দেউড়ির তোরণে নহবত বাজিত। তিনি বসিলে একজন ভৃত্য তাঁহার মাথার উপর জরির ছাতা ধরিয়া থাকিত। তাঁহার পাশে সোণার ডিবায় কতকগুলি পান ও মুক্তা পোড়ান চূণ রাখা হইত—সেগুলি অনবরত তাঁহার বদনাভ্যন্তরে আশ্রয় লাভ করিত। নবাব নাজিম এই অভ্যাসের এত বশীভূত ছিলেন যে, হাকিম প্রিন্সেপ—ভবিষ্যতে ইনি হাইকোর্টের জজ হন—একবার সাক্ষ্য লইবার জন্য তাঁহার প্রাসাদে আসিলে, তিনি তাঁহার সমক্ষে পাণ চিবাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রিন্সেপ হাসিয়া উত্তর দেন, "This is not my Court, this is your Highness's palace."

প্রথম দিন কথাবার্ত্তার সময় নবাব নাজিম সার গুরুদাসকে জিজ্ঞাসা করেন যে সর্ব্বত্র জমির মূল্য বাড়িতেছে, কিন্তু টাকার দাম কমিতেছে, ইহার কারণ কি? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উত্তর দেন যে টাকা নোট এ সকল token (চিহ্ন) মাত্র—বিনা ক্লেশে উহাদের সংখ্যা বাড়ান চলে, কিন্তু বাসযোগ্য বা কর্ষণযোগ্য জমির

পরিমাণ বিনাব্যয়ে বিনাশ্রমে বাড়ান যায় না। টাকা বা নোট সাধারণতঃ যত প্রয়োজন, তাহার অভাব হয় না; কিন্তু মনোমত জমি যতটা আবশ্যক, তাহা সহজে প্রাপ্তব্য নহে। যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন অধিক কিন্তু জোগান অল্প, তাহাদের মূল্য চড়িতে থাকে।

নবাব নাজিমের উদারতা সম্বন্ধে সার গুরুদাস কয়েকটি গল্প বলিয়াছেন। একবার তাঁহার এক বেতনভুক জহুরি, এক ছড়া মতির মালা এমন সুন্দরভাবে গাঁথিয়াছিল, যে নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিবার অনুমতি দেন। দেওয়ান এই আদেশ শুনিয়া তাঁহাকে বলেন—হুজুর ও ত' মাহিনার চাকর, উহাকে অত টাকা বক্‌সিস দিবার প্রয়োজন আছে কি? নবাব তাহাতে উত্তর দেন—মেরা খুসী আর আউর আদমিকা খুসীমে তফাৎ হোগা নেই? নবাব নাজিমের নিকট পরচর্চ্চার সস্তা আনন্দ লুটিবার আশায় এক দল লোক অপর দল সম্বন্ধে চৌর্য্য অপবাদ দিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—কোন চোরি নেহি করতা? দুনিয়ামে বহুত চোরি কা মাল হ্যায়। মেরা তক্‌ত কেয়া হ্যায়? বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের উত্তরাধিকারীর মুখে, মুর্সিদাবাদের "তক্‌ত" যে "চোরিকা মাল," এই উক্তি তাঁহার অসাধারণ সারল্যের পরিচায়ক।

বহরমপুরে অবস্থানকালে মজলিসি বন্ধুদিগের সাহচর্য্যে সার গুরুদাসের সময় অতি সুখে কাটিত। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন সেই সময়ে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির বীজ বপন করিতেছিলেন। বহরমপুরের তৎকালীন সদর আমীন, সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা, স্বর্গীয় গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়, সাহিত্যচর্চ্চায় ও আমোদ আহ্লাদে যুবকের ন্যায় উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। স্বর্গীয়

প্রত্নতত্ত্ববিৎ রামদাস সেন, রাজা রমানাথ ঠাকুরের ভাগিনেয় স্বর্গীয় উকিল আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগত উকিল শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গের সামাজিকতার কথা সার গুরুদাসের স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে। আশুবাবুর আত্মীয় স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক টাকা দেনা হইলে, তাঁহাকে শ্রীঘর বাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আশুতোষ তাঁহার সমস্ত ঋণের জামিন হন। পাওনাদারের তাগাদায় অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়। ভবিষ্যৎ বিচারপতি অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের ও আশুবাবুর হাইকোর্টে ওকালতিতে প্রায় সমান পসার ছিল এবং কলিকাতায় থাকিলে হয় ত তিনিই অনুকূলবাবুর পরিবর্ত্তে জজ হইতে পারিতেন। অনুকূলবাবুর হাইকোর্টে জজিয়তি লাভের সংবাদ বহরমপুরে পৌঁছিলে, মতিবাবু আশুবাবুকে বলেন —নগেন্দ্র ঠাকুরের দেনার বোঝা কাঁদে না করিলে, আপনিই হয় ত' জজ হ'তেন। উদারহৃদয় আশুবাবুর উদরে সে দিন উত্তেজক পদার্থের মাত্রা একটু বেশী ছিল। তিনি মতিবাবুকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "You have said like yourself, but I have acted like myself. যে মামার খেয়ে মানুষ, তাঁর ছেলেকে ধরে নিয়ে যাবে? নাই বা হাইকোর্টের জজ হলুম!"

তখন বহরমপুরের উকীলদের বসিবার জন্য পৃথক গৃহ ছিল না। পুরাতনতন্ত্রের উকিলেরা আদালতের রোয়াকে মাদুর বিছাইয়া বসিতেন। নব্যতন্ত্রের উকিলেরা জজের- বা সদর-আলার কেরাণীখানাতে আড্ডা মারিতেন। ক্রমে একটা আড্ডার নাম হইল "নবরত্ন সভা"। গঙ্গাচরণ বাবু ইহার কালিদাস এবং সার গুরুদাস ইহার বররুচি ছিলেন। গঙ্গাচরণ সরকার যেমন তেজস্বী তেমনই

পরিহাসপটু ছিলেন। পূজা উৎসবাদি উপলক্ষে কাসীমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত, কিন্তু মহারাণীর জমিদারী সংক্রান্ত কোনও মোকদ্দমা যতদিন তাঁহার এজলাসে থাকিত ততদিন গঙ্গাচরণ তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না। এক যাত্রার আসরে অভিনেতাদিগের সামান্য উচ্চারণ দোষ সম্বন্ধে শ্রোতৃবৃন্দের অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য শুনিয়া তিনি বলেন—তোমরা এই উচ্চারণ শুনে হাঁস্‌চ, আমি শুনিচি "আজ-নন্দিনী মালা নাও, ইকিবিতে একে দাও" (রাজনন্দিনী মালা নাও, রিকিবিতে রেখে দাও)।

জজের আদালতের হেড ক্লার্ক স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ নাগের আশ্রয়ে, উক্ত "নবরত্ন সভা" বসিত বলিয়া তিনি রাজা বিক্রমাদিত্য আখ্যা প্রাপ্ত হন। সার গুরুদাস এই বিক্রমাদিত্য-বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন তাহা এই :—

"উঠ বঙ্গভূমি-মাতঃ ঘুমায়ে থেকনা আর,
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হ'ল হের।

নানা গুণে গুণমণি বিক্রমাদিত্য নৃমণি
হারায়ে ওগো জননি ! ছিলে বড়ই কাতর।
সেই রাজা পুণ্যবান্ ভ্রমি স্বর্গে নানা স্থান,
বৈকুণ্ঠেতে অধিষ্ঠান হয়েছেন এইবার।
লয়ে নবরত্নগণে, নানা শাস্ত্র আলাপনে,
নানা সমস্যা পূরণে বসেছেন পুনর্ব্বার।"

উক্ত কবিতায় যে সমস্যা পূরণের কথা সার গুরুদাস বলিয়াছেন, "নবরত্ন সভায়" তাহা এক প্রধান অঙ্গ ছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন প্রশ্ন করেন—এমন কি জিনিষ, যাহা থাকা ভাল, না থাকা মন্দ, পাওয়া মন্দ, কিন্তু না পাওয়া ভাল। গঙ্গা-

চরণ বাবু উত্তরে বলেন, "কৃষ্ণ"। সার গুরুদাস "হ'ল না" বলিলে তিনি বলেন, "নয় ত' নয়"। কিন্তু রাত্রে চিন্তার পর ঠিক অর্থ বাহির হইলে, তিনি পরদিন প্রাতঃকালে সার গুরুদাসকে লিখিয়া পাঠান :—

"হেঁয়ালির অর্থ তব শুনহে রসিক,
নর হ'তে নারী তাহা ধরয়ে অধিক।
অধিক কি কব আর বুঝে দেখ ভাই,
কল্য না বলিতে পেরে পাইয়াছি তাই!"

এই হেঁয়ালির উত্তর "লজ্জা"—সরকার মহাশয়ের সরস উত্তরে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরাজী ও সংস্কৃত হেঁয়ালিও বাদ পড়িত না। উদাহরণ :—"A lady in white, the longer she stands the shorter she grows." উত্তর—A burning white candle.

"তরুণ্যালিঙ্গিতঃ কণ্ঠে নিতম্ব স্থলমাশ্রিতঃ।
গুরুণাং সন্নিধানেপি কঃ কূজতি মুহুর্মুহুঃ॥"

(তরুণীর কণ্ঠ আলিঙ্গন ও নিতম্ব আশ্রয় করিয়া কে গুরুজনের সন্নিধানেও পুনঃ পুনঃ শব্দ করে)। উত্তর—জলে ভরা কলসী।

ডাক্তার রামদাস সেন কবিবর মাইকেল মধুসূধন সম্বন্ধে এই কবিতাটী রচনা করেন :—

"মধু সম মধুমাসে মোহন বাঁশরী,
বাজান নিকুঞ্জবনে রাধাকান্ত হরি।
শুনি, গোপ গোপীগণ আনন্দে বিহ্বল,
চকিত স্থগিত নেত্রে হেরে বনস্থল।
তেমতি মধুর নাদে শ্রীমধুসূদন,
প্রেমানন্দে ভাসাইলা গৌড়জন মন।

বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমা মুখে,
তানলয় মধুর সঙ্গীত শুনি সুখে।
পুন মেঘনাদ মুখে রণভেরী শুনি,
সদর্পেতে বীর হিয়া জাগিল অমনি।
নবরস প্রপূরিত তোমার সঙ্গীত,
কাব্যপ্রিয় বাঙ্গালীর যাহে জন্মে প্রীত।
কাব্যের কানন পানে পুনঃ কর্ণ ধায়'
শুনিতে মধুর স্বর তোমার গাথায়।"

স্যার গুরুদাস উক্ত কবিতার এই ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন :—

"Sweet as the charming pipe in pleasant May,
Radha's beloved Hari was wont to play.
When at the notes enraptured with delight,
Each rustic eyed the groves with stedfast sight.
So Michael's strains tuned with exquisite art,
Have filled with joy Bengala's feeling heart.
The heroine maid and Tilott'ma sweet,
Have sung their varied lays in metres meet,
And martial notes from Meghnad's bugle grave
Have roused with pride the hearts of all the brave.
Sweet are thy songs with pathos filled of every kind,
Fit to delight Bengala's poetic mind.
The ear still lingers by thy music groves.
To hear more songs of thine it so much loves."

স্যার গুরুদাস মাইকেলের রচনার, বিশেষতঃ "মেঘনাদ বধ" কাব্যের, অত্যন্ত অনুরাগী ; ঐ কাব্যের অধিকাংশ তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিতে

পারেন। আমি যখন তাঁহাকে নিবেদন করিলাম যে, ছাত্রাবস্থায় "Paradise Lost" ও "মেঘনাদ বধ" কাব্যের কয়েক সর্গ পাঠ করিয়া প্রৌঢ় বয়সে সেগুলি Wordsworth বা রবীন্দ্রনাথের কোনও কোনও কবিতার ন্যায় অনেকবার পড়িতে লুব্ধ হন না, এমন লোকের সংখ্যা বিরল নহে, তখন তিনি যেন একটু চমকাইলেন। যখন বলিলাম যে রবীন্দ্রনাথের "গান্ধারীর আবেদন," "কর্ণ-কুন্তী সংবাদ" প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা অনেকবার পড়িয়াও বর্ত্তমান লেখকের সাধ মেটে নাই, তখন তিনি বলিলেন—রবিবাবুর রচনার মাধুর্য্যে আমিও মুগ্ধ, কিন্তু স্থলে স্থলে তাঁহার লেখা hazy ও sensuous বলিয়া মনে হয় না কি? তাঁর লেখায় শেলী ও টেনিসনের গুণ ও দোষ উভয়ই কিছু পরিমাণে বর্ত্তমান। রবিবাবুর "কথা" নামক কাব্যের "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা" শীর্ষক কবিতা সম্বন্ধে সার গুরুদাস বলিলেন যে, ঐ কবিতার রুচি অমার্জ্জনীয়। (১)

---

(১) এই সম্বন্ধে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত দ্বিতীয় বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"যারা তথ্যের দিকে দৃষ্টি রাখে তাদের হাতে কবিদের কি দুর্গতি ঘটে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই :—

আমি কবিতায় একটি বৌদ্ধকাহিনী লিখেছিলাম। বিষয়টি হচ্ছে এই :—একদা প্রভাতে অনাথ পিণ্ডদ প্রভু বুদ্ধের নামে শ্রাবস্তী নগরের পথে ভিক্ষা মেগে চলেছেন। ধনীরা এনেদিলে ধন, শ্রেষ্ঠীরা এনে দিলে রত্ন, রাজঘরের বধূরা এনে দিলে হীরা মুক্তার কণ্ঠী। সব পথে পড়ে রইল ভিক্ষার ঝুলিতে উঠ্‌লনা। বেলা যায়, নগরের বাহিরে পথের ধারে গাছের তলায় অনাথ পিণ্ডদ দেখলেন এক

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক গ্রন্থের ১৮৮ হইতে ১৯৫ পৃষ্ঠা পড়িতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন যে, রবিবাবুর অসাধারণ মনীষার তেজে তাঁহার সমসাময়িক অনেকের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে—চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় মুগ্ধ হইয়া তাহার

ভিক্ষুক মেয়ে। তার আর কিছুই নেই, গায়ে একখানি জীর্ণ চীর। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মেয়ে সেই চীরখানি প্রভুর নামে দান করলে। অনাথ পিণ্ডদ বল্লেন "অনেকে অনেক দিয়েছে, কিন্তু সবত কেউ দেয়নি। এতক্ষণে আমার প্রভুর যোগ্য দান মিল্‌ল, আমি ধন্য হলুম।"

একজন প্রবীন, বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা পড়ে বড় লজ্জা পেয়েছিলেন, বলেছিলেন "এ ত ছেলে মেয়েদের পড়বার যোগ্য কবিতা নয়।" এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি বা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হল। নীতিনিপুনের চক্ষে তথ্যটাই বড় হয়ে উঠ্‌ল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায়রে কবি, একেত ভিখারিণীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম্ম, তারপর নিতান্ত নিতেই যদি হয় তা হলে তাল পাতার কুঁড়ের ভাঙ্গা ঝাঁপটা কিংবা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে ত সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে। এমন কি, আমার মত কবিও যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা কর্‌তে বেরত, তবে কথনই এমন গর্হিত কাজ করত না, এবং তথ্যের জগতে পাগলা গারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিল্‌তনা, রাস্তার ধারে নিজের গায়ের একখানি কাপড় যে ভিক্ষা দিত; কিন্তু সত্যের জগতে স্বয়ং

কলঙ্ক নাই বলিলে চলিবে কেন? "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা" শীর্ষক কবিতার যে কয় পংক্তি, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ঘোরতর আপত্তিজনক বোধ হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

"দীন নারী এক ভূতল শয়ন,
না ছিল তাহার অশন ভূষণ,
সে আসি নমিল সাধুর চরণ
কমলে।
অরণ্য-আড়ালে রহি কোনমতে,
একমাত্র বাস নিল গাত্র হ'তে
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।

ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়াছেন এবং ভিখারিণী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে; এবং তার পরে সে মেয়ে যে কেমন করে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এত বড় অপলাপ ঘটে, ও সত্যের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হয় না—সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এম্‌নি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম্ম এবং একমূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোক রশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতে সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ করে, অনায়াসে পার হয়ে যায়, তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না। রসজগতে ভিখারীর জীর্ণ চীর খানা থেকেও নেই, তার মূল্য ও তেমনি লক্ষ পতির সমস্ত ঐশ্বর্য্যের চেয়ে বড়। এমনি উল্টোপাল্টা কাণ্ড!"

(বঙ্গবাণী ভাদ্র ১৩৩১ ৮-৯ পৃষ্ঠা)

ভিক্ষু উর্দ্ধভুজে করে জয়নাদ,
কহে "ধন্য মাতা, করি আশীর্ব্বাদ,
মহা-ভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
পলকে !
চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর,
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর,
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ-নখর-
আলোকে ।"

মাইকেলের রচনা সম্বন্ধে সার গুরুদাস বলিলেন যে "মেঘনাদবধ" কাব্য অধ্যাপনা কালে, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কালিদাস ও মাইকেল বর্ণিত মদনভস্ম তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, উজ্জয়িনীর মহাকবির ওস্তাদি হাতের কাছে গৌড়দেশীয় মহাকবি হঠিয়া গিয়াছেন। "কুমারসম্ভব" কাব্যে মহাদেবের নয়ন-নিঃসৃত বহ্নি বজ্রের ন্যায় নিমেষের মধ্যে মদনকে ভস্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু মধুসূদন তাহাকে আস্তে আস্তে পোড়াইয়া কাঁচা হাতের পরিচয় দিয়াছেন। মাইকেল লিখিয়াছেন ঃ—

"হায় মা, কত জ্বালা সহিনু কেমনে
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে ;
কেহ না আইল ; ভস্ম হইনু সত্বরে ;—
ভয়ে ভগ্নোত্তম আমি ভাবিয়া ভবেশে।"

কালিদাস তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি
যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।

তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥”

(হে প্রভো ক্রোধ সম্বরণ করুন, ক্রোধ সম্বরণ করুন, এই বাক্য আকাশস্থিত দেবগণের মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে হরনেত্র-নির্গত বহ্নি মদনকে ভস্মশেষ করিয়া ফেলিল।)

মাইকেলের “বীরেন্দ্র-কেশরী” ব্যবহার সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল বাবু বলিতেন, “বীরকেশরী” বা “বীরেন্দ্র”ই যথেষ্ট—“বীরেন্দ্রকেশরী” যেন “চাই কুঁজো লেবে।” কুঁজো বেচিবার সময়, একদল লোক নাকি “চাই কুঁজো” বা “কুঁজো লেবে” না বলিয়া, “চাই কুঁজো লেবে” বলিয়া থাকে। (১)

মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রাজীবলোচন রায়ের পুঁথিগত বিদ্যার পরিমাণ ছিল অত্যল্প, কিন্তু মেধা ছিল অসাধারণ। দ্বৈতবাদ,

---

(১) “রাসবিহারীর একবৎসর পূর্ব্বে গুরুদাস পড়িয়াছিলেন। মেঘনাদ বধ পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। গুরুদাস বিশেষ যত্নের সহিত ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং এখন পর্য্যন্ত আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে আমি গ্রন্থের কোন স্থান কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করাইয়া দেন। আমি অবশ্য সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি; কিন্তু অত বড় এক ব্যক্তি তাঁহার বাল্যকালে—একপ্রকার ক খ শিখিবার সময়ে বলিলেই হয়, আমার নিকট কখন কি শুনিয়া যে মনে রাখিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া আমার অবশ্যই বিশেষ প্রীতি লাভ হয়।”

(আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
মহাশয়ের উক্তি; শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত
প্রণীত “পুরাতন প্রসঙ্গ” ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা।)

অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিষয় লইয়া কাশীমবাজার রাজবাটীতে পণ্ডিতবৃন্দের ঘন ঘন শিখা সঞ্চালিত হইতেছে, এমন সময়ে রাজীবলোচন হঠাৎ এমন এক মনীষা-ব্যঞ্জক মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, যাহাতে পণ্ডিত মণ্ডলী চমৎকৃত হইতেন। তাঁহার সমক্ষে কেহ কোনও কর্ম্মচারীকে উৎকোচগ্রাহী সাব্যস্ত করিয়া তাহার স্থলে অপরের নিয়োগের কথা বলিলে, রাজীবলোচন বলিতেন,—"আচ্ছা যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়াবো, যদি সেই সর্ষেতে ভূত থাকে।" অমনি পরচর্চ্চার ভনভনানি মন্দীভূত হইত। মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রতিবৎসর পৌষ মাসে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে শীত বস্ত্রাদি দান করিতেন। এই বিতরণের ভার দেওয়ান লইতেন বলিয়া, তাঁহার নিকট অসংখ্য সুপারিস পত্র আসিত। বন্ধুবান্ধবের নিকট বলা ছিল যেন প্রত্যেকে দুই খানির অধিক সুপারিস পত্র না দেন। পত্র লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইলেই, তিনি নাম, ধাম, কোথায় কাহার বাসায় আছেন প্রভৃতি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। যদি কেহ বলিত, ঐ পত্রেই সব কথা খোলসা করিয়া লেখা আছে, তিনি অমনই বলিলেন বুড়ো মানুষকে আবার চশমা পরাবার কষ্ট দেবেন এই প্রকার জেরা করিয়া তিনি জ্ঞাতব্য অনেক কথা আদায় করিতেন, চশমা লইতে কষ্ট হওয়ার কথা চালাকি মাত্র। একবার সার গুরুদাস একজন সামান্য গোছের পণ্ডিতকে চিঠি দিয়াছেন সুতরাং আর এক জনকে আর একখানা সুপারিস চিঠি দেওয়া যাইতে পারে, এমন সময়ে মতিবাবু আসিয়া বলিলেন, আমি দুইখানা চিঠিই দেবার পরে একজন খুব বড় পণ্ডিত এসে ধরেচেন, তাঁহার সম্বন্ধে আপনি দেওয়ানকে অনুরোধ করুন। সার গুরুদাস তখন ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, মতিবাবুর মুহুরি ঐ পত্রখানি লিখিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহি করাইয়া লন। সার গুরুদাসের

চিঠি দুই খানি দেখিয়া রাজীবলোচন মনে করিয়াছিলেন, যে প্রথম খানি তিনি প্রাণ খুলিয়া লিখিয়াছেন, দ্বিতীয় খানি উপরোধে লিপিবদ্ধ। এই হিসাব করিয়া তিনি প্রথম অর্থাৎ সামান্য পণ্ডিতকে শালের জোড়া ও দশ টাকা, এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ খ্যাতনামা পণ্ডিতকে জামেয়ার ও পাঁচ টাকা দিয়াছিলেন। বিদায় দেখিয়া সার গুরুদাস ও মতিবাবু উভয়েই বুঝিলেন যে পাণ্ডিত্য হিসাবে ঠিক উল্টা দান হইয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া মতিবাবু জ্ঞাত হইলেন যে, দ্বিতীয় পণ্ডিত তাড়াতাড়িতে রাজীবলোচনের নিকট বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে তিনি "হাইকোর্টের" উকিল "গুরুচরণ" বাবুর নিকট হইতে আসিয়াছেন। মতিবাবু গিয়া দেওয়ানকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলিলে, উক্ত পণ্ডিত শালের জোড়া ও দশ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজীবলোচন এক জন ব্রাহ্মণকে কদাচারী বলিয়া জানিতেন। কাশীমবাজার রাজবাটীতে পূজানুষ্ঠান উপলক্ষে, রাজীবলোচন উক্ত ব্রাহ্মণকে দুই দিন পূর্ব্বে বলেন, "কল্য সংযম করিয়া থাকিবেন।" ব্রাহ্মণ দন্তরুচি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা আমরা ত' প্রত্যহই সংযম করিয়া থাকি।" রাজীবলোচন বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন না, কেবল দৃঢ়ভাবে বলিলেন "কাল নিশ্চয় সংযম করিবেন।" গতিক মন্দ বুঝিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যে আজ্ঞা।"

১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, সার গুরুদাস প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা দিবার জন্য দুই সপ্তাহের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসেন। তাঁহার পরীক্ষার বিষয় ছিল পাঁচটি—অমিশ্র গণিত, মিশ্র গণিত, ইংরাজী সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা ও দর্শন। স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই বৎসর উক্ত পরীক্ষা

দেন। তিন দিন পরীক্ষা দিয়াই কালীবাবু পীড়িত হন। মোটের উপর সার গুরুদাসের নম্বর আশুবাবুর অপেক্ষা অধিক হওয়াতেও তিনি বৃত্তি পান নাই, কেননা যে কয়টি বিষয়ে তাঁহার শতকরা চল্লিশের অপেক্ষা কম নম্বর হয়, তাহা একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। আশুবাবুই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী। ইতিহাস ও অর্থনীতিতে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার দেখিয়া, পরীক্ষক ("Friend of India" পত্রের সম্পাদক জর্জ স্মিথ্) বিস্মিত হইয়াছিলেন। এফ্-এ, বি-এ, এম্-এ ও বি-এল্ উপর্য্যুপরি এই চারিটি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবার পর, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় বিফল হইয়া, সার গুরুদাস গোঁ ধরিলেন যে আর পরীক্ষার জন্য পড়িবেন না। বিদ্যার পরিসর বৃদ্ধি করিতে এখন তিনি বিশেষভাবে মনোযোগী হইলেন। হিন্দু ব্যবস্থাশাস্ত্র শিক্ষাকল্পে তিনি সংস্কৃতশিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হইলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তখন বহরমপুরে ছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যার ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য তাঁহার পরামর্শে উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ হইতে আরম্ভ করিলেন। "দায়ভাগ" "মিতাক্ষরা" প্রভৃতি অধ্যয়নের পূর্ব্বে তিনি রামগতি ন্যায়রত্নের নিকট "রঘুবংশ" "কুমার সম্ভব" "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ দুই ঘণ্টা সংস্কৃত পড়িতেন—এক ঘণ্টা নিজে ও এক ঘণ্টা ন্যায়রত্নের নিকট। সংস্কৃত আলোচনায় তাঁহার এক সমব্যবসায়ী সহাধ্যায়ী জুটিয়াছিল—তাঁহার নাম জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়। জানকীবাবুর সম্বন্ধে সার গুরুদাস এক গল্প বলিয়াছেন। কালিদাস, রাজা দিলীপ ও রাণী সুদক্ষিণার মধ্যস্থলে, বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীর অবস্থানের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, যেন দিবা ও রাত্রির মধ্যস্থলে সন্ধ্যা। জানকী

বাবু ঐ শ্লোক পড়িয়া বলিয়াছিলেন,—মরি কি উপমা! যেন শনি ও সোমবারের মধ্যে রবিবার, যেমন তেতলা ও একতলার মধ্যে দোতলা! (১)

পণ্ডিত রামগতি তাঁহার নিজের "উত্তরচরিত"খানি সার গুরুদাসকে দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—আপনি আমার মতন অনেক শিক্ষক পাবেন, কিন্তু আমি আপনার মতন ছাত্র পাব না। সেই মধুর স্মৃতিমণ্ডিত পুস্তকখানি সার গুরুদাস যত্ন সহকারে রক্ষা করিয়াছেন।

ভবিষ্যতে যখন সার গুরুদাস কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন, তখন রামগতি তাঁহাকে লিখিয়া জানান, যে কি এক গোলমাল হইয়া তাঁহার পেন্সানের পরিমাণ ত্রিশ টাকা কমিয়া গিয়াছে—তিনি যদি তাঁহার বন্ধু শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ, সার এল-ফ্রেড ক্রফ্‌টকে ঐ সম্বন্ধে বলেন, তাহা হইলে হয় ত, সুবিধা হইতে পারে। সার গুরুদাস কখনও উচ্চপদস্থ সাহেবদিগের সহিত

---

(১) মহাকবি কালিদাসের রচনা অধ্যয়ণ সম্বন্ধে পিতৃদেব প্রণীত A few thoughts on Education নামক গ্রন্থ হইতে কয়েক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"The student, instead of wasting his time and energy in learning by rote pages of commentary and grammatical notes on Kalidasa, will do better if he were to commit to memory the immortal verses of the poet. And he should try to understand their meaning and find out with his own eyes their beauty instead of merely following the word of others. Those verses are an inexhaustible mine of beauty, and no honest searcher will come back disappointed. I may be permitted here to refer to a small incident which occurred in my own knowledge.

I was reading with a friend that portion of the second canto of the "Raghuvansa" where the poet speaking of the sacred cow returning to the hermitage with the king behind and the queen before her, compares her to the evening between day and night. With reference to this passage—

অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা করেন নাই, তাঁহাদের সুপারিস করিতেও তিনি অত্যন্ত নারাজ। রামগতির পত্র পাইয়া তিনি মনিঅর্ডার করিয়া ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া দেন এবং লিখিয়া পাঠান যে যতদিন তাঁহার হাইকোর্টে চাকরি থাকিবে, ততদিন তিনি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা তাঁহার চরণে পৌঁছাইয়া দিবেন। রামগতি তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন, যে তাঁহার শ্রদ্ধায় তিনি সন্তোষ লাভ করিয়াছেন এবং পাছে তিনি ক্ষুণ্ণ হন এই আশঙ্কায় ঐ ত্রিশ টাকা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে মাসকাবারি ত্রিশ টাকার বোঝা বহাইতে তিনি একান্ত অনিচ্ছুক।

১৮৬৬—৬৭ সালে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ বহরমপুর কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা জগবন্ধু

পুরস্কৃতা বর্ত্মনি পার্থিবেন
প্রত্যুদগতা পার্থিব ধর্ম্মপত্ন্যা
তদন্তরে সা বিররাজ ধেনু
দিনক্ষপা মধ্যগতেব সন্ধ্যা।

My friend remarked "We have heard a good deal about the beauty of Kalidasa's similes; but where is there any beauty in the present instance? The poet might as well have said that the sacred cow between the king and the queen appeared like Sunday between Saturday and Monday or like any intermediate thing between the two things before and after it." I asked my friend to pause for one moment and mark what the point of time was when the cow returned to the hermitage. The cow described as of a bright-brown colour, was returning to the hermitage just at evening, with the valiant king coming behind and the gentle queen approaching to welcome her; and the poet's imagination naturally saw a counterpart of the interview between the king and the queen with the sacred cow between them, in the opportune conjunction of the moment between the bright departing day and the soft approaching night with the dusky evening twilight intervening. This remark quite satisfied my friend who expressed sincere regret for his irreverent banter."

(A few thoughts on Education p. p 219-20.)

ঘোষ তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের হেড্ ক্লার্ক্ ছিলেন। অল্পদিন পরে রাসবিহারী বাবু কলিকাতায় ওকালতি করিতে আসেন। আসিবার কালে তিনি সার গুরুদাসকে বলেন—আপনিও হাইকোর্টে চলুন; আমরা যদি এখানে থাকি ত' হাইকোর্টে যাবে কে? এই আত্ম-নির্ভরতা আত্মম্ভরিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার বার্ণস পিকক (Peacock) ডাক্তার রাসবিহারীকে "modest" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন! তাঁহার বন্ধুবর্গ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি modest হইলেন কবে থেকে, তখন তিনি উত্তর দিয়াছিলেন যে পিককের ন্যায় মনীষী, ন্যায়পর বিচারকের নিকট যেমন modesty আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে, আত্মশ্লাঘী আহাম্মক বিচারকের কাছে তেমনি ঔদ্ধত্যের মাত্রা আপনা হইতে ছাপিয়া ওঠে। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের এইরূপ নিজের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। বহুকাল পূর্ব্বে এলান (Allan) নামে একজন প্রসিদ্ধ উকিল হাইকোর্টে ছিলেন। এক মকদ্দমায় তিনি সিনিয়র ও দ্বারকানাথ জুনিয়র উকিল ছিলেন। প্রবীণ এলান একটি বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইতেছেন দেখিয়া নবীন উকীল দ্বারকানাথ তাঁহাকে সাবধান করিলেন। এলান ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলেন, "I don't think I should like to be associated with you in any case after this" (ইহার পরে তোমার সঙ্গে কোনও মকদ্দমায় থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে দেখ্‌ছি)। দ্বারকানাথ উত্তর দেন, "I don't know who would be the greater loser thereby" (ইহাতে কাহার অধিক ক্ষতি হইবে তাহা বিচার্য্য)।

১৮৬৭ সালে সার গুরুদাসের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এম্-এ ও বি-এল পাশ করিবার পর ইনি রিপণ

কলেজে গণিত ও ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপকতা করিতেছেন। প্রথম পৌত্র ভূমিষ্ঠ হইলে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃদেবী বলেন, যে পুত্র না হইয়া কন্যা হইলে বেশ হইত—তাহা হইলে মনকে প্রবোধ দেওয়া যাইত যে প্রথমা কন্যাটি ফিরিয়া আসিয়াছে। মুর্সিদাবাদের নবাব নাজিমের নিকট বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে ঘড়ি ও চেন উপহার পাইয়াছিলেন, তাহা দিয়া হারাণবাবুর "মুখ-দেখা" হয়। ১৮৬৯ সালে নবমী পূজার দিবস, সার গুরুদাসের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিষ্ঠ হন। এম্-এ-বি-এল হইবার কিছু পরে তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করেন ও ডি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সম্প্রতি তিনি ভারত গভর্মেণ্টের ব্যবস্থা বিভাগের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ও "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

অনুকূল ভাগ্য কিরূপে সাফল্যলাভের সহায় হয়, সার গুরুদাস তাহার উদাহরণ স্বরূপ বলেন যে, বহরমপুরে এক সিভিলিয়ান জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে, হাকিমকে "ত্রিশূল" কি তাহা অপরে বুঝাইতে অসমর্থ হওয়াতে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন, "It is like the Greek letter PSI"। মফস্বল আদালতে গ্রীক বর্ণমালায় অভিজ্ঞ উকিল দেখিয়া সাহেব বিস্মিত হইলেন এবং তদবধি তিনি সার গুরুদাসকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

সার গুরুদাস বলেন যে কাহাকেও তিল মাত্র ক্লেশ দিয়াছেন এরূপ মনে হইলে, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তির খেদ অপসারণে সমর্থ হন, ততক্ষণ তাঁহাকে ছট্‌ফট্ করিতে হয়। গৌরসুন্দর চৌধুরী নামক এক জমিদার তাঁহার মক্কেল ছিলেন। সিভিলিয়ান হান্‌কি (H. Hankey) সাহেবের এজলাসে গৌরসুন্দরের এক গুরুতর মকদ্দমা হয়। হান্‌কি

ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনর হইয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ ছয়টি ঘোটক ছিল। আদালতের কার্য্য করিতে করিতে একটু অবসর পাইলেই তিনি অশ্বারোহণে inspection করিতে যাইতেন। গৌরসুন্দরের বিপক্ষ দল জাতিতে মুসলমান। তাহাদের সহিত ঐ আদালতের মুসলমান সেরেস্তাদারের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। উকিলদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করিয়া, ইনি অনেকের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হান্‌কি যখন জুরর (Juror) দিগকে উক্ত মকদ্দমার অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়গুলি বুঝাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখা গেল যে উক্ত সেরেস্তাদার, গৌরসুন্দরের অনুকূল মন্তব্যগুলির বেলা চুপ করিয়া থাকে, আর প্রতিকূল মন্তব্যগুলির বিবৃতি কালে জুরর দিগের দিকে চাহিয়া মস্তক সঞ্চালন করে। সেরেস্তাদারের মুণ্ড নাড়ায়, জুরারগণ বিপথগামী হইয়া তাঁহার মক্কেলের মুণ্ডপাত করিতে পারেন, এই ভয়ে সার গুরুদাস ঐ ব্যাপারে হাকিমের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলে, জজ তখনই সকলের সমক্ষে সেরেস্তাদারকে অপমান করেন। সেরেস্তাদারের লাঞ্ছনা দেখিয়া সার গুরুদাস ক্ষুণ্ণ হন এবং মকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াই তাঁহার ইচ্ছা হয় যে সেরেস্তাদারের নিকট গিয়া দুটা মিষ্ট কথা বলেন। কিন্তু মতি বাবু ও অন্যান্য উকিলগণ, উহাকে তোয়াজ করিতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেন। কিছুদিন পরে দুর্গাপূজার অবকাশের সময় আসিল। সার গুরুদাস মতিবাবু ও অন্যান্য বন্ধুগণকে নির্ব্বন্ধসহকারে বলিলেন যে ছুটির পূর্ব্বে ঐ সেরেস্তাদারকে একটু সান্ত্বনা না করিলে, তিনি ছুটিটা সুখে কাটাইতে পারিবেন না। বন্ধুবর্গের সম্মতি প্রাপ্তির পরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সান্ত্বনা-সুরধুনী সেরেস্তাদারের গোঁসাঐরাবতকে ভাসাইয়া দিয়াছিল।

সার গুরুদাস কখনও এক কপর্দ্দক ঋণ গ্রহণ করেন নাই এবং

নিতান্ত আত্মীয় ও বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুকেও কখনও এক পয়সা ধার দেন নাই। ঋণের কথা হইলে তিনি Hamlet নাটকের এই কয় পংক্তি আবৃত্তি করেন :—

"Neither a borrower, nor a lender be ; For loan oft loses both itself and friend, And borrowing dulls the edge of husbandry." যৌবনে কুসীদের প্রচণ্ড প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সার গুরুদাস যে শক্তি সঞ্চয় ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, সত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি তাহার মধুময় ফল ভোগ করিতেছেন। মুর্সিদাবাদের নবাব নাজিমের হঠাৎ কুড়ি হাজার টাকার প্রয়োজন হইলে, তিনি তজ্জন্য শতকরা মাসিক তিন টাকা অর্থাৎ উক্ত ঋণের জন্য মাসিক ছয় শত টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারি ফক্‌স (Fox) আসিয়া অত উচ্চ হারের সুদের কথা পাড়িয়া যখন সার গুরুদাসকে কর্জ্জ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে ছয় মাস সুদ বন্ধ থাকিলে তাহার চক্রবৃদ্ধি হইবে, তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "They are the very things that dissuade me" (এই সকল কারণ বশতঃই আমি ধার দিব না)।

মুর্সিদাবাদের নবাব নাজিম ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট যে ষোল লক্ষ টাকা পেন্সন পাইতেন, তাহা থলে বোঝাই করিয়া নগদ লইতেন। সান্ত্রী পাহারা দিয়া এই টাকার বস্তাগুলি প্রেরিত হইত। নবাবের দপ্তরখানায় জমাখরচ এই প্রকারে লিখিত হইত :—

জমা।	খরচ।
বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার খাজনা বাবদ	ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুরের দরমাহা
এত ক্রোড়, এত লক্ষ,	এত ক্রোড়, এত লক্ষ,
এত সহস্র টাকা।	এত সহস্র টাকা।

পলাশীর যুদ্ধের এক শত দশ বৎসর পরে, বঙ্গদেশের পেন্সন-ভোগী নবাব কর্ত্তৃক ইংরাজ গভর্মেণ্টকে মাহিনা দেওয়া, নাট্যশালায় আবুহোসেনের বাদশাহী স্মরণ করাইয়া দেয়। বড়লাটের মন্ত্রণাসভায়, বিজাতীয় ভাষায় কয়টা দিন নাকে কাঁদিয়া, আমাদের "মান্যবর সভ্য"-গণ, গ্লাডষ্টোন, ডিজ্‌রেলির ভূমিকা লইয়াছেন মনে করিয়া, বোধ হয় এই প্রকারের আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

অনেক দিন হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃদেবীর কাশীতে শিবস্থাপনা করিতে ও নারিকেলডাঙ্গার বাটিতে পুরাণ পাঠ দিতে বাসনা ছিল। মাতৃদেবীর বাঞ্ছাপূরণের জন্য সার গুরুদাস ১৮৭০ সালের প্রথমার্দ্ধ কাশীধামে ও কলিকাতায় অতিবাহিত করেন। "মিত্রবিলাপ"-প্রণেতা স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্, তাঁহার স্থলে বহরমপুর কলেজের আইনের লেক্‌চারার হন এবং এম্, স্মিথ নামক একজন বিলাতী গ্রাজুয়েট গণিতের অধ্যাপকতা করেন। রাজকৃষ্ণবাবু ভবিষ্যতে সরকারি অনুবাদক (Translator to the Govt. of Bengal) হইয়াছিলেন। বহুকাল হইতে সার গুরু-দাসের মাতৃদেবীর আদেশ ছিল যে ঘরে বসিয়া মাসে একশত টাকা আয়ের মূলধন জমিলেই, তাঁহাকে বিদেশ হইতে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। অবসর লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিবার সময় কলেজের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করেন, যে ঐ কয় মাস হাইকোর্টে ওকালতি করিতে পারেন কিনা? অধ্যক্ষ হ্যাণ্ড উত্তর দেন যে তাহাতে কোনও বাধা নাই। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা এট্‌কিন্‌সনের (W. S. Atkinson) সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, যে বহরমপুরে থাকিয়া শিক্ষা বিভাগের কার্য্য করিতে করিতে ওকালতি করা, আর হাইকোর্টে আসিয়া অধিক রোজগারের

লোভে শিক্ষকতা বিসর্জ্জন দিবার চেষ্টা, একেবারে বিভিন্ন জিনিষ, এবং তিনি শেষোক্ত ব্যাপারকে কোনও মতেই প্রশ্রয় দিতে পারিবেন না।

বহরমপুরে অবস্থান কালে, কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর দুর্দ্দশা দেখিবার পর, সার গুরুদাস প্রতিজ্ঞা করেন, যে কখনও নিলামে জমি বা বাড়ী কিনিবেন না। বহরমপুরে যে বাগানবাটীতে মাসিক একশত টাকা ভাড়ায় নর্ম্মাল স্কুল ছিল, সেই বাটী নিলামে বিক্রয় হইবার কালে, সার গুরুদাসের এক উকিল-বন্ধু মুহুরি মারফৎ বেনামি ডাক দিতে আরম্ভ করেন। কয়েকজন মাড়োয়ারি ডাক দিবার ইচ্ছা করিলে, উক্ত উকিল তাহাদিগকে ইসারা করিয়া নিষেধ করেন। ফলে ঐ প্রকাণ্ড বাটী মাত্র ছয় সহস্র টাকায় কথিত উকিলের করতলগত হয়। ঐ বাগান-বাটীর মালিক সার গুরুদাসের মক্কেল ছিলেন। মাটির দরে বিকাইয়াছে এই অজুহাতে, ব্যাপার আদালতে গড়াইবার উপক্রম হইলে, উক্ত উকিল কয়েক টাকা খরচা লইয়া গোলযোগ মিটাইয়া ফেলেন। অন্যায় কার্য্য করিয়া ঐ উকিলের যে প্রকার অনুশোচনা হইয়াছিল, তাহা সার গুরুদাসের স্মরণপটে আজও মুদ্রিত আছে।

১৮৭০ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহরমপুরের অন্যতম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। এই খানেই "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই সময়ে বহরমপুরে ওকালতি করিতেন। তিনি বঙ্গদর্শনের জন্য "গ্রাবুখেলা" ও "উদ্দীপনা" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় লিখিয়া, তাঁহার সুদীর্ঘ সাহিত্য-যাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করেন। ভূদেব বাবুর জামাতা স্বর্গীয় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও এই সময়ে বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ভারি অন্যমনস্ক

হইতেন। একবার শ্বশুরবাটী হইতে এক জোড়া কাপড় পাইয়া তিনি ক্রমাগত খুলিতে খুলিতে বলেন, শ্বশুর মহাশয় এবার বেজায় বড় কাপড় দিয়েচেন। তিনি মধ্যে মধ্যে আদালতে রসিকতা করিতেন। একটি আট বছরের মেয়ে অনেকগুলি মহিষ চরাইতে চরাইতে অপরের জমিতে গিয়া পড়ে, তাহাতে "Trespass" এর মোকদ্দমা হয়। তারাপদ ঐ বালিকাকে বলেন, "তুই নিশ্চয় মহিষাসুরমর্দ্দিনী"। এক স্বর্ণকার সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছিল; নাম ধাম জিজ্ঞাসার পর যখন পেসার কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন তারাপদ বলিলেন, "বল না হে, সোণাচুরি"।

"Bengal Peasant Life"-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লাল বিহারী দে এই সময়ে (১৮৭০—৭১) বহরমপুর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। Grant Hall Club নামক নব-প্রতিষ্ঠিত সভার তিনি সম্পাদক ও প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উহার সহকারী সভাপতি এবং তৎকালীন সবজজ দিগম্বর বিশ্বাস উহার সভাপতি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সভায় Indian Civilisation" সম্বন্ধে, সার গুরুদাস "Abused India vindicated" সম্বন্ধে, এবং মতিবাবু "Polygamy" সম্বন্ধে, প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে সার গুরুদাস লিখিয়াছিলেন, "If the tailor be the high priest of the regeneration ceremony of India, far be such regeneration from me and my countrymen." (ভারতের অভ্যুত্থান-যজ্ঞে যদি দর্জ্জি মহাশয়ই প্রধান ঋত্বিক হন, তবে কাজ নাই অমন উদ্ধারে)। দিগম্বর বিশ্বাস বদলি হইয়া গেলে, সার গুরুদাস প্রস্তাব করেন যে, সহকারী সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থলে সভাপতি হউন। ইহাতে লালবিহারী অত্যন্ত বিরক্ত হন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা ঢের ভাল

ইংরাজী জানেন এবং প্রেসিডেণ্ট পদে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় অধিকার। লালবিহারীর মনোভাব বঙ্কিম বুঝিতেন। সার গুরুদাস বঙ্কিমকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিলে, বঙ্কিম তাঁহাকে বলেন "ক'র্‌লেন কি ?" ইহার পরে লালবিহারী ক্লাবে আসা বন্ধ করিলে উহা উঠিয়া যায়। অল্পদিন পরে লালবিহারী হুগলী কলেজে বদলি হন।

বঙ্কিমের অবস্থানকালে রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর ডাকঘরের কার্য্যোপলক্ষে মাঝে মাঝে বহরমপুরে আসিতেন। দীনবন্ধু আসিলে হাস্যের বন্যা আসিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রথম শ্রদ্ধার ভাব ছিল না—তিনি বলিতেন "He is only a Primer-maker" (তিনি খানকতক ছেলেদের বই লিখেছেন বই ত' নয়)।

কাশীধাম ও নারিকেলডাঙ্গা হইতে বহরমপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, সার গুরুদাসের জননী তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় ফিরিবার জন্য অনুক্ষণ অনুরোধ করিতেন। এই সনির্ব্বন্ধ আদেশ অবহেলা করা ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিল। বহরমপুরের ধ্রুব আয় ত্যাগ করিয়া হাইকোর্টের অনিশ্চিত উপায়ের জন্য কতকাল বসিয়া থাকিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মনোমধ্যে অনেক দিন আলোড়ন চলিয়াছিল। মতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—যদি ফি টোপে মাছ গাঁথতে চান ত' বহরমপুরে থাকুন, আর অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে ব'সে থেকে যদি প্রকাণ্ড রুই কাতলা তুলতে চান ত' হাইকোর্টে যান। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অদৃষ্টে ছিল যে, হাইকোর্টের প্রকাণ্ড রুই ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্ত কাতলা তাঁহার ছিপে উঠিবে। তাই তাঁহার নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, পুণ্যবতী মাতৃদেবীর আদেশ তাঁহাকে সৌভাগ্য-অধিরোহণীর প্রথম সোপানে আনিয়া উপস্থিত করিল। ১৮৭২ সালের শেষভাগে তিনি তাঁহার অত্যধিক প্রিয় বহরমপুর অশ্রুপূর্ণনেত্রে ত্যাগ করিলেন।

তৎকালীন সেসন জজ গ্রে (E. Grey) তাঁহাকে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। আইনের উচ্চতম পরীক্ষা দিবার সময় তাহা কাজে আসিয়াছিল।

[পূজনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এই প্রবন্ধাবলির পাণ্ডুলিপি বা প্রূফ্ দেখাইবার অধিকার প্রাপ্ত হই নাই। লেখকের দুর্ব্বল স্মরণশক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরের ফলে, ভুল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যথাসময়ে সেগুলি সংশোধিত হইবে।]

শ্রীগৌরহরি সেন।

"মানসী" অগ্রহায়ণ ১৩২০।

স্মৃতি কথা

একদিন বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে আমি ও আমার এক বন্ধু, স্বনামধন্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভ্রাট্-সম্বন্ধে যে গুটিকতক মহামূল্য কথা বলেন, তাহা জন-সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি। তিনি বলিলেন,—“আজ-কাল সবাই কলিকালের ছেলেরই দোষ দেয়, কিন্তু ঠিক তাহা নহে। আমি অনেক সময় বাপ-মারও দোষ দিয়া থাকি। বাপ. ছেলের হিতসাধনে সদাই তৎপর বটে; মা, যাঁর উপর আর কথা চলে না, তিনি সন্তানগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেন না। ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া, যাঁহার সঙ্গতি আছে, তিনি এক private tutor রাখিয়া দিয়া মনে করিলেন, তাঁহার সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। তিনি কর্ম্মস্থল হইতে আসিয়া আমোদ-আহ্লাদে, খোসগল্পে সময় কাটান, পুত্রের লেখা-পড়ার প্রতি তাঁহার আর লক্ষ্য থাকে না। জননীরা ত প্রায়ই পুত্রের লেখা-পড়ার প্রতি নজর রাখেন না; আবার অনেকস্থলে ধাত্রী রাখিয়া তাহাদের দ্বারাই ছেলে-মেয়ের লালন পালন করাইয়া থাকেন। এমন কি, ছেলেকে দুধটুকু খাওয়ান পর্য্যন্ত দাসীতে করিয়া থাকে। তাহার ফলে এই হয় যে, দাসীরা ছেলের ক্ষুধা না থাকিলেও, জোর করিয়া সব দুধ খাওয়াইয়া দেয়; পাছে একটু পড়িয়া থাকিলে কর্ত্রীঠাকুরাণী মনে করেন, দাসী কাজে অবহেলা করিয়াছে। ছেলেপুলের মল-মূত্র পরিষ্কার করা ত অধিকাংশ স্থলেই দাসীর উপর ন্যস্ত।

কিন্তু বাল্যকালে আমরা ঠিক ইহার বিপরীত হইতে দেখিয়াছি। আমাদের বাপ-মা ছেলেদের ‘মানুষ’ করিতে জানিতেন। ছেলে

পড়িতে পড়িতে ঘুমের ঘোরে ঢুলিলে, তাঁহারা বলিতেন, 'চোখে জল দে, ঘুম ছেড়ে যাবে।' আস্তে আস্তে পড়িলে বলিতেন, 'ডেকে পড়, তা না হলে পড়ার প্রণালী দুরস্ত হবে কেন?" আজকালকার বাপ-মার শাসনে কিন্তু, যত সব 'আদুরে' ছেলে গঠিত হইতেছে। পূর্ব্বে বাপ-মা বুঝিতেন যে, নিজের ছেলেপুলেকে সবাই ভালবাসে, আদর করে; কিন্তু ছেলেপিলেকে এমনভাবে তৈয়ারি করিতে হইবে, যাহাতে দেশের সবাই তাহাদের ভালবাসে। আজকাল পিতামাতা অতিরিক্ত আদর দিয়া ছেলেপিলের মাথা একেবারে খাইয়া দিতেছেন।

পূর্ব্বে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ভক্তি ও স্নেহের বন্ধন ছিল। আজ-কাল ছাত্রেরও গুরুর প্রতি ভক্তি নাই, আর তেমন গুরুই বা কোথায়? আজকালকার শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা কেবল মুখস্থ বুলি আওড়াইয়া মনে করেন, ছাত্রদের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। Education মানে কি? মানুষের সৎ-বৃত্তিনিচয়, সম্যক বিকাশ লাভ করা—যাহার যাহা নাই, তাহাকে তাহা দেওয়াই যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁহারা তাহা বোঝেন না। বেশ মনে আছে, আমাদের সময় Cowell সাহেব পড়াইতেন। মধ্যে মধ্যে পড়াইতে পড়াইতে তিনি এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত। ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে—অন্য প্রফেসর আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তবুও তাঁহার হুঁস নাই। যেদিন তাঁহার তিনটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত ক্লাস থাকিত, সে দিন আমরা ঠিক করিয়া রাখিতাম, সাড়ে চারটা ত বাজিবেই, পাঁচটাও হইতে পারে। সাহেবের মেম একদিন সাহেবকে লইয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য গাড়ী লইয়া হাজির; তিনি সহিস্‌কে দিয়া সাহেবের নিকট 'স্লিপ' লিখিয়া পাঠাইলেন। সহিস

টেবিলের উপর কাগজের টুক্‌রাখানি রাখিল। সাহেবের সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই। তিনি পড়াইয়াই যাইতেছেন। পরে যখন সহিস আবার আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইত, তখন তিনি হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিতেন—একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেন। তাও কথা বলিবার ফুরসুত ছিল না। এমন গুরুও আজ-কাল নাই, আর তেমন ভক্ত শিষ্যও নাই। অধিকন্তু, ছাত্রগণও পরীক্ষায় যাহা দরকার, তাহা ভিন্ন আর বেশী কিছুই শিখিতে চায় না।

আজ-কাল ছেলেদের মধ্যে সংযমের বড়ই অভাব দেখা যায়। চন্দ্রনাথবাবুর "সংযম-শিক্ষা" বইখানি পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইলেও, কয়জন ছাত্র তাহা পড়িয়া থাকে? সংযম বলিতে কেবল যে ইন্দ্রিয়-দমন, তাহা ত নহে; আহারে, বিহারে, কথা-বার্ত্তায় সব বিষয়েই সংযত হওয়া দরকার। এই যে আজ-কাল ৪৫ মিনিটে (৫০?) স্কুল কলেজে ঘণ্টা হইতেছে, তাহার কি ফল হইবে, তাহা কি আমরা ভাবিয়াছি? ৪৫ মিনিটের মধ্যে ১৫ মিনিট ত নাম ডাকিতেই যায়; থাকে আধ-ঘণ্টা মাত্র। এই আধ-ঘণ্টার মধ্যে কতটুকু সময় পড়া হইতে পারে, তাহা ভুক্তভোগীরা বিশেষরূপেই জানেন, আমি আর কি বলিব? পড়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও, এর আর একটা দিক আছে। সেটা এই যে, এই নিয়মের কুফলে ছাত্রগণ সংযম হারাইতে বসিয়াছে। Experimental psychology, যাহার পরীক্ষার দ্বারা এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে, সে বিজ্ঞানশাস্ত্র যে খারাপ, তাহা আমি বলিতে চাহি না; কিন্তু তদনুযায়ী সব কাজ করিতে গেলে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। এই শাস্ত্রে বলে, একবারে ৪৫ মিনিটের বেশী ছাত্রদের পাঠে মনোযোগ থাকে না। এক ত প্রথম, তাঁহারা ঠাণ্ডা দেশে, জনকতক ছাত্র লইয়া পরীক্ষা

করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; তাহার উপর যদি এই নিয়ম অনুসারে ছাত্রদের ছাত্র-জীবন গঠিত হয়, তাহা হইলে তাহারা যখন সংসারে প্রবেশ করিবে, কেরাণী বা মুনসেফ হইবে, তখনও যে ঐ অভ্যাস তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে। ৪৫ মিনিটের বেশী তাহারা কোন কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিবে না; কিন্তু তাহা করিলে ত চলিবে না। তাহাদিগকে ১০টা হইতে অন্ততঃ ৫টা পর্য্যন্ত একবারে কাজ করিতে হইবে। তখন তাহাদিগকে এই বদ অভ্যাস ত্যাগ করিতে যে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহা বেশ ভালরকমেই বুঝা যাইতেছে। এটা bodyর একটা whim; এটাকে সংযত করিতে হইলে ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া, প্রথম হইতেই দরকার।

আর একদল লোক, ছাত্রগণের মনে এই স্বেচ্ছাচারিতার কু-বীজ রোপণ করিতেছেন। একদল দেশের নেতা, স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার দাস হইয়া পড়িয়াছেন; ছাত্রগণকেও তাঁহারা সেই-রূপভাবে গড়িয়া তুলিতেছেন। এই যে এতগুলি political case হইয়া গেল, পথভ্রষ্ট ছাত্রগণকে কত যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করিতে হইল, কিসের ফলে? শিক্ষা-বিভ্রাট্ ও স্বেচ্ছাচারিতাই তাহার মূল কারণ। আমার এই ৭২ বৎসরের experience এর ইহাই সিদ্ধান্ত। পুলিসে তোমাকে রাস্তায় একটু সরিয়া যাইতে বলিল, তুমি চোখ-মুখ রাঙ্গাইয়া তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিলে; সে কি আর তখন তোমাকে 'বাপু-বাছা' বলিয়া আদর করিবে? সেও তখন নিজমূর্ত্তি ধরিবে। সে যদি দেখে, তুমি বেশ ধীর ও শান্ত, তাহা হইলে সে নিজেই মৃদুস্বরে তোমাকে বলিবে, "বাবু, থোড়া হট্ যাও।" পুলিস বা অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত এরূপ ব্যবহার করা কি

স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত, না স্বেচ্ছাচারিতার জ্বলন্ত নিদর্শন? গীতায় বলে, তুমি যদি নিজে সংযত হও, ধীর হও, শান্ত হও, তাহা হইলে কাহাকেও তোমার ভয় করিতে হইবে না।

এই দেখ, Calcutta University Institute এর সভ্যগণ এবার garden party করিবেন। গত বৎসর, 'টাউন-হলে' উঁহারা যেরূপ অসংযমের পরিচয় দিয়াছেন, খাবার, মাটির থালা সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যেরূপ একাকার করিয়া আসিয়াছেন, তাতে মনে হয় না যে, তাঁরা একবারও ভাবিয়াছেন, কাহাদের এই সব পরিষ্কার করিতে হইবে। ইংরাজীতে ইহাকে "rowdyism" বলে। সেইজন্য এবার garden party উপলক্ষে তাঁহাদের সহিত আমি সব বিষয়ে একমত হইতে পারি নাই বলিয়া, তাঁহারা আমার উপর একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমার কথা তাঁহাদের তিক্ত লাগিতে পারে; মা যখন সন্তানকে ঔষধ খাওয়ান, মায়ের উপর ছেলের রাগ হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু মাকে ঔষধ খাওয়াইতেই হইবে।

এই Institute কত সাধু উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল, প্রতাপ মজুমদার, কালী বাঁড়ুয্যে প্রমুখ দেশের গৌরব-স্থানীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা ইহা স্থাপিত হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যুবকগণকে সৎ-শিক্ষা দেওয়া—তাহাদের চরিত্র-গঠন করা। স্কুল কলেজে এসব শিক্ষা কঠোর প্রণালীতে দেওয়া হইয়া থাকে—এখানে তাহাই ধীরে ধীরে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইবে; কিন্তু এখন সেই সাধু উদ্দেশ্য কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে! জনকতক বিলাত-ফেরত লোক ইহার ভিতর আছেন। তাঁহারা অন্য বিষয়ে যতই ভাল হউক না কেন, কিন্তু মন তাঁহাদের অনেকটা westernised হইয়া গিয়াছে। "surroundings" এর

প্রভাব হইতে তাঁহারা একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। মিঃ টি পালিতের বিষয় আপনারা বোধ হয় জানেন, বেশী করিয়া আর বলিতে হইবে না। W. C. Bonnerjeeর চাল-চলন, আদব-কায়দা সব ঠিক বিলাতী রকমের হইলেও তাঁহার মন easternই ছিল। ডাক্তার পি, কে, রায়, ডাক্তার পি, সি, রায়, ইঁহারা সব খাঁটী দেশী লোক। বিদেশভ্রমণে, বা বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়াও ইঁহাদের মন eastern—বাহ্য আচরণও আমাদের দেশের সভ্যতার অনুযায়ী; কিন্তু অধিকাংশ বিলাত-ফেরতই westernised হইয়া আসেন, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। গীতায় কতকগুলি দেশের নামোল্লেখ আছে; সেই সেই দেশে তীর্থ-ভ্রমণ ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে গেলে, ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; কারণ, সেই সেই দেশের প্রতিবেশ-প্রভাব আমাদের মনের ও কাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। দেখুন, গীতাখানি খুব ভাল করিয়া পড়িবেন; অমন ধর্ম্মপুস্তক আর নাই। এই কিছুদিন আগে একজন বিখ্যাত শিক্ষিত ইংরাজ আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই, 'বর্ত্তমান ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ফলাফল দেখিয়া আমার মনে হয়, তোমাদের আদর্শ আমাদের আদর্শ অপেক্ষা উচ্চতর।' (১)

---

(১) এই সম্বন্ধে Sir Harcourt Butler লিখিত একখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Simla

3rd April 1915.

My dear Sir Gooroodass Banerjee

I thank you very much for your kind letter. I think that you have really got all that you require for the Hindu University. I thank you very much for your far too kind remarks about my speech. I am used to kindness from you and although we do not see eye to eye on every point of education, I

ইহা কি আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা? তিনি একজন উচ্চপদস্থ শিক্ষিত ইংরাজ; তাঁহার মুখে একথা শুনিয়াও আমরা কেন পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ করিতে যাইব?

তারপর আজ-কালকার যুবকবৃন্দ পিতা-মাতার অবাধ্য হইয়া বিবাহ করিতে চায় না। Marriage-Leagueএ নাম লেখাইয়া মনে করে, দেশের ও জাতির মস্ত একটা উপকার করিলাম। ইহাও কুশিক্ষার ফল। তোমরা বড় হইয়া বিবাহ করিতে চাও; কেন না, নিজের পছন্দমত বিবাহ করিতে পারিবে। দাম্পত্যজীবনে সুখভোগ করিবে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, এখানেই তোমাদের স্বার্থ বর্ত্তমান।

যাঁহারা এদেশে এই কুশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে, কুশিক্ষার ফল হয় ত অনেকে বুঝিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা ইহার প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে একেবারেই ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা বলেন,—'আমরা নিজেরাই ইহার প্রবর্ত্তন করিয়াছি, নিজেরাই কিরূপে ইহার পরিবর্ত্তন করি?' তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না যে, দোষ মানিয়া তাহার সংশোধন করা, কতটা গৌরবের কথা। তাঁহাদের সে সৎ-সাহস নাই। মহাত্মা Gladstone কতবার নিজের মত প্রকাশ্যভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা

---

can assure you that in leaving India, I leave no one behind for whom I have a higher regard and respect than yourself. To us of the western world, the old Hindu ideal is not a very attainable thing and yet when one thinks of this terrible war and all that modern civilisation is ending in, one cannot but fall back at times on the great ideals of Hinduism of which I regard you, as the public generally regard you, as one of the great exponents in your life and thought.

Yours Sincerely
Harcourt Butler.

ইতিহাস-পাঠে অবগত আছেন। অনেকে এত দাম্ভিক, অহঙ্কারী যে, তাঁহাদের কোনপ্রকার ভ্রম হইতে পারে, একথা তাঁহারা ভাবিতেও পারেন না। Newton, Plato, Aristotle. এঁরা সব কিরূপ বিনয়ী ছিলেন, সকলেই জানেন। নিউটনই না বলিয়াছিলেন,—'I am only counting pebbles on sea-shore?' আমাদের কুশিক্ষার ফলে তেমন বিনয়ী অথচ পণ্ডিত লোক আর গড়িয়া উঠিতেছে না।

আপনাদের উপর আমি এই ভার অর্পণ করিতে চাই। আপনাদের Younger generationsদের এসব কথা বুঝাইয়া বলিবেন। আমাদের ভাইদের সৎপথে টানিয়া আনিতে হইবে। তাহাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, 'We are on the verge of a pitfall.' প্রথম প্রথম তাঁহারা রাগ করিতে পারেন; কিন্তু আমাদের তাহাতে হতাশ হইলে চলিবে না। সকলকে মিষ্ট কথায় তাহাদের দোষ দেখাইয়া দিবার অধিকার আমাদের আছে। মিষ্ট কথায়, যোগ্য অবসর বুঝিয়া, তাহাদের বুঝাইয়া দিলে, তাহারা আর রাগ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম অকৃতকার্য্য ও হইতে পারেন; তাহাতে নিরাশ হইবেন না। স্থানে স্থানে কোথাও বা একটু বল-প্রয়োগও করিতে হইবে। ঘোঁড়া খানিকটা আগাইয়া গেলে, তাহাকে যদি অন্যপথে ফিরাইতে হয়, তবে রাশ খুব জোরে টানিয়া ধরিতে হইবে। এই কথাগুলি আপনারা বাড়ীতে গিয়া চিন্তা করিবেন এবং যাহাতে এই অনুসারে কিছু কাজ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন। আমার আর বেশী কিছু বলিবার নাই।"

তাঁহার মুখে এই সব কথা শুনিতে শুনিতে আমরা এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, কর্ম্মস্থলে যাইবার বিলম্ব হইতেছে, ইহা

ক্ষণেকের জন্যও আমাদের মনে হয় নাই। সেই মহাপুরুষের চরণধুলি লইয়া ধন্য হইয়া, তাঁহার উপদেশামৃত ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
(সাপ্তাহিক মর্ম্মবাণী ২০শে আশ্বিন ১৩২২)

সার গুরুদাসের নির্ম্মল ও পবিত্র চরিত্র অর্দ্ধশতাব্দীকাল ভারতবাসীর আদর্শ ছিল এবং আশা করি, চিরদিন দেশবাসীর আদর্শ হইয়া থাকিবে। সার গুরুদাস যথার্থ হিন্দু ছিলেন। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম, সংস্কার, ও আচারে তাঁহার নিষ্ঠা যেমন আন্তরিক ছিল, তাঁহার ন্যায়পরতা এবং সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতি উদারতাও তেমনই অসীম ছিল। ধনী ও দরিদ্রে তিনি প্রভেদ করিতেন না। সকলকেই তিনি সমদৃষ্টিতে দেখিতেন।

সার গুরুদাসের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যানুরাগ যেমন গভীর ছিল, তাঁহার বিনয় ও সৌজন্যও সেইরূপ অকৃত্রিম ছিল। তিনি অতি অমায়িক ও মিষ্টভাষী ছিলেন। সেইজন্য তিনি অজাতশত্রু ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিনয় ও দীনতার মধ্যে ব্রাহ্মণের তেজ নিহিত ছিল। তিনি কুসুমাপেক্ষা কোমল হইলেও বজ্রাপেক্ষা কঠিন হইতে পারিতেন। যাহা তিনি অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিতেন, অকুণ্ঠিত চিত্তে এবং ওজস্বিতার সহিত তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে কখনও বিরত হন নাই।

সার গুরুদাসের সরল, নিষ্কলঙ্ক, ও পবিত্র জীবন আমাদিগকে পুরাণ-কথিত সত্যযুগের ঋষিগণের কথা স্মরণ করাইয়া দিত।

সার গুরুদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত নানাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে সার গুরুদাস সম্বন্ধে কয়েকটি ব্যক্তিগত কথার উল্লেখ করিব।

যখন আমাদের বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র, তখন সার গুরুদাসের নাম আমরা প্রথম শুনি। তখন আমরা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ সবডিবিসনে ইংরাজী স্কুলে পড়ি। সেই বৎসর প্রথম আমাদিগের ইংরাজী পাটীগণিত শিক্ষা আরম্ভ হয়। যে পুস্তকখানি আমাদিগকে ক্রয় করিতে বলা হয়, সে পুস্তকখানি আমাদের ছিল না। আমাদের অগ্রজ জ্যেষ্ঠতাতপুত্র কলিকাতা হইতে লিখিলেন একখানি ভাল ইংরাজী পাটীগণিত তিনি পাঠাইতেছেন! বুক পোষ্টে সার গুরুদাসের ইংরাজী পাটীগণিত পাইলাম। সেইখানি লইয়া আমরা স্কুলে গেলাম। সহপাঠিগণ বলিল "এ বই চলিবে না" এবং শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে উপস্থিত হইলে সকলে দেখাইয়া দিল যে, যে বই কিনিতে বলা হইয়াছিল, তাহা আমরা না কিনিয়া অপর এক গ্রন্থকারের পাটীগণিত লইয়া আসিয়াছি। শিক্ষক মহাশয় গ্রন্থখানি দেখিয়া বলিলেন, ইহা অতি উত্তম গ্রন্থ। ইহার প্রণেতা হাইকোর্টের বিচারপতি ডাক্তার 'গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।'—এবং সংক্ষেপে গুরুদাসের চরিত কথা বলিলেন। সেইদিন আমাদের মনে আছে, আমাদের মনে বেশ একটু গর্ব্ব উপস্থিত হইয়াছিল যে অপর সহপাঠীদের চেয়ে আমাদের বইখানি ভাল,—আমাদের বই হাইকোর্টের জজের লেখা।

আর একদিন মনে পড়ে একটি বালকপাঠ্য মাসিক পত্রে সার গুরুদাসের একটি সচিত্র ও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পড়িয়া আমাদের

মনে তাঁহার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে সার গুরুদাসের অসাধারণ মাতৃ-ভক্তির কথা বিশিষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে আমাদের একজন সহপাঠী আমাদের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া নারিকেলডাঙ্গা স্কুলে প্রবিষ্ট হন। সেই সহপাঠীর সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশী ছিল এবং এখন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। বাল্যকালে তাঁহার পাঠে তেমন মনোযোগ ছিল না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন কিনা, এরূপ আশঙ্কাও মধ্যে মধ্যে আমাদের মনে উদিত হইত। নারিকেলডাঙ্গা স্কুলে ভর্ত্তি হইবার পরেও তিনি সুবিধা পাইলেই আমাদের সহিত দেখা করিতেন। পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে প্রতি রবিবারে, বিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, গুরুদাস বাবুর আলয়ে তাঁহাদিগকে যাইতে হয়, তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে গণিত শিক্ষা দেন। তখনও গুরুদাস বাবু হাইকোর্টের বিচারপতি। নানাবিধ অনুষ্ঠান সভা সমিতিতে তাঁহাকে যোগদান করিতে হয়। সপ্তাহের মধ্যে একদিন—রবিবার—দ্বিপ্রহরে—তাঁহার একটু অবসর। সেই বিরলপ্রাপ্ত অবসরের কয়েক ঘণ্টা তিনি নারিকেলডাঙ্গা স্কুলের প্রথম শ্রেণীর তিনটি ছাত্রের জন্য ব্যয় করিতে প্রস্তুত। অনেকেই ত শিক্ষাবিস্তারের জন্য লম্বা চওড়া বক্তৃতা করেন, কিন্তু বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য এরূপ আন্তরিক চেষ্টা কেহ দেখিয়াছেন কি? সেই প্রথমবার নারিকেলডাঙ্গা স্কুল হইতে তিন জন ছাত্রের মধ্যে দুইজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সার গুরুদাসের তৃতীয় পুত্র পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়

হয়। একবার উপেন্দ্রবাবু আমাদিগকে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। আমরা প্রাতঃকাল হইতে তাঁহার বাটীতে গমন করিয়া মহা আনন্দে কালাতিপাত করি। মধ্যাহ্নে আহারের সময়ে পুরাতন বাটী হইতে সার গুরুদাস অতি সামান্য বেশে ও খড়ম পায়ে দিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাদিগকে তাঁহার নিতান্ত আপনার লোকের ন্যায় জ্ঞান করিয়া এমন স্নেহের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যে আমরা তাঁহার অমায়িক ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাঁহার একপুত্র কয়েকজন অফিসের বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহাদের যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন, ইহাতেও যেন অতিথির প্রতি গৃহস্বামীর কর্ত্তব্যপালন হইল না, এই মনে করিয়া সার গুরুদাস স্বয়ং আমাদের আদর আপ্যায়ন করিতে আসিলেন। আমরা তাঁহার সৌজন্যে ও আন্তরিক স্নেহে যথার্থই মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে আমাদের পিতামহ 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইংরাজী জীবনচরিত প্রকাশিত হইলে, উক্ত পুস্তকের একখণ্ড আমরা সার গুরুদাসকে উপহার দিতে যাই। পিতামহদেব অতি অল্প বয়সে, ইহলোক পরিত্যাগ করেন এবং সমসাময়িক সমাজে তাঁহার প্রতিভা অনন্যসাধারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, নবীন যুগের অনেকেই তাঁহার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সার গুরুদাস পুস্তকখানি পাইয়াই অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন "বাল্যকালে আমরা গিরিশবাবুকে দেশের শিক্ষিত সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা বলিয়া জানিতাম। (১)

---

(১) সার গুরুদাস আমাদিগকে একখানি উৎসাহপূর্ণ পত্রেও লিখিয়াছিলেন;—

এবং তাঁহার ন্যায় ইংরাজী ভাষায় অনর্গল ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিতে কাহাকেও শুনি নাই। তাঁহার প্রণীত রামদুলাল দের ইংরাজী জীবনচরিত আমার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তাঁহার চরিত্রও অতি পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক ছিল।” আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কি কখনও তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন?” তিনি বলিলেন “আমরা পাঠ্যাবস্থায় সাধারণ সভাসমিতিতে বড় একটা যাইতাম না। যখন আমরা এম্, এ পড়ি, সেই সময়ে আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্যারীচরণ সরকার মহাশয় বাঙ্গালা দেশে একটী মাদকতা নিবারণী সভা Bengal Temperance Association প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ গৃহে একটি বিরাট সভা আহূত হয়। বিখ্যাত আমেরিক্যান মিশনরি রেভারেণ্ড সি. এইচ, এ, ডল এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন এবং আরও অনেক সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও য়ুরোপীয় ব্যক্তি এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। প্যারী বাবুর অনুষ্ঠান বলিয়া আমরা সকলে সেই সভায় বক্তৃতা শুনিতে যাই। গিরিশ বাবু এই সভায় যখন বক্তৃতা করেন তখন আমাদের মনে হইল কোন ইংরাজ বাগ্মী বক্তৃতা করিতেছেন। কেশবচন্দ্রও বাগ্মীতার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন, কিন্তু আমরা সেদিন সকলে একমত হইয়া স্থির করিয়াছিলাম যে সেদিন গিরিশবাবুর বক্তৃতাটিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছিল। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, গিরিশবাবুর সেই বক্তৃতাটির একটী লাইন আমার কর্ণে এখনও যেন ঝঙ্কৃত হইতেছে।” সে

"You have done well in presenting to the public an account of the life and writings of that distinguished scholar and journalist, who was one of the recognised leaders of educated Bengalee society and who was loved and respected by all his countrymen. Your book will, I am sure, be read with interest by everyone who has the welfare of Bengal at heart."

লাইনটি সার গুরুদাস আমাদের নিকট আবৃত্তি করিলেন, তাহার ভাবার্থ 'অনেকে ঔষধ বলিয়া এক বিন্দু মদ্য শয়নকালে পান করিতে আরম্ভ করে, পরে সেই এক বিন্দু ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া মানুষকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়।' সার গুরুদাস বলেন, "পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে সুরে গিরিশচন্দ্র "এক বিন্দু"—এই শব্দ দুইটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমার এখনও স্মরণ আছে।' আমরা পিতা-মহদেবের রচনা ও বক্তৃতাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিতেছি শুনিয়া তিনি বলিলেন "যেরূপে হউক উক্ত বক্তৃতাটি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন।" সেকালে তেমন রিপোর্টার ছিল না, এবং পিতামহদেব কখনও বক্তৃতা লিখিয়া লইয়া গিয়া পাঠ করিতেন না, সুতরাং আমরা অনেক চেষ্টাতেও বক্তৃতাটি উদ্ধার করিতে পারি নাই। কিন্তু ঐ সময়ে 'বেঙ্গলি' পত্রে একটি সম্পাদকীয় সন্দর্ভে পিতামহদেব ঐ সভার কার্য্য সম্বন্ধে উক্ত মর্ম্মে অনেক কথা বলিয়া-ছিলেন। সন্দর্ভটি তাঁহার অন্যান্য রচনার সহিত আমরা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করি। সার গুরুদাস এই গ্রন্থ (Selections from the writings of Girish Chander Ghosh, the founder and the first Editor of the *Hindu Patriot* and the *Bengalee.*) পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন এবং আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া লিখিয়াছিলেন "You have done good service to Anglo Indian literature and to educated Indians by rescuing from oblivion and placing within easy reach the valuable writings of your worthy grand-father, valuable as much for the variety of important matter they deal with, as for the beauty of the forcible diction in which they are couched."

ইহার পর নানা সভা সমিতিতে গুরুদাস বাবুকে দেখিয়াছি এবং তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

বৎসর দুই পূর্ব্বে আমি তাঁহার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। সেইদিন মদ্বিরচিত "মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" নামক চরিতপুস্তক একখণ্ড তাঁহাকে উপহার দিই। তিনি বলেন, জীবন-চরিতবিষয়ক পুস্তক যত প্রকাশিত হয় ততই ভাল। পরে উহার চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্র দিয়াছেন দেখিতেছি।" আমরা বলিলাম "আজ্ঞা হাঁ। জীবনচরিতের ত এদেশে তেমন আদর হয় না, চিত্রগুলির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যদি কেহ এই বই পড়ে, সেই আশায় কতকগুলি চিত্র দিয়াছি।" আমরা অন্য কাহারও জীবনচরিত লিখিতেছি কি না জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিলাম যে আমাদের এই ইচ্ছা যে বাঙ্গালার বিগতযুগের বিস্মৃতকীর্ত্তি স্বদেশ সেবকগণের চরিত্রকথা সঙ্কলন করি, কিন্তু শক্তি ও সময়ের অভাবে আমাদের সে ইচ্ছা ফলবতী হইতেছে না। মাসিক পত্রাদিতে জীবনচরিত বিষয়ক কি কি প্রস্তাব লিখিয়াছি সে সংবাদ লইয়া সার গুরুদাস বলিলেন যে "আপনি যে অসার নাটক উপান্যাসাদি না লিখিয়া এই সকল বিষয় লিখিতেছেন, ইহা আনন্দের বিষয়।" আমরা বলিলাম "কিন্তু এদেশে জীবন-চরিত সঙ্কলন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। আমাদের দেশে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণেরও ডায়েরী ও চিঠিপত্র কিছুই পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় কিরূপে আমরা তাঁহাদিগের কথা ভাল করিয়া জানিতে পারিব? যদি আপনাদের ন্যায় প্রবীনব্যক্তিগণ সেকালের স্মৃতিকথা বিবৃত করেন তাহা হইলে আমরা সেকালের ব্যক্তিগণের কথা জানিতে পারি। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় "পুরাতন প্রসঙ্গে" যে সকল স্মৃতিকথা বিবৃত করিয়াছেন

তাহাতে সেকালের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার স্মৃতিকথা "মানসী" তে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বন্ধ করিলেন কেন?" বিনয়ের অবতার সার গুরুদাস বলিলেন, "দেখুন, স্মৃতিকথা বলিতে গেলেই নিজের কথাও আসিয়া পড়ে। নিজের কথা বলিলে উহা অনেকস্থলে আত্মপ্রশংসার ন্যায় শুনায়। সেইজন্য আমি স্মৃতিকথা প্রকাশিত করিতে নিষেধ করি।" পরে এই বিষয়ে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল। আমরা বলিলাম যে অন্য কেহ বলিলে সাধারণে মনে করিতে পারে যে তিনি আত্মপ্রশংসা করিতেছেন, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালা দেশ আপনার চরিত্র কিরূপ, তাহা বিলক্ষণ জানে, বাঙ্গালী যে মনে করিবে আপনি আত্ম-ঘোষণা করিতেছেন, এরূপ অনুমান করিয়া আপনি দেশবাসীর শ্রদ্ধাবুদ্ধির উপর অন্যায় কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন। আপনার মুখেই এই মাত্র শুনিলাম সেকালের মনীষি ও স্বদেশসেবকগণের কথা এ যুগের লোকে বিস্মৃত হইতেছে। এ দোষ কি নবীন যুগের ব্যক্তিগণেরই। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু যথার্থ ই মনে হয় যে আপনারাও আপনাদের কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করিতেছেন। আপনারা বিগতযুগের যে সকল অসাধারণ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, আপনাদের পুত্রপৌত্রগণ তাঁহাদের কথা আপনাদের মুখে শুনিবে না ত কোথায় শুনিবে? আপনারা যাহা বলিবেন, সমগ্র বঙ্গদেশ উদ্গ্রীব হইয়া তাহা শুনিবে এবং অতীতযুগের মহাপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব আপনাদের কথাতেই জাগ্রত হইবে।" সার গুরুদাস কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "আপনি যে কথা বলিতেছেন, তাহা ঠিক, এ বিষয়ে আমি আরও একটু ভাবিয়া দেখিব।"

ইহার কিছুদিন পরে আমরা সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের জীবনচরিতের উপকরণাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করি। সার গুরুদাসকে তৎসম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা বিবৃত করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি একদিন আমাদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন। আমরা তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিয়া আনি। অবসরাভাববশতঃ এবং শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এ পর্য্যন্ত আমরা সে উপকরণগুলির সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই।

যে দিন সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সম্বন্ধে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিতে যাই, সেই দিন প্রসঙ্গক্রমে সার গুরুদাসকে বলি "কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিবার জন্য আমাদের একজন বন্ধু আমাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার একখানিও উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত নাই। অধিকদিন তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু ইহার মধ্যেই, শুনা যায়, তাঁহার জীবনচরিতের উপকরণাদি বিনষ্ট হইয়াছে।" সার গুরুদাস বলিলেন "আপনি যদি হেমবাবুর জীবনচরিত লিখেন ত বড় ভাল হয়। তাঁহার ন্যায় উদার প্রকৃতির ব্যক্তি আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। আপনি যদি লিখেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানি তাহা আপনাকে কালক্রমানুসারে বলিতে পারি।" (১)

---

(১) কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি পিতৃদেবের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিম্নে উদ্ধৃত পত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা Sir Alexander Pedler মহাশয়ের পত্র খানিও উদ্ধৃত হইল। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত একখানি পত্র ও উদ্ধৃত হইল।

আমরা যে সহস্র অক্ষমতাসত্ত্বেও হেমচন্দ্রের জীবন ও কার্য্যের আলোচনা করিতে সাহসী হইয়াছি তাহার মূলে সার গুরুদাসের ন্যায় মহাপুরুষের উৎসাহ ও শুভ ইচ্ছা ছিল, এ কথা আমরা কখনও বিস্মৃত হইব না।

স্থির হইয়াছিল, গতবৎসর বড়দিনের ছুটীতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা বিবৃত করিবেন। সার গুরুদাস বলিয়াছিলেন যে তিনি গবর্ণমেণ্টের পেন্সনভোগী সুতরাং তিনি কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করিতে পারেন না। সুতরাং ঐ সময়েই তাঁহার যথেষ্ট অবসর। আমরা বড়দিনের ছুটীর মধ্যে একদিন প্রাতে ৮টার সময় তাঁহার নিকটে যাই। সার গুরুদাস বোধ হয় তখন

Office of the Director of Public Instruction
Darjeeling 5-11-99.

Dear Dr. Gooroodass Banerjee

You are probably well acquainted with the works of Babu Hem Chandra Banerjee late Senior Government Pleader of the High Court. He is stated to be a Bengali Poet of great merit and to be now blind and in straitened circumstances. Do you consider his services to Literature have been sufficiently great to justify Government in departing from its usual rule and to take into consideration the possibility of conferring some pecuniary recompense on him for his work ?

Yours Sincerely
Alex Pedler.

Narikeldanga
9th November 1899

Dear Mr. Pedler

I received yesterday your letter of the 5th instant in which you have done me the honour of asking my opinion as to whether Babu Hem Chandra Banerjee's services to Literature have been "sufficiently great" to deserve any pecuniary recompense.

In reply I beg to state that Babu Hem Chandra Banerjee is considered the greatest living poet of Bengal. His poetry is of a very high order of merit, being adorned alike with the gorgeous magnificence of the east and the sombre grandeur of the west; and it has enriched our literature with some of the noblest products of eastern and western culture. Considering his eminent services to literature, and considering the physical affection which he, like

পূজা করিতেছিলেন। সাড়ে আট কি নয়টার সময় তিনি বাহিরে আসিলেন এবং আমাকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে বলিলেন, "দেখুন, গত কল্য সন্ধ্যার সময় য়ুনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে একটা সভা ছিল। সভার কার্য্যশেষে বাটী ফিরিতেছি, তখন কংগ্রেসের একজন মান্দ্রাজী প্রতিনিধি আমার হাতে একখানি পত্র দিলেন। বাটী ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি দশটার সময় পত্র পাঠ করিয়া দেখিলাম এবারকার কংগ্রেসের অধিনায়িকা মিসেস আনি বেশান্ত আমার সহিত অদ্য প্রাতে দেখা হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া সেই রাত্রিতেই সংবাদ দিতে বলিয়াছেন। আনি বেশান্ত যেখানে আছেন, আমার লোক চিনে না, বিশেষতঃ অত রাত্রিতে কাহাকে

England's great epic poet, is suffering from and which has compelled him to retire from his profession it would be a most gracious act on the part of Government to confer on him some pecuniary recompense for his work and one that will be highly appreciated and gratefully acknowledged by the whole country.

Yours Sincerely
Gooroodass Banerjee.

Beneras City.

মহাশয় তাঃ ২১শে ভাদ্র ১৩০৬।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত আপনার প্রেরিত সাহায্য ১০০ একশত টাকা গ্রহণ করিলাম। অধিক আর কি লিখিব।

আপনার

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ চ। আমি কেবল অতিকষ্টে আপনার নামটি দস্তখত করিতে পারি। ইহা ভিন্ন আর কিছুই লিখিতে পড়িতে পারি না। অন্যের দ্বারা পত্র লিখাইলাম ক্ষমা করিবেন।

কষ্ট দিব? অদ্য প্রাতে পত্রের উত্তর হীরেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছি। হয়ত মিসেস বেশান্ত আসিয়া পড়িতে পারেন। তিনি আসিয়া পড়িলে আপনার কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে। যাহা হউক আপনি আমার স্মৃতিকথা লিখিয়া লউন।”

অতঃপর সার গুরুদাস কিয়ৎক্ষণ তাঁহার স্মৃতিকথা বিবৃত করিলেন। আমরা তাহা লিখিয়া লইলাম। এই সময়ে বাহিরে হঠাৎ কোলাহল ও “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি উত্থিত হইল। আমরা বুঝিলাম মিসেস বেসান্ত আসিয়াছেন। সার গুরুদাস সেই সামান্যবেশে খড়ম পায়ে দিয়া নীচে গেলেন। মিসেস বেশান্ত একটি লালপাড় গরদের সাটী পরিয়া অসিয়াছিলেন। মোটর হইতে অবতরণ করিয়া তিনি সার গুরুদাসকে নমস্কার করিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে উপরে আসিলেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বেশান্তকে কখনও দেখি নাই। তাঁহাকে নমস্কার করিলে তিনি প্রতিনমস্কার করিয়া সার গুরুদাসের দিকে চাহিলেন। সার গুরুদাস বলিলেন “ইনি আমার একজন বন্ধু! ইনি বাঙ্গালার জাতীয় কবি হেমচন্দ্রের একটি জীবনচরিত লিখিতেছেন এবং সেইজন্য হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা লিখিয়া লইতে আসিয়াছেন।” মিসেস বেশান্ত বোধ হয় একঘণ্টাকাল সার গুরুদাসের সহিত হিন্দুর জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কথোপকথন করিলেন। তাঁহার একটি কথা আমাদের বেশ মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন “সার গুরুদাস, ভারতবর্ষে আর কেহই নাই, যিনি এ সম্বন্ধে আমাকে আপনার ন্যায় সদুপদেশ দিতে পারিবেন।” মিসেস বেশান্ত চলিয়া যাইবার পর আবার সার গুরুদাস তাঁহার স্মৃতিকথা বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। আবার মধ্যে একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হওয়ায় কিছু সময় নষ্ট হইল। বেলা প্রায় বারটা বাজিল। দুইবার দুইজন লোক

আসিয়া সার গুরুদাসকে স্মরণ করাইয়া দিয়া গেল তাঁহার স্নানাহারের সময় হইয়াছে। আমরা বারম্বার তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম "আগামী কল্য অবশিষ্ট অংশ লিখিয়া লইব, অদ্য আপনার বিলম্ব হইতেছে, স্নানাহার করুন।" তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন "বিলম্বে আমার কোন কষ্টই হইবে না। আপনার আবার কাল এতদূর আসিতে অনেক কষ্ট হইবে। বেলা ১২॥ টার সময় তাঁহার নিকট সেদিন বিদায় গ্রহণ করি।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।
M A., F.S.S, F.R.E.S.
(প্রবাহিনী ১৩২৫ মাঘ)

Copy of notes left by Sir Gooroodass Banerjee about the events of his own life.

Born on 26th January 1844 at Narikeldanga in the suburbs of Calcutta. His father Babu Ram Chandra Banerjee died when he was about 3 years old, and he received his early training from his mother.

He finished his school education in the Hare School, then known as the Colootola Branch School, where he won the first prize at all the class Examinations from the 5th class upwards.

He passed the Entrance Examination of the Calcutta University in the First Division from that School in January 1860, obtained a Junior Scholarship and entered the Presidency College.

From the Presidency College he passed the First Examination in Arts in the First Division in 1862 and obtained a Senior Scholarship, and he passed the B. A. Examination in the First Division in 1864 and obtained the Burdwan Scholarship, heading the list of the successful candidates at both those Examinations.

In 1865 he passed the M. A. Examination with First Class Honours in Mathematics and was the gold medalist of his year in that subject.

He stood first in the First Division at the B. L. Examination of 1866 and got the University gold medal. He was enrolled as a Vakil of the Calcutta High Court in the same year.

In 1865 just after obtaining the M. A. degree he was appointed temporarily for one year as an Assistant Lecturer in Mathematics in the Presidency College.

In January 1866 he was appointed Professor of Mathematics in the General Assembly's Institution (now the Scottish Churches College). He resigned that post in May 1866 on being appointed Law Lecturer and Lecturer in Mathematics in the Berhampore College.

In 1868 he competed unsuccessfully for the Premchand Roychand Scolarship but Mr. Sutcliffe Registrar of the University and one of the Examiners wrote to him saying, "you have acquitted yourself very creditably, and therefore although not successful you have nothing to regret."

He remained at Berhampore practising also as a pleader in the courts there and was legal advisor of the Nawab Nazim of Bengal and of many of the large land-holders of the district till 1872, when he left Berhampore to practise as a Vakil in the Calcutta High Court.

When he left Berhampore, Mr. Hand the Principal of the Berhampore College speaking of him said ;—

"The Annual Reports, extracts from which I have furnished him with, shew the marked success of his teaching ; and in the interests of the Institution I much regret that circumstances have induced him to give up

duties that for above six years he has so faithfully and efficiently discharged."

And the District Judge Mr. E. Grey gave him a certificate in which he said, "Babu Gooroodas Banerjee has been a pleader in my court for the period during which I have held the office of Judge of this district (nearly four years). During that time he has invariably conducted his duties in a thoroughly efficient manner and I consider that the court will be a great loser by his departure."

He obtained the Degree of Doctor in Law in 1877. He was appointed Tagore Professor of Law in 1878, the subject of his lectures being the Hindu Law of marriage and stridhana. He was appointed a Fellow of the Calcutta University in 1879, and an Honorary Presidency Magistrate of Calcutta in 1886. He was elected a commissioner of the Suburban Municipality in 1886. In 1885 he was appointed a member of the commission to determine the boundaries of Calcutta. He was appointed a member of the Bengal Legislative Council in 1887. Along with Babu Kalinath Mitra, he unsuccessfully opposed several of the stringent provisions of the Calcutta Municipal Bill and Sir Steuart Bayley, Lieutenant Governor of Bengal in summing up the debate when finally putting the Bill before the Council spoke of the opposition in these words :—

"Before I sit down I trust I may be permitted to bear testimony to the indomitable perseverance and unfailing courtesy with which the losing side have fought their uphill battle." (Proceedings of the Bengal Council for 1888 p. 458.)

He was appointed a Judge of the High Court in 1888.

He was elected a member of the Syndicate of the Calcutta University in 1886 and in the four succeeding years.

In 1890 he was appointed Vice Chancellor of the Calcutta University. This was the first appointment of an Indian as Vice Chancellor of an Indian University and Lord Lansdowne in his convocation speech in 1890 spoke of the appointment in the following terms :—

"There was however a special reason why I was particularly anxious to attend this convocation. I desired to offer my congratulations to the newly appointed Vice-Chancellor of the University on his accession to the honourable office. He enters upon it with the goodwill of his fellow citizens, of the country and of the Government of India. I do not believe that any more suitable selection could have been made. As a member of the University conspicuous among his contemporaries during his career as a student, as a man of cultivated taste and scholarly attainments, as a distinguished ornament of the Judicial Bench, and as a gentleman occupying an honourable position in the community which is most largely represented amongst the members of the Calcutta University he is admirably qualified to take a leading part in its affairs. It has been very gratifying to me, as indeed it must have been, to observe the manner in which his appointment has been received. I have been long enough in this

country to become aware that in such cases it is not always easy to please everyone, but as far as I have been able to discover, no discordant note has marred the general expression of approval with which Mr. Justice Banerjee's nomination to the Vice-Chancellorship has been hailed." (Minutes of the University for 1889-90 pp. 291-2.)

In 1892 he was re-appointed Vice-Chancellor and the Chancellor announced the re-appointment in the following words :—

"I have to congratulate the members of the University upon the fact that the Honourable Dr. Gooroodas Banerjee has been good enough to accept re-appointment as Vice-Chancellor. He has during the past two years discharged the duties of his office with tact and judgment and in a manner which has secured to him the confidence of the University. We are, I think extremely fortunate in having prevailed upon him to accept re-appointment." (Minutes for 1891-92 p. 248.)

In his reply to the farewell address presented to Lord Lansdowne His Excellency again spoke of that appointment as follows :—

"It was a source of satisfaction to me to be able to appoint to the Vice-Chancellorship the learned Judge of whose mention is made in your address, and whose eloquent words spoken in my own language, but inspired by the literature and sentiment of his own country made a lasting impression on my mind. The University has I think every occasion to congratulate itself upon the fact that such men as the learned

Judge and his distinguished successors are found ready to undertake the delicate and difficult duties of the Vice-Chancellor in addition to their ordinary official works." (Minutes for 1893-4 p. 303.)

Among the beneficial measures introduced into the University at his instance may be mentioned three :—

(1) The issuing of express direction to Examiners that the papers set should be such as can reasonably be expected to be answered within the time allowed, and that the question in each subject should be fairly distributed over the whole course in the subject. (See minutes for 1888-89, pp. 43-44.) This is now embodied in para. 5 of chapter XXV of the Regulations.

(2) The system of re-examination of answer papers of candidates who are found to have failed in one subject only, with a view to guard against any possible inaccuracy. This system was first adopted at his suggestion. (See minutes for 1889-90 p. 321,) and it is now embodied in the Regulations, chapter XXV para. 7.

(3) The election of Fellows by graduates.

This privilege of electing fellows was first accorded to graduates of the Calcutta University by Lord Lansdowne on his representation as Vice-Chancellor. (See minutes for 1890-1 pp. 336-7) and it is now embodied in section 4 and 6 of the Indian Universities act (VIII of 1904.)

He was appointed a member of the Indian Universities Commission in 1902. He signed the report of the Commission subject to a note of dissent. The Hon'ble Mr. (now Sir Thomas) Raleigh, Legal member of the

Viceroy's council in introducing the Indian Universities Bill spoke of his co-operation as follows :—

"My hon'ble and learned colleague, Mr. Justice Banerjee whose co-operation I shall always remember with gratitude and pleasure signed the Report subject to a note of dissent on certain specified points." And later, in the course of the debate on the Bill, he said, "When I came to discuss the matter with my hon'ble colleague Dr. Gooroodas Banerji, it seemed to us undersirable to break so suddenly and so completely with the past. We set ourselves to discover whether it should not be possible to keep to the original Acts of Incorporation with such traditions and sentiments as had gathered round them and to provide for the constitutional changes that appeared to us to be required by means of a general amending act." And it was on these lines that the Indian Universities Act of 1904 has been framed.

On several points the views expressed in the note of dissent above referred to have been adopted in the Indian Universities Act and in the Regulations of the Calcutta University. Of these the following may be mentioned here :—

(1) The retention of second-grade Colleges.

(2) The retention of independent Law Colleges.

(3) The vesting of powers in the Senate to deal with the question of disaffiliation of Colleges.

(4) The vesting of powers in the Senate to make rules for recognition of Schools.

(5) The exclusion of teachers for appointment as paper-setters in the subjects they teach.

He has been the President of the Board of Studies in Mathematics, Sanskrit, Sanskritic Languages and Teaching.

He was President of the Central Text Book Committee for several years. During his tenure of office he framed a body of rules for the transaction of business and for the guidance of authors of school text books.

In 1904 he resigned his office as a Judge of the High Court. At the time of his retirement the Vakils of the High Court presented him a farewell address and Mr. J. T. Woodroffe, the Advocate General of Bengal on behalf of the Bar gave expression to sentiments similar to those embodied in the address of the Vakils. On his retirement the Viceroy (Lord Curzon) wrote him a letter referring to his services in very appreciative terms.

In June 1904 he received his knighthood.

In 1908, the Calcutta University conferred on him the honourary degree of Doctor of Philosophy.

He has been a member of the Indian Association for the cultivation of Science since its foundation, and has been one of its Vice-Presidents for the last ten years.

He has been a member of the Calcutta University Institute since its foundation and he has been for more than ten years the President of its Literary section.

He is a member of the Bharat Dharma Mandal which has conferred on him the title of *Bharatbhusan*.

He is a member of various other literary and philanthropic societies.

He is the author of the following works :—

(1) Hindu Law of Marriage and Stridhana, (Tagore Law Lectures for 1878.) referred to in many cases by the High Court and the Privy Council and it is included by Sir W. Markby in the list of authorities in his article on Hindu Law in the Encyclopœdia Britannica and is recommended as a text book for the M. L. Examination.

(2) A few Thoughts on Education. Recommended as a text-book for the B. T. and L. T. Examinations.

(3) Elements of Arithmetic.

(4) Elementary Geometry according to modern method. (These two books are referred to in a note by the present Vice-Chancellor of the University Sir Ashutosh Mukherjee Kt. as having facilitated a rational study of Mathematics. (see Minutes for 1908 p. 127.)

(5) A note on the Devanagri Alphabet.

(6) Siksha in Bengali.

(7) Jnan-o-karma in Bengali.

Member of the Committee appointed by the Government of Bengal in June 1885 to consider and report on the subject of amalgamating the Town of Calcutta with the urban portions of the suburbs under one system of Municipal Government.

In the Resolution of the Government of Bengal dated 20th June 1885 it was stated that the Lieutenant Governor had no hesitation in definitely accepting the principle of amalgamation and the concluding portion of the resolution ran as follows :—

"Among the chief points to be determined by the Committee now appointed will be the boundary of the new Metropolitan Municipality, and the arrangements to be made for the Municipal Government of those portions of the suburbs which it may be determined not to include within it. Much attention will also have to be given to the constitution of the new municipality.

*　　*　　*　　*　　*

The Committee will include among its members the Chairman of the Calcutta Corporation, whose local experience will greatly assist its deliberations, and the Magistrate of the 24 Parganas, whose charge is intimately concerned in the amalgamation. Two well-known non-official gentlemen Babu Kallynath Mitter and Dr. Gooroodass Banerjee, who, it has been ascertained, are willing to serve, will be appointed to represent the

interests of the public, resident within the area affected; and the whole will be presided over by the Hon'ble H. J. Reynolds C. S. I. whose name is a guarantee of the impartiality, judgment, and thoroughness that are requisite for the conduct of so difficult and complex an enquiry."

The report of the Committee was signed by Messrs H. J. Reynolds, H. L. Harrison (Chairman Calcutta Corporation) A. W. Paul (Magistrate 24 Parganas) and Kallynath Mitter and the first para of this report stated "One of our colleagues, who finds himself unable to concur in our recommendations, has recorded a separate Minute."

This Minute signed by Dr. Gooroodass Banerjee is appended to the report and the first paragraph of the Minute runs as follows:—I regret that after giving my best attention to the subject, I cannot agree with my learned colleagues on the two main questions we have to consider (1) the question of the boundaries of the new Metropolitan Municipality and (2) the question of its constitution. His reasons are given in the succeeding thirteen paragraphs. (a)

Mr. Kallynath Mitter added a memo. of dissent regarding his inability to concur with the majority on the proposal to reduce the numerical strength of the Town Council and Mr. Harrison added a separate note on the constitution of the proposed Metropolitan Municipality.

(a) It appears from paras 7 and 8 of the report of the majority that the question of the inclusion of the areas constituting the Cossipur Chitpur and Maniktala municipalities (merged in the Corporation of Calcutta from 1. 4. 24) was considered at that time and these areas were not included.

Member Bengal Legislative Council.

The following letter explains the reason for the appointment.

Belvedere
Nov 20, 1887.

My dear Sir

The Hon. Anundo Mohan Bose's period of two years on the Bengal Legislative Council will expire on the 31st December next. The Lieutenant Governor thinks that in the discussions on the new Municipal Bill which will mainly occupy the Council during the present session it will be desirable to have the assistance of some one who can represent the Suburban interests, and His Honor accordingly proposes to submit your name to the Viceroy as a fit person to fill the vacancy, caused by the Hon. A. M. Bose's retirement. His Honor desires me to enquire whether in this case you would be willing to accept the appointment.

Yours very truly
Elliot C. Colvin
Private Secretary.

The following quotations from contemporary news papers show how the appointment was received by the public.

বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য দুই বৎসরের জন্য মনোনীত হয়েন। দুই বৎসর হইলেই তাঁহারা আর ব্যবস্থাপক সভায় বসিতে পারেন না। তবে পুনর্ম্মনোনীত হইতে পারেন। অনেকেই দুই তিন বার অমন পুনর্ম্মনোনীত

হইয়াছেন। কৃষ্ণদাস প্রায় তিন চারি বার মনোনীত হইয়াছিলেন। বাবু আনন্দমোহন বসু ব্যবস্থাপক সভার একজন সভ্য ছিলেন। তাঁহার কাল পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার স্থানে বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। আনন্দমোহন বাবুকে পুনরায় মনোনীত না করায় কেহ কেহ আক্ষেপ করিতেছেন। আক্ষেপের কারণ তত বুঝা যাইতেছে না। তাঁহার স্থানে যিনি নিযুক্ত হইতেছেন, তিনি আনন্দমোহন বাবু অপেক্ষা গুণ গরিমায় যদি নিকৃষ্ট না হন, তাহা হইলে আক্ষেপ করিবার আবশ্যক কি? গুরুদাস বাবুর অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, আইন কানুনে তিনি বিশেষরূপে দক্ষ, স্থিরবুদ্ধি, চঞ্চলমতি নহেন, মিষ্টভাষী, মিসুক, দেশের জন্য খাটিতে কখন তিনি ত্রুটি করেন না। ওকালতি ব্যবসায় বহু বিস্তৃত পসার থাকায় নানা স্থানের নানা প্রকার লোকের সহিত ব্যবহার করিয়া বহুদর্শিতাও খুব জন্মিয়াছে। ব্যবস্থাকর্ত্তাদিগের যে যে গুণের প্রয়োজন গুরুদাসেতে তাহার কোন অভাব নাই। এমন লোক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হওয়ায় দেশের ভালই হইয়াছে। নববিভাকর সাধারণী ১২ই পৌষ ১২৯৪।

The *Calcutta Gazette* notifies the appointments of Mr. C. H. Moore and Dr. Gooroodass Banerjee, as Members of the Legislative Council Bengal. We cordially congratulate both the gentlemen on their appointments. Both selections are excellent.

Indian Mirror, 15. 12. 87.

We find from the last issue of the *Calcutta Gazette* that Mr. C. H. Moore of Messrs. Gillanders Arbuthnot & Co., and Dr. Gooroodass Banerjee have been appointed

members of the Bengal Council. We congratulate the Government on the appointment of Dr. Gooroodass Banerjee. He is a man universally respected and honoured both for his character and his talents.

The Bengalee, December 17, 1887.

Judge Calcutta High Court.

Extract from History of Services

Judge High Court

Officiating—19th November 1888

Do. Substantive—16th January 1889

Furlough on medical certificate

for 1 month from 16th November 1889.

Privilege leave for 29 days

from 9th May 1895.

On deputation in connection with the Indian Universities

Commission from 16th February 1902 to 9th June 1902.

Privilege leave for 1 month

from 26th January 1903.

Retired 31st January 1904

The notices in the Press and the congratulatory letters quoted below show how the appointment was received by the Public.

We heartily congratulate our community on the elevation of Babu Gooroo Dass Banerjee to the High Court Bench. There cannot be two opinions about his fitness for the office.

The Indian Mirror, 24th October, 1888.

We offer our sincere congratulations to Dr. Gooroo Das Banerjee on his elevation to the Bench of the High Court. In point of ability, experience and learning, the worthy Doctor is second to none at the bar. We feel perfectly sure that Dr. Gooroo Dass will be an ornament of the Bench and discharge the duties entrusted to him to the satisfaction of Government and of the community both Native and European. We will say nothing regarding the question which has been raised as to the propriety of appointing a Mahomedan to the post. As we said in a recent issue no distinction of race, creed, or colour, should be made in selecting a Judge of the High Court. We should have the best man, be he a Hindu, Christian or Mahomedan; and the best man we are thankful to say, has been given to us.

The Hindoo Patriot, 29th October, 1888.

A Third Native Judge has been added to the High Court. The appointment has been conferred upon the Hon'ble Dr. Gooroo Dass Banerjee; and no worthier selection could have been made. We should have been glad if a Mahomedan gentleman were appointed; but the

Pioneer, as the mouth-piece of the Government, tells us, that no suitable Mahomedan gentleman could be found in Bengal for this high office. Be that as it may, we heartily congratulate the Government on the appointment of the Hon'ble Dr. Gooroo Dass Banerjee as Judge of the High Court. He will be a distinct accession to the strength of the Court and will worthily represent the community of which he is so distinguished an ornament.

The Bengalee, 3rd November, 1888.

Lord Dufferin has again laid the Empire under obligation by an act of large liberality. He has added another Native to the body of Judges of the Bengal High Court. The manner of the boon has enhanced the gift. The principle of the appointment is unexceptionable but it might have been abused in the choice of the appointee. We can rejoice with unmixed satisfaction that it has not been so.

Reis and Rayyet 3rd November 1888.

The Bengalee Hindu, Babu Gooroo Dass, who has been appointed Judge of the Bengal High Court is a remarkable man. The most distinguished scholar of his time, he never gave up his studies amidst an extensive practice. He is a Hindu of Hindus and thorough believer in Hinduism. He is amiable in disposition and is incapable of giving offence to any living creature. Though not possessed of strong physique, he has yet indomitable energy, both mental and bodily and he has an eminently calm and judicious mind.

Amrita Bazar Patrika, 8th Nobvemer 1888.

The appointment of Dr. Gooroo Dass Banerjee to the vacant Judgeship in the Calcutta High Court, occasioned by the retirement of Mr. Justice Cunningham seems to have met with general approval from all classes. We are somewhat late in offering our own congratulations to Dr. Banerjee and to his colleagues on the local bench, but they are none the less sincere. In offering these congratulations we must not omit to express our acknowledgments to the Viceroy for his recommendation of so excellent an appointment. The choice of a successor to this important office reflects the greater credit on his Excellency, in that while admittedly capable of rendering valuable service to the State, the new Judge is known ever to have studiously avoided all appearance of putting himself forward as a candidate for any public office of distinction or emolument. With a rare modesty and unobtrusiveness of disposition which are not often to be found associated with uncommon merit, Dr. Banerjee has never courted public favour, nor sought to thrust himself upon the notice of Viceroy, Lieutenant-Governor or Chief Justice. In his case it may with perfect truth be said, that to exceptional merit alone must be attributed his present good fortune. As a member of the Bengal Legislative Council Dr. Banerjee acquitted himself with more than ordinary credit; and in the part he took as one of the Committee appointed to frame a scheme for the incorporation of the Suburbs with the Calcutta Municipality, Dr. Banerjee showed an independence of judgment and freedom from external influences, which with his eminent legal attainments

constitute one of his chief qualifications for the high office to which he has been raised. In private life blameless, Dr. Banerjee is a rigid Hindoo of the most orthodox type, while his filial devotion to his only surviving parent, his aged mother, is very touching, as illustrating the simple and almost childlike character of the man. It is said that every day of his life his first act in the morning is to visit his mother with offerings of flowers and more costly gifts, and that both in going to and returning from the Court, he makes it a rule first to pay her his personal respects and to solicit her blessings. This beautiful trait, that is not uncommon in Hindoo character, we mention here simply to show that Dr. Banerjee's title to public respect and to the confidence of the Government is based not on his intellectual attainments alone, but on his high qualities both as a lawyer and a man. We should like to make one other remark in connection with Dr. Banerjee's appointment. The present Viceroy has been persistently charged with being actuated by an undue bias in favor of the Mahomedans as against the Hindoos. Unfounded accusations such as these carry their own refutation with them. But it may be well to point out that in the person of Dr. Banerjee Lord Dufferin has actually appointed a *third* Hindoo Judge to the bench of the Calcutta High Court, while no Mahomedan has ever yet been similarly honored. And yet it was quite within his discretion, as well as the clear right of his Excellency, to have nominated a Mahomedan gentleman of even less conspicuous qualifications than Dr. Banerjee; while had such a

nomination been made, it could hardly have been challenged with much reason or justice. But herein, as always, the Marquis of Dufferin has preferred to hold the balance evenly between Hindoo and Mahomedan, erring if at all on the side of indulgence to the former. His Excellency could hardly have given a stronger proof of his impartiality and of his supreme regard for the public interests, than in singling out to fill the vacant seat in the foremost High Court in India, a Hindoo gentleman of such sterling merit as Dr. Gooroo Dass Banerjee.

The Statesman, 3rd November 1888.

The *Indian Daily News* says:—"We hear of an act on the part of the Honorable Justice Gooroo Dass Banerjee, which indicates that whatever other qualifications or disqualifications he may or may not have for the office, he has at least a strong sense of honor and honesty. As a Pleader he was retained in a number of cases, and in all, he has returned his retaining fees to his clients. This is not too common a practice. Some Barristers never return a fee once given, even, though they never open their lips in the case. His predecessors on the Native Bench have mostly turned their cases over to their friends in the same profession. Mr. Justice Bannerji says: 'My clients retained *me*, and if I do not advocate their cause, I have no right to take their fees and as they retained my services, I have no right to restrict their choice of other Advocates by turning clients over to other parties whom they would not care to

engage.' This is not a bad preliminary on the part of the new Judge, and if the same high-mindedness is manifested on the Bench, it seems probable that the public will have every reason to be satisfied with the recent appointment."

The Hindoo Patriot, 19. 11. 88.

A New Judge:—The newly-appointed Judge Dr. Gooroo Dass Banerjee took his seat yesterday morning at the High Court with the Hon'ble the Chief Justice on the Civil Appellate Side, when Baboo Annoda Prasad Banerjee the Senior Government Pleader, on behalf of, himself and his brother pleaders, addressed his lordship to the following effect. He said that they had come to congratulate him upon his elevation to the Bench of the High Court which, by his erudition, high character and other qualities he fully deserved, and they sincerely hoped that he would long enjoy the exalted honor which had been bestowed upon him, and that he would follow the noble example of his lordship the Chief Justice and the other illustrious members of the Bench. The pleader said further that they were deeply thankful to Government for appointing a third native judge to the High Court, which showed a willingness to recognise their just rights and aspirations when founded upon moderation and reason. His lordship replied very briefly, saying that he was deeply thankful to the speaker and the other members of the Bar for the high compliment, and would endeavour to deserve them.

The Statesman, 20th November 1888.

হাইকোর্টে আর একজন দেশী জজ নিযুক্ত হইলেন। হাকিম শ্রেণী হইতে একজন লোক নিযুক্ত করিলেই গবর্মেণ্ট ঠিক কাজ করিতেন। হাকিম শ্রেণী হইতে নিযুক্ত না করিয়া উকীলদল হইতেই লোক নিযুক্ত করিলেন। ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে গবর্মেণ্ট এই কাজ প্রদান করিয়াছেন। গবর্মেণ্ট একজন যথার্থ গুণী লোককেই এই পদ প্রদান করিলেন তাহাতে আর কোন কথা নাই। গুরুদাস বাবু একটি যথার্থই পণ্ডিত লোক। আইন কানুনেই তাঁহার কেবল অভিজ্ঞতা নহে, অন্যান্য অনেক শাস্ত্রে তিনি পণ্ডিত। মতি, গতি, স্বভাব, প্রকৃতি তাঁহার অতি ধীর। তিনি উদ্ধত স্বভাবের লোক নহেন। জজিয়তি করিতে এই গুণটির বিশেষ আবশ্যক।

নববিভাকর সাধারণী।

১৪ই কার্ত্তিক, ১২৯৫।

গত সোমবার ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের বিচার-পতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রধান বিচারপতির সহিত আপীল বিভাগের প্রথম বেঞ্চে বসিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম বর্দ্ধমানসঞ্জীবনী এবং আরও এক আধ খানি ইংরাজি ও বাঙ্গালা পত্রিকা ব্যতীত আর সকল কাগজেই পাইয়োনিয়র পর্য্যন্ত ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জজ পদ নিয়োগে যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, জষ্টিস দ্বারকানাথের পর যে কয়েকজন এদেশীয় হাইকোর্টের বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছেন তাঁহাদিগের কাহারও নিয়োগে সমগ্র দেশ মধ্যে এতাদৃশ আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হয় নাই। এরূপ সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে আর কেহ বিচারাসনে উপবেশন করিবার অবসর পান নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা

করি মহামতি দ্বারকানাথের ন্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বিচারাসনে বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। গত সোমবার বাবু অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উকীলগণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিনন্দন দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

নববিভাকরসাধারণী
১২ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৫

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লিখিত মহাশয়কে হাইকোর্টের জজিয়তি প্রদান করা হইয়াছে, এই সংবাদ প্রথম প্রাপ্ত হইয়া কেহ বলিলেন, তবে গবর্ণমেণ্ট বিজাতীয় হইলেও যে, দেশীয়দিগের মধ্যে কে প্রকৃত গুণশালী তাহা বুঝিতে পারেন না, এমত নহে। যথার্থ কথা অকর্ম্মণ্যতাবিদ্বেষী এবং গুণ পক্ষপাতী ইংরাজগণ সহানুভূতি শূন্য হইলেও বিশিষ্ট গুণবত্তার বোধে সমর্থ। তাই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট গুরুদাসের ন্যায় বিদ্বান, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সদাশয়, বুদ্ধিমান, আইনজ্ঞদিগের মধ্যে অতি প্রধান ব্যক্তির আদর করিতে পারিয়াছেন। ইনি কেবল ইংরাজী আইন অভিজ্ঞ নহেন, সংস্কৃত দায়ভাগ মিতাক্ষরা প্রভৃতি প্রাচীন আইনও ভালরূপে জানেন। অন্যান্য হিন্দুর ব্যবহার কাণ্ডেও ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। সুতরাং এরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে উচ্চশ্রেণীর বিচারালয়ে উপবিষ্ট দেখিয়া কাহার চিত্ত না আনন্দিত হয়? বন্দ্যোপাধ্যায় আবাল্য বিশুদ্ধ চরিত্র এবং স্বধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান। ইনি নব্য ইংরাজী শিক্ষিত হইলেও সাধারণ আধুনিক ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মত নহেন। ইনি আর্য্য ধর্ম্ম বিশ্বাসিদিগের আদর্শ স্থল। ইনি বৃদ্ধা মাতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি করেন, এবং সকল গুরুজনের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা

ভক্তি করেন। সেই গুরুভক্তির ফলেই এবং গুরুজনের বিমল আশীর্ব্বাদবলেই এবং স্বকীয় স্বাভাবিক নির্ম্মলগুণেই গুরুদাস বাবু আজি জজিয়তি পদ পাইয়াছেন। ইহা বিন্দুমাত্র তোষামোদ বা সুপারিসের ফল নহে। ইনি কখন কাহারও তোষামোদকারী নহেন। এরূপ নির্ম্মল চরিত্র স্বধর্ম্ম বিশ্বাসী তেজস্বী ব্যক্তি উচ্চপদস্থ হইলে কোন্ জনের চিত্ত না আনন্দিত হয়?

ফলতঃ স্বধর্ম্মানুরক্তিতে, নির্ম্মল চরিত্রে, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধায় তেজস্বিতায়, সৌজন্যে, অমায়িকতায়, প্রেমিকতায়, ইত্যাদি সমস্ত গুণে গুরুদাস বাবু নব্য ইংরাজী শিক্ষিতদিগের আদর্শ স্থল। অতএব অধিক কি বলিব?—

স্বধর্ম্মনিরতো ধীমান্
বিদ্যা-বিনয়-ভূষিতঃ।
জীবতাৎ সাধু সম্মোদো
গুরুদাস-দ্বিজশ্চিরং॥

---

43 Chowringhee
Calcutta
November 9 1888.

My dear Banerjee,

Believe me you owe your appointment to yourself alone. I only did my duty in submitting your name. I congratulate you with all my heart and am very glad that you are pleased.

* * * *

Yours sincerely
W. Comer Petheram.

3 Kyd Street
October 31st.

My dear Dr. Guru Das,

I have just returned from Delhi and Agra and hasten to congratulate you on your well-earned elevation to the High Court Bench.

Not only yourself but the public also are to be congratulated on the selection made.

Yours sincerely
H. L. Harrison.

The Palace
Moorshedabad
The 27th October 1888.

My dear Guru Das Babu,

It is long since I have had the pleasure of seeing or hearing from you, but I have always been happy to learn from the papers and other sources that you have been doing as well in the world as one could wish for. I now learn that you have been appointed a Judge of the High Court. Government by honouring you with the appointment has honoured the whole Native community as by your character and attainments you are indeed an ornament to our society. I congratulate you heartily on the honor which Government has thus conferred upon you, an honor which I hope you may long continue to enjoy with every credit and success.

Trusting you are quite well.

Your sincere well-wisher
Hussan Ali Mirza.

3 Kyd Street
October 22 1888.

My dear Guru Das,

The news is true I trust that you get the vacant judgeship in the High Court.

You have my hearty congratulations and I do not think that there could have been any worthier appointment.

I am yours very sincerely
H. J. S. Cotton.

Calcutta ; 16 Taltollah
25 October 1888.

My dear Gooroo Dass Babu,

Permit me to offer you my heartiest congratulations on your appointment to a Judgeship in the Calcutta High Court.

I have long been one of your sincere admirers, and some time ago I learnt with much satisfaction, that there was every likelihood of your being selected for the coveted post. And today's announcement in the papers that the appointment has actually been made has been a source of the greatest gratification to me.

I pray with all my heart that you may live long to enjoy the distinction, which has been conferred upon you in simple recognition of your merits.

Believe me
Yours very sincerely
Abdool Lateef.

Nattore
5th November 1888.

My dear Sir,

I read in this week's Calcutta Gazette of your appointment as a Judge of the High Court. Allow me to offer you my most sincere congratulations on your accession to the bench. It is remarked in some of the native papers that the appointment has caused great heart-burning to the Mahomedans. It is singularly unfortunate that attempts should be made, by those who ought to know better, to turn any thing and every thing into a race question. I may however assure you, if indeed such assurance be needed, that whatever others may think, those at least among the Mahomedans who have the privilege of knowing you personally, cannot but feel that a happier choice could not have been made. Hoping you will live long to enjoy these honors.

I remain
Yours sincerely
Syed Shamsul Huda.

Hazaribag; Green Villa
24th October 1888.

My dear Guru Dass,

I have perused with great delight in the Englishman of the 22nd instant which I have received here today that you succeed Mr. Justice Cunningham. Accept my sincere and hearty congratulations upon the success you have achieved. By your learning, industry, perseverence,

capacity for work, superior intellectual capacity, and above all by your thorough rectitude of purpose and independence of character you have richly deserved the honour that has been conferred upon you. I have not the least doubt that you will sustain the reputation that you have deservedly earned, in this new walk of life. I cordially welcome you as a valuable coadjutor and colleague.

With best wishes
I remain
Yours very sincerely
Romesh Chandra Mitter.

Darjeeling Lhasa Villa
24. 10. 88.

My dear Gooroo Dass,

Now that what I had been hoping for the last 5 or 6 months has come to pass let me congratulate you most sincerely and heartily.

* * * * *

With the kindest regards
Yours sincerely
C. M. Ghose.

50 Lower Circular Road
27 October 1888.

Dear Dr. Banerjee,

Allow me to congratulate you most heartily on your elevation to the Bench. It is a triumph of industry honest and conscientious work, modesty, sound knowledge and varied culture. No one is more pleased than I am at the honour that has been conferred on you and at

the recognition of many and varied accomplishments which you possess. As an old pupil of yours I feel proud of the privilege of having been taught by you and proud that those qualities which endeared you to your pupils have now been recognised by the State. I wish you long life and health that you may perform the exalted duties of your office for a long time and enjoy the honour which you fully deserve.

I am
Yours sincerely
B. Chakravarti.

1st November 1888.

My dear Guru Dass Babu,

I sincerely congratulate you on your elevation to the Bench. I am specially delighted that a Banerjee has at last been selected (tho' the first opening made in the Bench was for a Banerjee) and that the choice has fallen upon the fittest among them.

* * * * *

Believe me
Yours sincerely
Hem Chandra Banerjee
1 Puddopukur Square
Kidderpore.

Ghazipur
Steamer Jasper
29th October 1888.

My dear Doctor,

Probably you know that I have been enjoying my holidays in my favourite amusement in a trip up the

river Ganges. I am in one sense out of all touch of what is passing around us. It is here at Ghazipur that I heard for the first time the glad news that not only the rumour about the appointment of a third native Judge in the High Court was true but that you have been selected for this additional honour to our country and countrymen. I congratulate you personally, our country generally and our body specially for this; and I congratulate Government also for its happy selection. It is no partiality of a friend which makes me say what I have been saying here. Many unexceptional names no doubt were used in connection with the rumoured appointment but permit me to say, all things considered there could have been no happier selection made than the one that actually has been made. My honest belief is that by your elevation to the Bench, the highest Court in the country would be strengthened and the best interests of the country promoted.

Yours sincerely
Mohes Chandra Chowdhury.

Bankura
26th October 1888.

My dear Dr. Guru Dass,

In continuation of the letter which I wrote to you when you were taken in as a member of the Bengal Legislative council allow me to congratulate you heartily upon your elevation to the Bench of the High Court.

I would of course have been very pleased if they had given the appointment to me but when it is the settled policy of the Government to take in none but the members of the High Court Bar, if they had asked me to nominate one I would have selected yourself. I congratulate you most heartily. (1)

*   *   *   *   *

Yours sincerely
Brojendra Coomar Seal

The Vakils of the Calcutta High Court assembled on Friday, the 22nd February 1889 in the house of Babu Srinath Das to express their congratulations to the Hon'ble Dr. Gooroo Dass Banerjee on his elevation to the Bench of the High Court. (2)

Indian Mirror 23. 2. 89.

---

(1) The last three letters written by Babus Hem Chandra Banerjee and Mohesh Chandra Chowdhury Vakils High Court and Babu Brojendra Coomar Seal cf the Provincial Service are of special interest as written by gentlemen whose names were also mentioned for the vacant judgeship.

(2) The following song was especially composed and sung on the occasion.

রাগিণী রতিবাহী—তাল ঝাঁপতাল।

ধন্য গুরুদাস গুণসাগর নরোত্তম, ক্ষিতি সুর শিরোমণি নিখিল জন সুরঞ্জন ॥ (অস্থায়ী)
হিন্দু কুল দীপতম ধর্ম্মসুপরায়ণ, ষড়রি পরিশাসন সুশান্ত নম্র ভাষণ ॥ (অন্তরা)
অগতি জন পালন, সুমতি পরিচালন, ধীরবর সদনুকম্পাল শঠ তাড়ন। (সঞ্চারী)
মাতৃ পদ ভক্তবর সত্য পরিশীলন, যাচইতি তব মনসি বিরজতু জনার্দ্দনঃ ॥ (আভোগ)

Vice Chancellor Calcutta University.

Appointed 2nd January 1890.
Re-appointed 2nd January 1892.
Resigned 2nd January 1893.

OFFER AND ACCEPTANCE.

Government House
Calcutta
Dec. 10, 1889.

Dear Mr. Justice Banerjee,

The Vice-Chancellorship of the Calcutta University will shortly be vacant owing to the retirement of Sir Comer Petheram. The Chief Justice has, as I dare say you are aware, retained office until now at my request in order to give me an opportunity of making a careful selection which I could not have done while I was at a distance from this place.

I am convinced that no one could fill this honorable and important position in a manner more satisfactory to the University and to the public than yourself, and I venture to express my hope that the offer of the appointment, which I now make to you, will be agreeable to you, and that I shall have your permission to announce that it is accepted.

I am, dear Mr. Justice Banerjee
Yours very truly
Lansdowne.

Narkeldanga
10th December 1889.

Dear Lord Lansdowne,

I feel deeply thankful to your Excellency for your doing me the honour of offering me the Vice-Chancellorship of the Calcutta University and still more so for the exceedingly kind terms in which you have been pleased to make the offer. I deem it my duty to accept your Excellency's kind offer most thankfully and to do all that in me lies to make myself useful for the responsible office to which you have been pleased to think of appointing me.

I remain Dear Lord Lansdowne
With profound respect
Yours obediently
Goordo Dass Banerjee.

Government House
Calcutta
10. 12. 89.

Dear Mr. Justice Banerjee,

I am delighted to learn that you are able to accept the Vice-Chancellorship. I congratulate you and the University.

With best thanks for the courteous terms in which you have written to me.

I am
Dear Mr. Justice Banerjee
Yours sincerely
Lansdowne.

The Rev. K. S. Macdonald asked to be permitted to say a few words to the Chairman before the proceedings of the meeting commenced. He said that they should all unite in expressing their thanks to the Government of India for appointing him (the Chairman) Vice-Chancellor of the Calcutta University and in congratulating him upon the distinguished position conferred on him. He was the first of the graduates of the Calcutta University who had attained to so distinguished a position; and it must be admitted that throughout his whole career, as a student, as a Senator, and as a member of the Syndicate, he had reflected honour upon the University. He (the speaker) was not authorised to speak in the name of the Senate, but he had no doubt that all present would agree with him in the sentiments he tried to express (loud applause)

The Chairman thanked them most sincerely for the very kind words that they had said about him, and he only wished he could deserve one-tenth of the good things that they had said; but Heaven willing and with their sympathetic and valuable co-operation, he should endeavour his best to make his tenure of office useful for the purpose of the University so far as in him lay (loud applause).

Extract from the minutes of the Senate dated 11th January 1890 (the first meeting of the Senate under the new Vice-Chancellor).

His first Convocation (18th January, 1890)

The last Convocation of the Calcutta University marks a memorable era in the history of that body. For the first time in its annals the degrees were conferred and the Convocation speech delivered by a native of India, whom his own distinguished abilities and the favour of the Government had raised to the high position of Vice-Chancellor of the University. For some time indeed previous to his appointment the Hon'ble Dr. Gooroodass Banerjee had practically performed the duties of Vice-Chancellor but too often in this country the duties are performed by one, while the honour of the office belongs to another. We are therefore deeply grateful to the Government for the appointment. We repeat once again our obligation on the occasion of reviewing the proceedings of the Convocation ; and we feel thankful to His Excellency the Viceroy for the kindly words with which he introduced the new Vice-Chancellor to the Convocation. "As far as I have been able to discover" remarked Lord Lansdowne in the course of his speech "no discordant note has marred the general expression of approval with which Mr. Justice Banerjee's nomination to the Vice-Chancellorship has been hailed. I desire therefore in the name of the University, of the Government of India and I believe I may in this case claim to be the exponent of public opinion at large to congratulate the Vice-Chancellor, and to wish him a very successful tenure of office,"

In criticising the Vice-Chancellor's speech we feel bound to congratulate the Hon'ble Dr. Gooroodas

Banerjee, and to say that his oration fully maintains the traditions of the great office which he fills.

The Bengalee, 25th January 1890.

The experiment of appointing an Indian Vice-Chancellor to an Indian University is a new one and will undoubtedly be watched with great interest by every section of the community. But because the experiment is a new one, or indeed the first of its kind in this country we have no reason to feel anxious for a moment as to its success. In the first place the selection of the new Vice-Chancellor of the Calcutta University has fallen upon one, regarding whose qualifications there has never been any division of opinion. Everywhere and by all sorts and conditions of men the appointment of Mr. Justice Gooroodass Banerjee to succeed Sir Comer Petheram as Vice-Chancellor of the Univesity has been welcomed with great satisfaction, a circumstance on which His Excellency aptly congratulated the recipient of the unprecedented honour. Then the advent of an Indian Vice-Chancellor must inspire more confidence among the Indian public generally than that of a European Vice-Chancellor. In matters educational as in political or civic affairs, he is most successful who is most in touch with the people. An Indian Vice-Chancellor possesses the advantage of a positive knowledge of his community, its educational position, its educational defects and its educational aspirations. He will not be likely to indulge in loose experiments. An Indian Vice-Chancellor is always with his people.

He is in constant communication with them; he always listens to them, he consults them frequently. These are all immense advantages; advantages denied to the best of European Vice-Chancellors. Considering all things therefore we have every reason to congratulate His Excellency the Chancellor and the Indian public on the unexceptionable nomination of a gentleman so qualified in every respect as Mr. Justice Gooroodass Banerjee to the Vice-Chancellorship of the Calcutta University.

The Indian Mirror, 25th January 1890.

Mr. (afterwards the Hon. Mr. Justice) Lalmohan Doss wrote the following letter.

177 Russa Road South
The 19th January 1890.

My dear Gooroodass Babu

An attack of blood dysentery severe enough to confine me to my bed for a week was unable to repress my eagerness yesterday to witness a performance such as the Calcutta University has not seen since the dawn of her career.

None ought to congratulate more than the Calcutta University herself upon being able after the labours of a third of a century to hold up to the world as a product of her own unaided efforts a native of India who is able to fill a place once occupied by such an illustrious person as Sir Henry Sumner Maine.

May I be permitted to say that your speech yesterday, though not marked by brilliant flashes of

rhetoric was yet couched in such chaste language, was delivered with such grace and fluency, was so full of practical wisdom, was interspersed with such valuable suggestions, was so thorough (to quote your own word) and exhibited such a complete mastery of the details of the working of the University and such an intimate knowledge of the wants and requirements of the existing educational institutions, as must excite the wonder and command the admiration of all thoughtful men.

In my opinion the children of the soil of India were on a severe trial yesterday and they ought to congratulate themselves upon having passed through the ordeal unscathed. Your failure would have for ever doomed the fate of Indian youths.

May I venture to offer my sincere felicitations at the occasion having offered you an opportunity of conferring high degrees upon your own sons and awarding gold medals to them an opportunity scarcely vouchsafed to the lot of any. (1)

May higher honours yet adorn you is the fervent wish of my heart.

Yours most sincerely
Lalmohan Doss.

---

(1) His eldest son Haran chandra Banerjee got his M. A. degree being the silver Medalist of his year in Mathematics. He was also awarded the Tagore Gold medal.

His second son Sarat Chandra Banerjee got his B. A. degree with triple honours.

RESIGNATION.

We observe with regret that Mr. Justice Banerjee has resigned the Vice-Chancellorship of the Calcutta University, a post which he has held with so much distinction to himself and satisfaction to the community of these provinces. It is greatly to Dr. Banerjee's credit that in the midst of his onerous and responsible duties as a Judge of the High Court, he has been able to devote so much time and attention to the business of the University, during three years of active and uninterrupted usefulness, and his spontaneous retirement now should be marked, we think, by some suitable recognition of his services as Vice-Chancellor.

The Statesman, 20th December 1892.

Mr. Justice Banerjee has resigned the Vice-Chancellorship of the Calcutta University. Dr. Gooroo Dass Banerjee has had three years in continuation—three years of active uninterrupted usefulness—and now gracefully retires of his own instance, before the second term is complete.

Reis and Rayyet, 17th December 1892.

I think you will, in the first place, expect me to make some acknowledgment of the services which have been rendered to this University by Mr. Justice Gooroo Dass Banerjee, who has lately resigned the Vice-Chancellorship. Himself a member of the University, he

has shown himself thoroughly able to understand its wants. During his three years' tenure, he has discharged with much tact and ability the difficult duties of his office, and has succeeded in winning for himself the respect of all those with whom he has been brought into contact.

Extract from address of Lord Lansdowne as Chancellor on the occasion of the Convocation held on 28th January 1893.

President Central Text Book Committee.

From June 1894 to February 1900.

Bengal Government Notification No. 64 T. G. dated

15th June 1894.

The Lieutenant Governor is pleased to appoint the Hon'ble Mr. Justice Gooroodas Banerjee to be President of the Central Text Book Committee, vice Babu Bhudeb Mukherjee C. I. E. deceased.

Govt. of Bengal : General Department : Education Branch
No. 1140.

From offg. Secretary of the Govt. of Bengal.

To The Director of Public Instruction, Bengal.

Calcutta, 7th March 1900.

Sir,

With reference to your letter No. 1303 dated the 22nd February 1900, I am directed to say that the Lieutenant Governor is pleased to accept the resignation tendered by the Hon'ble Justice Dr. Gooroodas Banerjee of his office as President of the Central Text Book Committee and to request you to be so good as to convey to him an expression of His Honour's high appreciation of the valuable services rendered by him in this capacity.

A note written by him on the **Selection of Text-Books** *is reproduced below:*

1. If the task of writing a good text-book is difficult, that of selecting proper text-books is hardly less so. Those who are entrusted with the duty of selecting text-books have to regard not only the interests of students who are the readers of text-books, but those of the authors as well; and these interests are to some extent conflicting. In the interests of the readers none but the best books ought to be selected. Their interests might therefore be fully served by erring in favour of exclusion so as to reject all bad and indifferent books, and, it may be, some good books too. But that will evidently not serve the interests of the authors. To secure the interests of both readers and authors, we must not only *exclude* from our list of text-books all bad and indifferent books, but must also *include* in it all good books.

2. The difficulty of the task is not a little enhanced by the fact that the number of text-books submitted for examination annually is by no means inconsiderable. This rapid growth of books, notwithstanding that it throws a heavy burden on those who are entrusted with the duty of examining text-books, would certainly have been matter for congratulation if it had tended really to increase the literature of the country, or had been evidence of real literary activity. But unfortunately

that is not the case. Among the books submitted for examination, the number of good books, literary or scientific, is very small ; and by far the greater number are Primers in English and Bengali, Arithmetical, Grammatical and Geographical Primers, and Prose and Poetical Readers consisting of compilations from different authors,—containing little that is original in point of matter or of form, and running for the most part in beaten tracks, with only such occasional deviations (often in the wrong direction) as are considered necessary to give each book the appearance of newness. The multiplication of such books is an evil without any compensating good. It has led to much unhealthy competition among authors, the injurious consequences of which affect not authors alone but their readers also.

3. It has given rise to a most unreasonable and perplexing diversity in the choice of text-books ; so that if a student has for any reason to take his transfer from one school to another in the middle of a session, he will find it extremely difficult to go on, as he will, in nine cases out of ten, have to read a different set of text-books. And even in the same school, it often happens that different text-books of the same standard in the same subject are prescribed for two consecutive classes, so that students have to read the same portion of a subject in two successive years from two different books, without making much real progress, when by that time they could have finished the subject if they had only continued to read

it from one and the same book. Again, authors of text-books on certain subjects such as Grammar, instead of exercising their own judgment in fixing the scope and limits of their books, are sometimes found vying with one another in encumbering them with minute rules to enable students to meet the unreasonable demands of examiners. And thus students have their memories often overburdened with matters of detail of rare application in practice, to the neglect of broad general principles of much greater practical value.

4. Authors have sometimes been heard to say in justification of their imperfect performances, that when books no better than theirs have already found a place in the authorized list of text-books, there is no reason why they should not have the same indulgence shewn to them. But it should be borne in mind that because twenty or thirty years ago, owing to the paucity of text-books on any subject, an indifferent book was approved, that is no reason why the same course should be followed now. If from necessity or inadvertence a wrong thing has been done, it is to be set right, not by repeating the wrong but by remedying it; and steps are being taken in that direction by the revision of the existing list of authorized text-books.

5. I quite appreciate the feelings of disappointed authors, who may naturally complain if there is any inequality in the distribution of official patronage. But, at the same time, in the interests of education and

culture, in the interests of readers and authors alike, I think we ought gradually *to raise our standard of fitness.* And to prevent disappointment and discontent, we should let authors know what we want and in what particulars we have raised our standard of fitness, and we should revise the existing list so as to retain only those books that come up to the new standard. Our aim should be to place in the hands of the student text-books, the reading of which will give *full* and *free* play to his mental faculties without *overtasking* them, and will at the same time enable him to acquire a *general* knowledge of useful subjects.

6. In view of the difficulty attending the task of selecting text-books, and to facilitate the carrying out of the above-mentioned purpose, I have thought it proper to formulate the following general propositions, not as rigid and unalterable rules, but only as rough guides which shall be subject to such future modification as may be found necessary.

1. (*a*) A text-book should in point of *size* be as short as possible consistently with clearness and reasonable completeness.

   (*b*) If the book is one of Reading Lessons in prose or poetry, either composed by the author himself or compiled from other authors, it should not be longer than what students for whom it is intended can go through in the course of one year, reading at a moderate rate, and having time allowed for revision.

It is sometimes said that a long book of reading lessons is better than a short one, as it leaves room for selection of lessons by the teacher. I do not think that this is a sound view. While on the one hand the author's selection, if good, need not be supplemented by the teacher's selection, on the other hand, not only does a long book consisting of lessons one-half of which could not have been intended to be read, involve waste of time and energy to the author and waste of money to the readers, but the reading of a lesson here and a lesson there out of a book instead of reading it through is injurious to the formation of that habit of steady thoroughness, so essential in a student and of such great value in after-life.

(*e*) If it is a book on Grammar or Geograghy or History or Arithmetic, and is intended for students who are reading the subject for the first time, it should treat the subject in an *elementary* way so as not to require more than two or three years to finish it, care being taken, where the book is not likely to be finished in one year, to prescribe it as the text-book for two or three consecutive classes.

It sometimes happens that different books on Grammar or on Geography are prescribed for two consecutive classes, and students go on reading the same portion of the subject from two different books in two successive years, when they might have finished the subject if they had the same book prescribed for the two classes.

II. (*a*) The *get-up* of a text-book should be neat, so as to create in the reader a liking for it; and all such aids to attention as the printing of important words in capitals, italics or antique letters, and illustrations by pictures or diagrams, should be freely availed of.

(*b*) In an elementary text-book, directions for the teacher, if any, should all be collected together either at the beginning or at the end of the book, and things not intended to be read by the student should *never be interspersed* with those intended to be read by him.

III. The *language* and *style* of an elementary text-book should be concise and clear, simple and attractive; vulgar words and (as far as possible) provincialisms should be avoided; and the arrangement of the different heads or divisions of the book should be methodical.

IV. Text-books on English Grammar and English Composition should, except for the lowest standard, be written in English.

V. A text-book should, as far as possible, aim at teaching things *rationally* and *not mechanically*.

That is to say, it should, as far as possible, aim at teaching things in a way such that the student may understand what he is taught instead of having merely to learn it by rote.

VI. An elementary text-book on any subject other than Literature should only deal with those *broad points* of the subject which a general student can fairly be expected to retain in his memory ; and it should never be encumbered with such details as can properly find a place only in books of reference or advanced text-books.

Thus, for instance, an elementary Grammar should not be encumbered with details of unusual inflectional forms, an elementary Geography with figures denoting the populations and areas of different countries, an elementary History with dates of unimportant events, nor an elementary Arithmetic with tables of local weights and measures of foreign countries.

VII. (*a*) Primers in English and Bengali should not contain spelling lessons with hard or unusual words.

(*b*,) Elementary text-books in Literature, when they are compilations, should, as a rule, consist of such selections from *standard authors*, as can be easily explained to, and intelligently understood by, boys in this country ; and the names of the authors and of the works from which the selections are made should always be mentioned.

VIII. Text-books on Grammar should aim principally at teaching *correct modes of speaking and writing,* and the teaching of technical distinctions and niceties should be subservient to the principal object.

IX. A text-book on History or Geography should in its preface briefly but clearly indicate the sources from which the information contained in it is derived.

X. Books which *embarrass and encumber the student with help,* and think out everything for him instead of leaving him time to think for himself, such as certain classes of Keys and books on Compositon, should never be selected as text-books.

XI. Books containing passages which have an immoral tendency or are hostile to any religion or to established Government should not be approved as text-books.

XII. Every new text-book on any subject should have in it something really *new* and *useful* either in point of *matter* or in point of *form*, to justify its existence ; and this should be briefly but clearly indicated in its preface.

The propriety of this rule may not be altogether free from doubt. It may be said that so long as a book does not infringe the law relating to copyright, the mere fact that it contains nothing more in point of matter or form than what is to be found in another book, ought not to be any objection to its existence ; they may both be derived from one common source ; the contents of both may be matter of common knowledge ; and there is no reason why one book should monopolize potronage to the exclusion of all others, merely because it was written first.

From a purely legal point of view this argument is quite sound. But from a literary or even an economic point of view, there are considerations in favour of the rule which ought not to be lost sight of. The writing of a new text-book on a subject on which there are at least equally good books already in existence, involves waste of energy and money which might be better employed in other ways, if a rule like the one enunciated above were enforced.

To counteract the effect of a rule like this in preventing the distribution of public patronage, the Educational Authorities should be moved to pass a rule requiring the revision of the courses of study for the several Public Examinations so as not to allow the same book to continue as the text-book for more than five or six consecutive years, if any other equally good book is to be found in the list of authorized text-books.

I have retained this rule tentatively to see what view others, and especially my learned colleagues, may take of it.

7. The foregoing rules contain nothing new, nor have they any pretension to perfection or completeness. They are rules which everyone entrusted with the duty of selecting text-books follows more or less; and their formal enunciation is intended only (1) to place in a connected form before the eye rules which are genearally followed but which may be sometimes overlooked, and (2) to let authors of text-books know what we want, and what might be said of their

work from the student's point of view. or from a neutral point of view. They are not intended to be applied as hard and fast rules, and any modification that will appear, or may be shewn, to be necessary, will be readily made.

8. But though by the application of rules such as those given above, we may endeavour to the best of our power to do justice to the claims of authors of text-books and of their readers, the students, still our work will only be half-done. Not only must we endeavour to do justice, but we must also have the confidence of the public that we are endeavouring to do so.

It would be mere affectation not to take notice of an objection that is sometimes raised. I shall try to meet it, It is said that no author of any text-book should be a member of the Central Text-book Committee, or what comes to the same thing, no member of the Committee should write any text-book. To give unqualified effect to the objection as a mere matter of abstract principle, would be to deprive the Committee of the valuable services of some of its best members, whose position as authors and whose attainments as scholars entitle them to the respect and esteem of the literary world. And if their books have met with the approval of the Committee, it is not because their authors are its members, but because they are books of superior merit. So far as the objection can have any real weight, it is met by the fact that the rule and practice have been for a member not to be

present at the meeting when the merits of any book which he has written or in which he is interested are considered and decided upon. Perhaps all that could be desired would be attained when pecuniary interest direct or indirect in a book is expressly made a ground of disqualification for voting upon, or joining in the discussion concerning the merits of a book.

9. It may be said that the same rule ought to be followed when the merits of any book likely to compete with a book written by a member of the Committee are considered. I am of opinion that the rule need not be followed in its entirety, but all that is described will be attained if such member though joining in the discussion, only abstains (as in practice he does now) from voting. For though his joining in the discussion may subject the book to more than usually severe examination, from the fact of his being able to find out more readily than others the defects in a book on a subject on which he has himself written one, neither the public nor the author whose book is under consideration can have any just ground of complaint against that. His colleagues will have the benefit of his criticism, but the rival author will be secure against the effect of a possibly biased adverse vote.

G. D. Banerjee.

14th January 1896.

Member of the Universities Commission 1902.

The Commission originally consisted of six members with the Hon'ble Mr. Raleigh Vice-Chancellor of the Calcutta University, as President. Not a single representative of the great Hindu Community, who had the largest stake in the educational problems under consideration was included amongst the Commissioners as originally nominated. Let us however thankfully note that when attention was called to this omission in the columns of the public prints His Excellency was graciously pleased to nominate the Hon. Mr. Justice Gooroodass Banerjee as a member of the Commission. The appointment of Mr. Justice Banerjee was received with universal approbation. One of the most brilliant graduates of the Calcutta University, he has long been honourably associated with the work of the University. He was twice appointed Vice-Chancellor of the University and he was among the most distinguished of our Vice-Chancellors, regarding his office not as an ornamental adjunct to the high position he held, but a new field of activity and usefulness and setting an example of unflinching devotion to duty and of statesmanlike concern in the interests of the University,

of which he was so fine a product. Who will say that the Calcutta University has been a failure or has not fulfilled the high ends of its existence when it has produced men like Mr. Justice Gooroodass Banerjee ?

Extract from Presidential speech of Mr. (afterwards Sir) Surendra Nath Banerjea at the Indian National Congress at Ahmedabad in 1902.

Comments in the Press and Town Hall Meeting on the Report of the Commission.

The Anglo-Indian newspapers have had their say about the Report and recommendations of the Universities Commission, and, of course, their approval is unqualified and even ecstatic. Of course, they have the same right as ourselves to discuss all public matters. But they are in the hands of aliens who have little abiding interest in the country, and who, differing from the people in almost everything, cannot be expected to have any insight into a matter of such foremost importance as the whole future of the people, which the educational problem involves. *They* cannot see

with *our* eyes. That they know nothing of it is proved by an utter absence of independent thought or suggestion, and by a complaisant acceptance of the official *imprimatur*. These are faithful henchmen of Government. The pronouncement of such papers as these is utterly valueless. In such a matter of foremost importance as the question of education of the Indian people, it is the purely indigenous Press that can and does voice the popular opinion, and, therefore, its expression of that opinion is weighty, and to the point. It will be enough to say for the present, that the purely Indian newspapers have accepted with cordiality and without hesitation the clear-cut sentiments and sentences contained in Mr. Justice Banerjee's Note of Dissent, appended to the Commission's Report. Dr. Banerjee is a man of the people, has risen from the ranks, education and character have made him what he is, he has no personal likes or dislikes, he has no irons of his own to grind in this particular matter, he has ever shrunk from any attempt to give offence to anybody, he holds singularly moderate views. The publicly expressed views of such a man, then, are of the greatest weight and value, and entitled to the closest and most respectful consideration. Mr. Justice Banerjee has had, besides, a long educational experience. He has been long directly connected with the Calcutta University, of which he was at one time the honoured Vice-Chancellor. It was fortunate that he happened to be one of the two "native" members of the Commission, perfectly familiar with Indian conditions and Indian

needs—so far at least as British Indian interests are involved. The other "native" member hails from a backward Feudatory State where education has seriously lagged behind, though the Hyderabad gentleman was himself, if we are not mistaken, a Minister of Education at one time. We, therefore, repeat, that the Note of Dissent, written by Mr. Justice Banerjee, is entitled to greater attention than the Report of the Commission. Mr. Justice Banerjeee has these many years past enjoyed the unbounded confidence of his countrymen. Government will, therefore, do well to pay due heed to his warnings. He is quite as willing, as indeed we all are, as the other members of the Commission, to raise the educational standard. Raise the standard by all means, but do it in a rational, and not in a revolutionary and reactionary spirit. Education should be the privilege of the many, and not the monopoly of the fortunate and wealthy few. To raise school and college fees at the arbitrary will and direction of Government is to shut out the masses and even middle classes from the benefits of higher education, and even to shut them out from the prospects of bettering themselves in the struggle for existence. Higher fees do not spell better brains or sounder education.

The Indian Mirror, 7th August 1902.

TOWN HALL MEETING.

The great meeting at the Town Hall in Calcutta, on Friday evening last, was a magnificent and exhilarating event. It was magnificent in that all sections of the Indian community were represented thereat, and exhilarating because there was absolute unanimity throughout the proceedings. As regards mere numbers, the audience was an immense one, and immense is the only word we can well use. We have said, that the meeting was representative of all classes of the Indian community. The Zemindars were there in force, we might say, irresistible force, since the most influential and the best educated among them, headed by Raja Peary Mohun Mukerjee, voiced the agitation. Among the other speakers were lawyers and journalists. None of the speakers had his own irons to grind. That is, not one of them had any pecuniary interest in private schools and collegiate institutions which are threatened with destruction by the Universities Commission's Report and recommendations. The exclusion of this particular element from the discussion was desirable, for Government cannot now turn round and say, that the malcontents are interested parties, whose opposition is bred of selfishness. As a matter of fact, all Indians are interested and even selfish parties in this case, for as a speaker, who led the debate, observed, it is a matter of life and death to us all. That it is so considered universally may be judged from the speeches

which followed. It may be acknowledged, that some of the utterances were strong, and might have been made more innocuous. But there are times when plain-speaking is better than muffled anger. And the provocation given has been very great indeed. All the speakers were agreed that any legislation, based on the lines of the recommendations of the Universities Commission, would be a most reactionary and retrograde measure. All were agreed, that the Government's attempt to take up the monopoly of higher education in India was not in line with the Resolutions and Despatches and Acts of former British Statesmen, and that the sort of Government interference now attempted, and which seemingly is about to be enforced, is a breach of definite pledges, and an endeavour to confine the people to the apron-strings of their national childhood. Again, there was absolute unanimity as regards the Note of Dissent, appended to the Report to the Universities Commission by Mr. Justice Gooroodass Banerjee. The meeting recognised the value of that Note, and the immense service which this distinguished Hindu gentleman has thereby rendered to his country. On the whole, then, we may fairly say, that last Friday's great demonstration voices the opinion of all sections of the Indian community in Bengal.

Babu Deva Prasad Sarvadhikari, in moving the fourth Resolution, said that in doing so it was his duty in the first instance to give expression to the deep debt of gratitude they all owed to the Viceroy for having been pleased to give the Hon'ble Dr. Gooroodass

Banerjee an opportunity of rendering his country the signal service that he had been permitted and enabled to do. The manner and method of the appointment were in themselves a high, if unintentional, compliment to the distinguished Judge, and Lord Curzon had clearly deserved well of the community by deliberately adding to the Commission one who, in spite of his unobtrusive mildness, was known to be of unbending and unflinching independence of character and opinion, and who was not likely to give in when his country's best interests were at stake. If the present report and Dissent, with all the connected circumstances could, by any chance, be laid before an unbiased jury of English educational experts, Mr. Justice Banerjee's Dissent would receive much more vigorous and outspoken support than could be expected here. For themselves they could only accord them such support as lay in their power to extend, and this he asked them to do in the terms of the Resolution with all the emphasis and the earnestness they could command. The Dissent was a masterly and powerful presentment and enunciation of the popular and therefore the right view of the problems at issue and its author had earned sincere and lasting gratitude. The Resolution he had to move was as follows :—"That this meeting desires to accord its emphatic support to the Dissent of the Hon'ble Mr. Justice Gooroodass Banerjee so far as it goes as embodying the views of the Indian community and the meeting would call special attention to the following recommendations of the Commission as being open to the gravest

objections—(1) The fixing of the minimum rate of college fees by the Syndicate. (2) The abolition of the Second Grade Colleges which teach up to the First Arts Standard unless they are raised to the status of First Grade College teaching up to the B. A. Standard. (3) The establishment of a Central Law College and the disaffiliation of the present Law Classes attached to the Colleges. (4) The recommendation that a candidate for Matriculation should pass in certain subjects at the School Final Examination before he is permitted to pass the Matriculation examination which is no longer to be a qualification for employment under Government. (5) The curtailment of the authority of the Senate in the matter of the disaffiliation of Colleges and the recognition of Schools.

Moulvi Abdul Kashim, in seconding the resolution, said that the Indian Press were almost unanimous in expressing regret at the report of the Commission and disapproving of the recommendations made. Speaking as a Mahomedan graduate and as the representative of his co-religionists, he felt that the Commission's recommendations, if carried into effect, would injuriously affect the rising generation of the Mahomedan community. In conclusion he referred briefly to the principal recommendations of the Commission, and asked those present to carry the Resolution unanimously.

The Resolution was then put and carried unanimously,

The Indian Mirror, 24th August 1902.

পিতৃদেবের মৃত্যুর পর "প্রবাসী" পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কার্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা গুলি ছিল।

"লর্ড কার্জ্জনের আমলে যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসে, তিনি তাহার অন্যতম সভ্য নিযুক্ত হন। কমিশন সাক্ষ্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। তৎকালে অন্যতম ইংরেজ সভ্য পেড্‌লার সাহেব বলিয়াছিলেন, আমরা সবাই যখন একই প্রশ্নের পুনঃপুনঃ উত্তর শ্রবণে, এবং একই প্রকার আলোচনায় ক্লান্ত ও অমনোযোগী হইয়া পড়িতাম, তখনও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সজাগ ও সতর্ক থাকিয়া জেরা করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। কমিশন যখন এলাহাবাদে যায়, তখন প্রবাসীর সম্পাদক তথাকার একটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কমিশন ঐ কলেজ দেখিতে গেলে আমরা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলাম, এবং গুরুদাস বাবুকে নমস্কার করিয়া বলিলাম, "আমি আপনার সহিত একবার নারিকেলডাঙায় সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম।" তিনি বলিলেন "আপনাকে আমি চিনি," এবং এরূপ কোন কোন কথা বলিলেন, যাহাতে বুঝা গেল যে সেই সাক্ষাৎকারের কথা তাঁহার মনে আছে। তাহা তখন হইতে বহুবৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। বাস্তবিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিশক্তি খুব ভাল ছিল। কমিশন এলাহাবাদের পূর্ব্বোক্ত কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপনার শ্রেণী, যন্ত্রাগার, লাইব্রেরী, প্রভৃতি দেখিয়া যথাকালে ছাত্রনিবাস দেখিতে গেলেন। অন্য সভ্যেরা ভাসাভাসা রকমে দেখিলেন। গুরুদাস বাবু ছাত্রদের অধ্যাপকের ব্যাখ্যা আদি টুকিবার খাতা, পাঠচর্চ্চার খাতা, পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠার পার্শ্বে লিখিত টীকা টিপ্পনী, প্রভৃতি দেখিতে লাগিলেন, এবং কাহাকেও কাহাকেও দেখাইয়া দিলেন যে তাহারা যেরূপ নোট লইয়াছে

অধ্যাপক নিশ্চয়ই ঠিক সেরূপ বলেন নাই। এখনও মনে পড়িতেছে, তিনি কয়েকজন ছাত্রকে co-efficient কথাটির বানান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কারণ সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও খাতায় উঁহার ভুল বানান দেখিয়াছিলেন। প্রশ্নের উত্তরেও একজন কি দুজন ভুল করিয়াছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে। এইরূপ স্মরণ হইতেছে, কমিশনের এলাহাবাদে সাক্ষ্যগ্রহণের সময় গুরুদাস বাবুর সম্বর্দ্ধনার জন্য মাননীয় জজ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলার হাতায় একটি সান্ধ্যসমিতির আয়োজন হইয়াছিল। তাহার একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মনে পড়িতেছে। গুরুদাস বাবু একান্তে মৃদুস্বরে এই লেখককে জিজ্ঞাসা করিলেন, Mr. S. Sinha (ব্যারিষ্টার মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ) কি বাঙালী? অনুমান করি, জিজ্ঞাসার কারণ এই, যে, মিষ্টার সিন্‌হা বাঙালী হইলে উহাঁর সহিত তিনি বাংলাতেই কথা বলিবেন, এবং যদি তিনি বাঙালী না হন তাহা হইলে ইংরাজীতে কথা বলিবেন, এবং এমন কিছু বলিবেন না যাহা কেবল বাঙালীরই শ্রবণ ও আলোচনার যোগ্য। কারণ গুরুদাস বাবু দেশী ও বিলাতী পোষাক পরিহিত সব বাঙালীর সঙ্গে বাংলাই বলিতেছিলেন।

কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের সহিত গুরুদাস বাবুর কতকগুলি প্রধান বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় তিনি একটি স্বতন্ত্র মন্তব্য লেখেন। উহা রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র যাহাতে সংকীর্ণতর না হয়, এই মন্তব্যে গুরুদাস বাবু সুযুক্তি সহকারে তাহার চেষ্টা করেন। এই মন্তব্যটি লর্ড কার্জ্জন পছন্দ করেন নাই; শুনিয়াছি এই জবরদস্ত লাট এক গোপনীয় মন্তব্যে এ কথা লেখেন যে তিনি গুরুদাস বাবু এবং তাঁহার অযোগ্য মক্কেল কলিকাতার ছাত্র

(and his unworthy client the Calcutta student)-কে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না! (না দেখিবারই কথা; কুমৎলবে বাধা পড়িলে কে কবে বিঘ্নোৎপাদককে সম্মান করিয়া থাকে ?) সংবাদপত্রে কার্জ্জনের মন্তব্যের কথা প্রকাশিতও হইয়াছিল; কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে কোন প্রতিবাদ হয় নাই। যাহা হউক, গুরুদাস বাবুর এই স্বতন্ত্র মিনিট দ্বারা দেশের কিছু উপকার হইয়াছিল। তিনি সাধারণতঃ রাজপুরুষদের মতের বা কার্য্যের বিরুদ্ধে কিছু বলিতেন না, বা করিতেন না।

প্রবাসী—পৌষ ১৩২৫

Retirement from High Court.

Reason for Retirement.

The letter quoted below written in reply to a letter from Mr. J. A. Bourdillon, which is also quoted, gives the reason for the retirement.

Bangalore
December 23, 1903

My dear Dr. Banerjee

I am very sorry to read in the papers the announcement that you are about to retire from the High Court. I hope rest will soon restore you to health and that you may still be able to give the advantage of your

knowledge and experience in other departments of public work—there is so much to be done with the University during the next few months.

With best wishes for the New-Year believe me to be,

Yours very truly
J. A. Bourdillon.

Narikeldanga, Calcutta,
December 29, 1903

My dear Mr. Bourdillon

I thank you most sincerely for your kind note of the 23rd instant and for your kind wishes for me.

I am going to retire from the High Court not so much on account of ill-health, as from a feeling that I have been there long enough. I am glad to say that I am now much better than I was about this time last year; I have tendered my resignation because having served as a Judge for fifteen years, I think it is time that I should leave and some one else should take my place.

As a native of India I feel thankful to you for the interest you take in the problem of University reform in this country.

With best wishes for the coming New-Year,

I remain
Yours very truly,
Gooroodass Banerjee.

Appreciation of his work.

On Friday last, the 29th instant, the Chief Justice's Court room was crowded with members of the legal profession who had gathered together to bid farewell to Mr. Justice Banerjee. All the Judges took their seats on the Bench and Mr. Justice Banerjee was given the seat of honour in the centre, supported by Sir Francis Maclean Chief Justice, on the right and Sir Henry Prinsep on the left. Babu Ram Charan Mitter, the Senior Government Pleader, read an Address on behalf of the Vakeels of the High Court. The address printed in gold on parchment was then enclosed in a handsome silver casket inlaid with gold and presented to His Lordship. The Advocate-General followed and addressed His Lordship on behalf of the members of the Bar. Mr. Justice Banerjee then replied. Then all his colleagues on the Bench shook hands with him and the proceedings terminated. The Address and speeches are given below.

The Address was in these terms:—

To the Hon. Gooroodass Banerjee, M. A. D. L., one of the Judges of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal. My Lord,—It is with feelings of the deepest sorrow that we, the Vakeels of this Court, approach Your Lordship to bid you farewell on the eve of your retirement from the Bench, which you have so conspicuously adorned for the last fifteen years. Your career as a Judge has been characterized throughout by profound learning, great ability, thorough conscientiousness, marked independence, untiring patience, and

uniform courtesy qualities by which you have always inspired confidence in the public mind and commanded the respect and admiration of all branches of the profession. Your successful and brilliant career as a Judge is a source of pride to the members of the profession to which you belonged, and will always be an illustrious example to that body. In common with the public, we realise in your retirement a heavy loss to the country. While discharging your arduous duties as a Judge, you have not been sparing in your labours for the advancement of the country in educational and other matters. As the first Indian Vice-Chancellor of the Calcutta University, you secured to the graduates of the University many valuable privileges and you have always worked for the welfare of our youths with singular wisdom and zeal. Your private life has throughout been a model to our countrymen while your public career in all its phases has been worthy of the highest praise. And now in taking leave of you, we fervently hope and pray that many years of health and strength may yet be vouchsafed to you to work with greater vigour in the various spheres of usefulness in which you have always moved.

The Advocate-General (Hon. J. T. Woodroffe) said :—

Mr. Justice Banerjee, this afternoon I learnt that the Vakeels' Association was about to present this Memorial and I and my fellows at the Bar received an invitation to be present. That invitation we most gladly, yet with feelings of the deepest regret, accepted.

Upon the tomb of one of the noblest of her sons whom England has given to India is to be found inscribed the epitaph "He tried to do his duty." No man can have a higher aim and no man can honestly say more of himself than that. Happy indeed is he if he is able to say it, for when the time of reckoning comes we are all conscious how utterly we have failed to discharge the duties imposed on us. But you, My Lord, have tried, and nobly tried, and so far as the Bar can see, have succeeded in discharging the duties which you took upon yourself. The Address which has been read to us describes in no exaggerated language your character and your ability as a Judge. I will only say so far as my experience goes, which extends over the whole time of your Lordship's career as a Judge, never have I heard a single suitor complain that full justice had not been done to him by Mr. Justice Gooroodass Banerjee, that his case has not been listened to with attention, all the arguments weighed and every effort made to understand what it was, and he felt if the case was decided against him it was rightly decided. You have also shown a character of independence. You have spoken when silence might have pointed out the line of least resistance. You have been throughout your career as a pleader and a judge, if I may be permitted to say so, most eminently straightforward, honest, and conscientious. My Lord, I reckon for myself and I think I express the opinion of the Advocates of this Court, that we have got to reckon you as one of the dear friends whom we have made.

I remember you, My Lord, when you first began here and we worked together during many years before Your Lordship was called to the Bench, and therefore I do feel for myself and for those who shared with me the great privilege of having known you, the extreme sorrow which we feel on your retirement. We now bid you farewell and trust that so many of us as remain here will still have opportunities of meeting you.

Mr. Justice Banerjee replied as follows :—

Mr. Advocate-General and learned members of the Bar, Mr. Senior Government Pleader and members of the Vakeels' Association,—You have been pleased to say many good and kind words concerning me with much warmth of feeling and I trust you will excuse me if imbibing the warmth of feeling about me I say anything which cool reason may not strictly approve. We merit praise the most when we want it the least and we are utterly undeserving of it if we actually seek for it. Now whilst there are many who may not stoop so low as to seek for praise as an incentive for doing their duty it is only a few who can aspire so high as to be able honestly to say that the inward satisfaction of having done their duty perfectly well, places them above all praise. And to the former therefore good words coming from those whose opinions they value, after their work is done, always give gratification. Much as I have striven, much as I may wish to be one of the fortunate few, I feel that I am only one of the ordinary many with the common imperfections

and infirmities of man and I must therefore gratefully acknowledge that the very kind words which you have been pleased to say about me at a time when my work in this court is over, must be a source of great satisfaction to me. But I should ill deserve your kindness if I were to appropriate to myself the many good things you have said as being wholly my due. I am fully sensible of the fact that a good portion of it is attributable to that indulgence with which generous minds view the merits and demerits of others at parting moments. I must also freely own that of what may apparently stand to my credit for any good work done, a very large share belongs to you for the help you have always rendered me in doing that work. I must not here forget what the *Geeta* in a somewhat different connection reminds us of when it says "Deluded by self-conceit we often consider ourselves the authors of work which is really done by the agencies of nature." I say this not from any affectation of humility but from a conviction of its truth for though intolerance of inopportune contradiction or impatience of unnecessary delay may sometimes make us look with disfavour upon forensic arguments it is beyond question that the help which the Bar renders to the Bench is invaluable. I do not say that the mode in which that help is rendered may not in some cases be susceptible of improvement but taking things as they are it must be admitted that the value of the help you render to us can hardly be overestimated. You spend much of your time to save ours and if you take a one-sided view of

things, a searching one-sided view from each of two opposite points of view affords the best guarantee that nothing worthy of consideration has been missed on either side. I have been up to this point addressing you Mr. Advocate-General and you Mr. Senior Govt. Pleader jointly. Now I wish to say a few words to Mr. Advocate-General and to the Calcutta High Court Bar which you so worthily represent. Not having had the honour of belonging to that branch of profession which you lead I had no reason to expect from you that consideration of my work which the other branch of the profession of which I was a member might show. I therefore value your kind words all the more. You have very feelingly alluded to those days when you and I personally had to work together. Let me assure you Mr. Advocate-General that looking backwards I recall to mind those hours as some of the best, the pleasantest, the happiest hours of my life. Your kind words, to my mind, are also evidence of that friendly relation which has always existed between the two branches of the profession in this Court and which should exist for the welfare of both. Working harmoniously together, following your best traditions in the past, and keeping pace with the progress of time in the future, may you all go on helping the efficient administration of justice which is one of the highest blessings that the country can enjoy under British Rule.

Calcutta Weekly Notes,
Feb. 1st 1903.

Government House, Calcutta.
January 30th, 1904.

Dear Mr. Banerjee

I have been reading in the newspapers the very honourable and befitting tributes which were paid to you in the High Court yesterday on the eve of your retirement from the Bench. As the Head of the Government at the time when this event so universally regreted takes place, I should like to add my word of congratulation and thanks to you for your long and distinguished career of public service, and of good wishes in whatever sphere of activity and usefulness (for you could not remain idle) your leisure may tempt you to embark.

When I first arrived in Calcutta I was informed that there was on the Bench of the High Court an Indian Judge who to personal high character and the intellectual aptitudes of his race, added a profound acquaintance with the principles of Western Jurisprudence and in whose mind and speech might be observed a quite remarkable blend of the best that Asia can give or Europe teach. When I made his acquaintance, I learnt that this description was correct and now that he is about to retire from public life, I cannot dissociate myself from the valedictory tributes that are being paid to one who has been such an ornament to his profession and his country.

I am, Dear Mr. Banerjee,
Yours very truly,
Curzon.

Reply to the above :—

Narikeldanga, Calcutta,
31st January, 1904

My Lord

I received last evening Your Excellency's kind letter.

I donot know how to express adequately my deep feeling of thankfulness to your Excellency for the exceedingly kind terms in which you have been pleased to speak of me and of my humble services to the public. I will only say that it is my singular good fortune that my retirement from service takes place at a time when there is at the head of the Government a statesman and a scholar of rare ability and attainments, who amidst the engrossing duties of his high office, and while grappling with some of the most difficult problems that can occupy the attention of a ruler, could find the time and feel the inclination to discern any little merit that there may be in an humble individual like myself, and who, if he is inflexibly severe to all that he deems bad, is indulgently sweet to whatever has the least claim to be considered good.

I remain, My Lord,
Your Excellency's humble
and obedient servant,
Gooroodass Banerjee.

High Court, Bombay,
31st January, 1904.

My dear Banerjee

To-morrow I believe witnesses the severance of your long, valued and honourable connection with the Calcutta High Court, and as a former colleague and a sincere admirer, I cannot let the occasion pass without a word. It will not be without a wrench that you leave the Court, or that your colleagues part with you; but the time, I suppose, must come to all busy men—at least to such as reflect on things—when they yearn not for ease but for a fuller chance of thinking out for themselves, and seeking after the greater truths of life. If it be within their power to satisfy this yearning, then they may be accounted happy; and in this view I felicitate you though not without regret that time has passed so quickly.

Into your retirement you will carry the good wishes of many colleagues past and present, but none more genuine than those of your sincere friend.

Lawrence Jenkins.

Reply to above :—

Narikeldanga, 3rd February, 1904.

My dear Sir Lawrence

I have received your kind note of the 31st January last and I thank you most heartily for the kind words you have said of me and the good wishes you have expressed for me.

The best part of your letter remains however to be acknowledged and I know not how to thank you adequately for that. It is that part of the letter in which you so feelingly allude to the yearning for search after the higher truths of life as being the real reason for retirement with reflecting minds. In referring to this you have pointed to the true Brahminical ideal of retirement. You have acted towards me the part of a true and valued friend and you touched a cord which has been vibrating long and which will go on vibrating till it breaks.

I cordially thank you for your felicitating me on my chance of satisfying the yearning you have so touchingly alluded to but I tremblingly stop with the question—will that satisfaction ever come ?

Yours ever sincerely,
Gooroodass Banerjee.

The retirement of Mr. Justice Banerjee today causes a vacancy which will not easily be filled up. He is a great and good man, and was a learned and upright Judge. The story of his life is the story of the triumph of an honest, upright and brilliant career unblemished by a single dark spot either in public or private life, and of success resulting from the constant domination of higher over lower springs of action. Mr. Banerjee is a self-made man and that is a type which the modern man always admires. Such admiration changes into reverence when one finds, that in the storm and stress of the modern struggle for existence, there are men who can in their

actions harmonise the two distinct and often opposed interests of self-advancement and the advancement of the community to which they belong.

His father Babu Ram Chandra Banerjee was Head Clerk in the firm of Messrs Kerr and Tagore which afterwards was incorporated with that of Messrs Gordon Stewart & Co. The father died when he was only 3 years of age and the credit of his future success belongs solely to the admirable tact and care of his mother. The death of his father left the family in straitened circumstances and the poor widow often deprived herself of the bare necessities of life to provide for the education of the child. His mother not only kept before her son high ideals of virtue and piety, but her daily actions were living examples of a pure, pious, and disinterested existence. Gooroodass never forgot the debt he owed to his mother's loving care and guidance and it was a source of great joy to him to adore her as a household goddess which a good Hindu mother always is in the eyes of her dutiful children. Her death in 1889 gave such a shock to him that it brought on physical prostration from which it took him long to recover.

* * * *

In 1868 during his stay at Berhampore he presented himself at the P. R. S. examination, that being the first year in which this examination was held. In this he was beaten by the late Babu Ashu Tosh Mookerjee also a distinguished graduate of the Calcutta University. But it is not intellect alone that secures success in life. The qualities of character are often more potent in determining the greatness of a man than the mere sharpness of his intellect. It is the

harmonious combination of both that has made Gooroo Dass an object of pride to his people and of common regard to all communities, while after a transient academic triumph his rival's career has been wrapped in the intensity of darkness that follows a flash light.

It was through the particular desire of his mother that Dr. Gooroodass returned from Berhampore towards the end of 1872 and joined the Calcutta High Court.

* * * *

While Dr. Gooroodass was distinguishing himself at the Bar one noticeable feature in his career was that he never sold his soul to merely professional success or to an all absorbing passion for self-preferment. Like every right-minded man he recognised that outside the profession he owed duties to his people and his country. He, like Telang, Badruddin Tyabji, Ranade, Chanda Varkar, has always striven to do his duty as a citizen in the best interests of the people and the country to which he belonged. This not only raised him considerably in public estimate but also in the estimate of the Judges and the then Chief Justice Sir Comer Petheram. It is to be little wondered therefore, that when an opportunity presented itself, the Government acting on the suggestion of Sir Comer was only too glad to annex the services of so good a man and so able a lawyer for the credit of the High Court Bench in 1888.

During his 16 years' work on the Bench, he endeared himself to everybody by his unvarying kindness, consideration and unfailing courtesy and was held by all in high regard as a Judge owing to his strong sense

of justice, his great learning and the conscientious discharge of his duties. His judgments are always very thorough and learned and though in some instances the conscientious labour and study that he devoted to them tended to make them a little too technical yet their value as contributions to the legal literature is well recognised.

*   *   *   *

The natural gentleness of his character and his essentially Hindu spirit of never making himself unnecessarily hurtful to others, be it his colleagues on the Bench or Counsel of the Bar, have perhaps sometimes been mistaken for weakness. But all the same whenever any substantial question of Law or Justice was concerned it will be admitted by all that he never gave in to such considerations and stood firm to the call of duty. This is borne out by his dissentient judgments in Court as also by his able note of Dissent in the report of the Universities Commission.

There is one phase of Mr. Justice Banerjee's character without noticing which no sketch of his life would be complete. Throughout this period of transition when everything old is regarded as superstitious, when the advent of Western Civilisation has brought new ideals of religion amidst us, he has continued in the religion of his forefathers rigidly following the ceremonials and strictly adhering to the usages of his caste. * * *. All the same the fact that he has lived a highly moral life according to his own ideals has made him uniformly respected by people of every creed, caste and

religion. His is such a simple and unassuming nature and in him the qualities of the heart and mind, character and intellect are so harmoniously blended that any nation may feel proud of the birth and growth of such a personality amongst them.

*(Calcutta Weekly Notes
Dated 1. 2. 1904)*

Knighthood.

He received his Knighthood in June 1904.

Some letters of congratulation are reproduced below.

**1 Carlton House, Terrace, S. W.
June 24, 1904.**

Dear Sir Gooroodass Banerjee

I need only add to the letter which I wrote to you upon your retirement that it has been a sincere pleasure to me to set the seal of the Sovereign's approval upon your long and honorable career by proposing you for the Knighthood which is announced in today's Gazette and which I hope that you may live long to enjoy.

Yours very truly
Curzon.

14 Loudon Street, Calcutta
June 26, 1904.

My dear Banerjee

I ask you to accept my most cordial congratulations on the honour recently conferred upon you by His Majesty. It is specially pleasing to myself to find that the long and meritorious public services of so valued a friend and colleague have been recognised and I am confident that such recognition will be welcomed by your numerous Indian and European friends.

I can only wish you many years in which to enjoy it and subscribe myself.

Your sincere friend
Francis W. Maclean.

London E. C.
30th June 1904.

My dear Banerjee

I hope you will accept the sincere congratulations of your late younger brother in the Court on the well-merited honour conferred upon you in the Birth Day Gazette. I am quite sure that the news must have been received with pleasure by all who know you personally and officially, as it certainly was by myself. Apart from all other considerations, I am very pleased to welcome so conspicuous a refutation of the assertion which we so frequently see and hear that honours are reserved for those who seek them even at the cost of their independence and self-respect.

* * *

Believe me
Yours sincerely
J. F. Stevens.

The Reform Club
London S. W.
30th June 1904.

My dear Banerjee

Allow me to offer you my warmest congratulations on the well deserved honour His Majesty has conferred on you. And I wish you a long life to enjoy it.

With the best wishes for you and yours

I remain
Yours sincerely
Ameer Ali.

St. Xavier's College
25th June 1904.

My dear old friend

You will believe me when I tell you how happy I am to see His Majesty recognizing publicly your long and loyal services on the Bench and in all matters connected with Education. Your manly independence, I am glad to say, has not deprived you of a just reward and I congratulate you heartily for an honour which you did not seek, but which you so well deserve.

Very sincerely yours
E. Lafont.

Madras
25-6-1904.

Dear Sir

As one of your humble admirers in the South I beg to be allowed to tender my hearty congratulations to you on the Knighthood conferred by the Government. When

I called on you last Monday, you thought you were not likely to be very much in the favour of the Government. But the announcement in the Gazette shows that your valiant championship of the people's cause has been rightly appreciated. I hope your misgivings are not well founded and your wisdom and experience will be frequently utilised by the Government to its own advantage and that of the community.

I remain
Yours faithfully
P. S. Sivaswami Aiyer.

Nagpur
25th June 1904.

My dear Sir

Please accept my very sincere congratulations on the honor you have received at the hands of Government in the Birthday Honors' List. It is a deserved compliment to your many admirable qualities, as also to your devoted labours in the cause of Justice and Education. The whole of India claims you as one of its brightest citizens and I need not say that this gracious recognition of your merit will gladden the hearts of every true Indian. I need not say how glad we who know you are, and as one who has received much kindness at your hands, I beg to send this message of congratulation and good will for the honor you have now received.

With many kind regards
Yours very truly
G. M. Chitnavis.

The Prasad
June 24, 1904.

My dear Dr. Banerjee

It has afforded me very great pleasure to see in this day's *Englishman*, the announcement that it has pleased our Gracious Sovereign to bestow on you the personal distinction of Knighthood, an honor which, it will be unanimously admitted, could not have been better or more deservedly bestowed. You will remember that it was only a very few days back that in the course of conversation with you, I was referring to this subject with an expression of surprise at the seeming want of recognition, on the part of the Government of your eminent services, and you can well imagine with what unfeigned delight I find my fondly cherished hope so soon realised. Allow me to offer you my warmest congratulations, accompanied with my hearty wish that you may live long to enjoy the distinction and continue to serve your country with that whole-hearted devotion which has hitherto characterized your distinguished career, though it may now be in a different sphere of action.

Yours sincerely
Joteendra Mohan Tagore.

Uttarpara
June 24, 1904.

My dear Sir

It is with no small pleasure that I find that you have been Knighted. In the consideration of your countrymen

you enjoy much higher honours than what Government can confer on you. Yet it is a matter for felicitation to your friends that Government has not been slow to honour one held in such high esteem by them.

Yours sincerely,
Peary Mohan Mukherjee.

8/2 Loudon Street, Calcutta
June 24, 1904.

Dear Sir Gooroodass

Accept the sincere congratulations of an honest admirer of your life and career on the recognition of your long and meritorious work for our country by the Government of the day. Titles can add nothing to the claims which you have on the esteem and respect of your countrymen, but none the less your countrymen sincerely rejoice when they find a great and a good man among themselves deservedly honoured by the powers that be.

My personal relations with you, and my respect for your abilities and character stretch back through a period of forty years. I sat at your feet as a humble learner in the Presidency College in the olden days; I have watched your distinguished career first as a member of the Bar and then as a Judge of the High Court with admiration; and I have watched with still greater admiration your endeavours to help all public movements and your devotion to the cause of our country all this time. And if any thing can add to these claims to our

esteem and affection it is the simplicity and purity of your private character, the charm and beauty of your private life, which is an example to your countrymen.

A moderation which conciliated opponents, a sweet reasonableness which disarmed opposition, combined with an unflinching and unwavering adherence to the principles which you held to be true and correct, have ever marked your high and useful career. As a Judge of the High Court you won the esteem of the nation; as Vice-Chancellor of the Calcutta University you helped the education of younger generations; and I have still more pleasant recollections of the kindly and sympathetic help which you descending from your high position rendered to us in encouraging and helping the formation of a healthy Bengali Literature. The example of your life-work will live among our countrymen as a valuable asset and as an inspiring memory.

Pardon me for writing all this; it is not often that I have time to indulge in sentiment in the midst of my laborious work. But your name in the papers yesterday called back to my mind memories of nearly forty years and if I have written down hurriedly what I felt, you will no doubt overlook the indiscretion of one who was your old student and is now your humble fellow worker.

Believe me
Ever yours sincerely
Romesh Chandra Dutt.

শ্রীশ্রীহরি
শরণম্

শ্যামবাজার
২৪শে জুন ১৯০৪।

যথাবিহিত সম্মান পূর্ব্বক সবিনয় নমস্কার নিবেদনমিদং—

দেশীয় সর্ব্বসাধারণে যেরূপ ভক্তিভাবে আপনার সম্মান করিয়া থাকেন, সম্রাট বাহাদুর Knight উপাধি দিয়া সেই সম্মানের অনুমোদন করিয়াছেন, ইহাতে যে যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি তাহা লেখা বাহুল্য। শ্রীশ্রী৵ নিকট প্রার্থনা করি সুস্থ শরীরে চিরজীবী হইয়া এই সকল সম্মান ভোগ করুন। অধিক আর কি লিখিব। ইতি—

আপনার উন্নতি প্রিয়
পরম বন্ধু
শ্রীমহেশচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

সাহিত্য পরিষদ
তৃতীয় মাসিক অধিবেশন
৮ই শ্রাবণ ১৩১১ (২৩শে জুলাই)

সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ, সভ্য নির্ব্বাচনের পর নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

"বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য ও বঙ্গ সাহিত্যের অনুরক্ত ভক্ত স্বদেশ বৎসল নানা শাস্ত্রবিৎ সর্ব্বজনপ্রিয় পরম ধার্ম্মিক সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, মহোদয়ের মহামান্য হাইকোর্টের বিচারাসন বহুদিন অলঙ্কৃত করিয়া অবসর গ্রহণান্তে

রাজ সম্মান লাভ উপলক্ষে সাহিত্য পরিষদ পরম আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদের প্রার্থনা যে, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বদেশের ও স্বদেশীয় সাহিত্যের কল্যাণ অনুষ্ঠানে নিরত থাকুন।”

সভাপতি মহাশয় এই প্রসঙ্গে মান্যবর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণকীর্ত্তন করিয়া উপবেশন করিলে উপস্থিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক অতীব আহ্লাদ সহকারে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল।

Handing over of the Letters Patent.

On the 29th of November last, His Honour the Lieutenant-Governor of Bengal, under instructions from the Government of India, handed over to Sir Gooroodass Banerjee the Letters Patent of Knighthood, lately conferred on him, before an assembly of friends. Sir Andrew Fraser very fittingly referred to the retired Judge as occupying the highest place in the esteem and affection of his fellow citizens in Calcutta and of many far beyond the confines of this city. It has been a matter of wonder to all good citizens of Calcutta and to many far beyond that such an eminent Judge and worthy citizen was not honoured when he was on the Bench. But now that the Government has redeemed its honour by honouring a man who will be a credit to any community, we need not look back and dwell on the past. Let us hope that in future only such men should be honoured as reflect lustre on the title and not the title on the man.

Sir Andrew Fraser at this very pleasant ceremony alluded in very graceful terms to the career of this our friend, philosopher and guide. It is very pleasing to note that His Honour touched the very keynotes, that will find a response in every heart, in reviewing the life and career of this great and good man. His career as a Judge may be forgotten, but his life and character will always have an abiding interest to all, be he a lawyer or no lawyer. We feel, therefore, no hesitation in publishing below the full text of the Lieutenant-Governor's speech.

Lieutenant-Governor's speech.

Sir Francis Maclean and gentlemen:—We meet together in what may be described in the Indian language as a demi-official meeting. There is undoubtedly something of the official element in it; for I am called upon by the Government of India in my official capacity to discharge one of the most pleasant duties which can fall to the Lieutenant-Governor of this province. At the same time this assembly, distinguished and representative as it is ought rather to be regarded as an assembly of friends than as an official assembly. I asked Sir Gooroodass Banerjee what gentlemen he would like to have present on this occasion, and he mentioned the Hon. the Chief Justice and the Judges of the High Court and a number of other gentlemen whom he regarded as personal friends. All these I have invited to be present, and we meet together as friends of Sir Gooroodass Banerjee. Sir Gooroodass was born over sixty years ago; and

the story of his life seems to be worth telling. I do not intend, however, to detain you with a long speech; for, after all, most of you know Sir Gooroodass longer than I have, and are better acquainted with him.

I read with great interest a brief sketch of his life and career which appeared in the Calcutta Weekly Notes for the 1st February, a paper which also contained an account of the very pleasant proceedings in Court on the 29th of January, in connection with Sir Gooroodas's retirement. The sketch of Sir Gooroodas's life, to which I have referred, must have been written by an intimate and appreciative friend, and has made a great impression on my mind. The picture of a pious father teaching his infant son to chant the sacred verses of the *Geeta* is very attractive; that father died when the boy was only three years old, but the training of the boy was undertaken by a worthy mother, the description of whom is very touching in the article to which I have referred. She lived to see her son raised to the Bench, and occupying the highest place in the esteem and affection of his fellow-citizens in Calcutta and of many far beyond the confines of this city. One can easily understand from the description of Sir Gooroodas's training, not less than from the high character which that training produced in him, the deep concern he has always evinced in the religious and moral interests of young men.

Sir Gooroodass had a distinguished career in the school, where he stood first in the class examinations and

secured a scholarship in the Matriculation. He entered the Presidency College and had a very distinguished University career. He practised for some time at Berhampore where he was a Law Lecturer in the local College. But in 1872 he came to Calcutta and joined the High Court. He took his degree of Doctor of Law five years later, and in the following year delivered the Tagore Law Lectures on the Hindu Law of Marriage and Stridhana. In 1879 he was appointed Fellow of the University of Calcutta; and in 1887 he was nominated to the Bengal Legislative Council. In 1888 he was raised to the Bench at the age of 44; and in 1902 he was appointed a member of the Universities' Commission. He has borne throughout his whole career a high character for capacity, devotion to duty, and uprightness. He has retired from the Bench after fifteen years' tenure of office, while he has still a great deal of vigour, which, we may confidently expect that he will use in advancing the best interests of his fellow countrymen. He is not going to be an idle man. I have just been reading the work on Education which he has recently published. It is a pledge of the efforts he is still to make to advance the best interests of youth.

I have never had occasion to appear before Sir Gooroodass Banerjee either in a criminal or a civil case, but his reputation as a Judge is known to us all. My acquaintance with him arose from the deep interest he has taken in the student life of Calcutta. I think that it was in connection with the Calcutta University Institute that I first met him. I know the deep interest

that he has taken in the welfare of the students. I rejoice to think that my own views are very much identical with his in regard to education; and I regard it as no small honour and privilege to have been associated with him in some of his work of wisdom and beneficence. As representing this province, it is a very great pleasure to me to find that his distinguished services have been recognised by the Sovereign whom we serve. I propose now to comply with the orders of the Government of India and hand over to Sir Gooroodass the Letters Patent of the Knighthood which has been conferred upon him. With your permission I shall now read the Letters Patent and offer in your name and mine the heartiest congratulations to Sir Gooroodass Banerjee.

The gentlemen present then rose and remained standing while His Honour read the Letters Patent as follows :—

"*Edward Seventh by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British dominions beyond the seas, King Defender of the Faith, to all to whom these presents shall come greeting. Know ye that we of our Special Grace, certain knowledge, and own motion have given and granted and by these presents we give and grant unto our trusted and well-beloved Gooroodass Banerjee Esq; M. A. D. L. lately a puisne Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal, the degree, title, honour and dignity, of a Knight Bachelor, together with all rights, privileges precedents and advantages to the same degree, title, honour and*

dignity belonging and appertaining. In witness whereof we have caused our letters to be made patent. Witness ourself at Westminster, the eighteenth day of July in the fourth year of our reign. By warrant under the King's Sign Manual."

Calcutta Weekly Notes,
5th December 1904.

Connection with different Institutions.

Calcutta University.

Life-long Connection

Since he entered the University as a college student in 1860 his connection with it, either as a student, or as a Lecturer teaching students, or as a Senator, was life-long except the period from 1873 to 1876.

Student in the Presidency College	1860 to 1865
Lecturer in the Presidency College, General Assembly's Institution, and Berhampore College	1866 to 1872
Passes the Examination of Honours in Law	1876
Obtains the Doctor's Degree in Law	1877
Tagore Law Professor	1878
Member of the Senate	1879 to 1918 (till his death)
Member of the Syndicate	1885 to 1889
Moderator in Arts	1885 to 1889
Vice-Chancellor	1890 to 1892
President of the Board of Studies in Mathematics	1890 to 1895
Do. Sanskrit	1905 to 1906
Do. Sanskritic Languages	1907 to 1910
Do. Teaching	1909 to 1915 and 1917 to 1918
Dean, Faculty of Law	1912 to 1913
Examiner M. L. Examination	1907 to 1918

"At the age of seventy he consented to be Dean of the Faculty of Law and performed his work with wonderful devotion. Only last year he consented to examine an elaborate thesis presented for the degree of Doctor of Law, and during a few weeks before his death he prepared a paper for the examination for the degree of Master of Law.

He was a constant attendant at our meetings, but it would be a mistake to suppose that he graced this assembly by mere physical presence. As we all know he had before he came to the meeting, carefully read every relevant paper and was armed with every information and argument, which made him a formidable opponent and a powerful ally in debate."

(Extract from speech of Sir Ashutosh Mukherjee at the special meeting of the Senate held on 30. 12. 18.)

Honorary Doctor of Philosophy.

In Commemoration of the Jubilee of the University in 1908 the Honorary Degree of Doctor of Philosophy was conferred upon him and the following statement was recorded by the Syndicate as indicating the eminent position and attainments by reason of which he was a fit and proper person to receive such Degree.

SIR GOOROODASS BANERJEE Kt. M. A., D. L.

Member of the Senate of the Calcutta University (1879—1908) ; Member of the Syndicate (1885—89) ; Vice-Chancellor (January 1890—December 1892) ; President of the Board of Studies in Mathematics (1890--95) ;

In Sanskrit (1905—6); In Sanskritic Languages (1907). For many years President of the Central Text Book Committee. Member of the Indian Universities Commission (1902). Member of the Bengal Legislative Council (1887—8). Judge of the Calcutta High Court (1888—1904). Author of Hindu Law of Marriage and Stridhan (Tagore Lectures 1878). Education, and of Text books on Mathematics which have facilitated a rational study of that subject.

Minutes of the Syndicate for 1908, P. 127.

Endowments.

JATINDRA CHANDRA MEDAL AND PRIZE.

On the 30th April 1892 Sir Gooroodass Banerjee made over to the University Currency Notes for Rs. 1000 for the purpose of creating an endowment for the annual award of a silver medal and a prize in memory of his son Jatindra Chandra Banerjee, who was born on the 25th November 1881 and died on the 26th April 1892, while a student of the Hare School on the following conditions.

1. That a medal be awarded to the candidate who stands first at the Matriculation Examination.

2. That a prize consisting of useful books to be selected by the candidate who wins it be awarded to the student of the Hare School who passes the Matriculation Examination most creditably.

3. That the names of the Medalists and the Prize-winners be published in the Calendar.

Calcutta University Calendar, 1920-21, Page 194.

SONAMANI PRIZE

On the 3rd December 1889 Sir Gooroodass Banerjee made over to the University a G. P. Note of the 3½ per cent loan of 1865 of the value of Rs. 1000 for the purpose of founding a prize in memory of his mother, Srimati Sonamani Debi, on the following conditions.

1. That the Prize be called the Sonamani Prize.

2. That it be awarded publicly at the annual Convocation for conferring degrees, to the candidate who stands first in the M. A. Examination in Sanskrit.

3. That the Prize consists of books relating to the Sanskrit language or literature to be selected by the candidate entitled to the same.

4. That the names of the Prize-winners be published in the University Calendar.

Calcutta University Calendar, 1920-21, Page 245.

SIR GOOROODASS BANERJEE PRIZE

Babu Haran Chandra Banerjee M. A., B. L. placed at the disposal of the University on behalf of himself and other executors of the Will of the late Sir Gooroodass Banerjee Kt. M. A., D. L., Ph. D., a Government Promissory Note of the 3½ per cent loan of 1854-55 of the face value of Rs. 1000 on the condition that out of the interest thereof, prize books are awarded annually to the student who will secure the highest place at the M. A. or M. Sc. Examination in *Vyavaharik Manovignan* (Experimental Psychology).

The offer was thankfully accepted by the Syndicate at its meeting of the 11th April 1919.

Calcutta University Calendar, 1920-21, Page 262.

Indian Association for the cultivation of science.

His connection with this institution is set forth in the following resolution moved by Raja Peary Mohun Mookherjee C. S. I., M. A., B. L., the President of the Association at the Special General Meeting held in honour of his memory on the 13th December 1918.

"That this Association desires to put on record its sense of profound sorrow and of the irreparable loss it has sustained by the death of its Senior Vice-President, the late Sir Gooroodass Banerjee, who was a member of the Association at its original foundation and served on the Committee of Management for fortyone years, and as a Vice-President for nearly twenty years. Through this long period, Sir Gooroodass Banerjee was one of the most active supporters of the Association, took the liveliest interest in its work, contributed liberally to its funds (1) and lent the weight

(1) He was a life member of the Association
Contributions—
April 1876—Rs 100
April 1892—Rs 550 (Jatindra Chandra Prize)
August 1896—Rs 1000 (Ripon Professorship)
February 1904—Rs 1000 (Victoria Professorship)
February 1904— Rs 1000 (Hare Professorship)
November 1906—Rs 100 (Dr. Sarkar Memorial.)

of his influence on its behalf. He was ever unfailing in his presence at the meetings of the Association and of its Committee of Management, and his weighty counsel was most highly valued. To the workers of the Association, his death comes as a poignant personal sorrow.

"Inspiring deep respect and affectionate veneration in all those whose privilege it was to meet him, his presence at the meetings of the Association grew up to be a source of strength which was ever looked forward to, and has now to its irreparable loss, been removed. He has, however, left an imperishable memory of a life well and truly spent in the most beneficent activities, not the least of which was his constant guidance of the work of the Association, in securing educational and scientific progress. Sir Gooroodass has left the country richer than what it was before, for the richest legacy which a man can leave to posterity is the example of his life and character. His peaceful death after a life of strenuous work at an advanced age with the solace and hopes of a pious Hindu offers no palliation to the sorrow of his countrymen who in every social and educational function, will sadly miss his genial personality, the spirit of *noblesse oblige* and the wise counsel of a man who had made himself eminently useful in his native land."

In 1900 Dr. Mahendra Lal Sircar wrote to him the letter quoted below.

51 Sankaritala
Calcutta, 3rd September 1900.

My dear Dr. Banerjee

I do not know how to thank you sufficiently for what you have done and are doing for the Science Association. My hopes of its permanency are reviving now that I have got one worthier than myself to second my humble efforts.

Believe me
Ever sincerely yours
Mahendra Lal Sircar.

Calcutta University Institute ***originally started under the designation*** **Society for the Higher Training of Young Men.**

The following extracts from reports show that he was intimately connected with this institution from its inception till his death.

First report <August 1891 to December 1892>

The Government of India published two Resolutions on the subject of moral training in Government Schools, one in December 1887 and the other in August 1889.

Babu Protap Chander Mozoomdar wrote a note on the subject in September 1889 the last paragraph of which ran as follows :

In conclusion I beg to point out the advantage of calling into existence a permanent Committee in connection with the subject of moral training. The Committee ought to be strong and independent, consisting of educational officers, representative citizens and partly of men with avowed religious principles.

* * * *

A series of lectures by eminent Native gentlemen was organised. The lectures were delivered by Dr. Mahendra Lal Sarkar, Mr. Justice Gooroodass Banerjee, Babu Kali Charan Banerjee and Babu Protap Chander Mozoomdar in the months of November and December 1890.

Later on circular letters were addressed to the Fourth year students of colleges, inviting them to appoint delegates from the list of their M. A. and B. A. candidates to the conference which was held on Thursday the 31st August 1891 at the Sanskrit College.

Besides the 31 delegates that attended the following gentlemen among others were present. Hon'ble Justice Gooroodass Banerjee, Mr. H. Lee, Chairman Calcutta Corporation; Babu Bankim Chandra Chatterjee; Pandit M. Nayaratna, Principal Sanskrit College; Babu Surendra Nath Banerjee; Rev. J. Edward, Principal G. A. Institution; Rev. A. P. Begg, Principal L. M. S. Institution; Rev. H. Stephen, Principal Free Church Institution; Babu Umesh Chandra Dutt, Principal City College and Babu Debendra Chandra Ghosh.

Babu Protap Chander Mozoomdar, who was voted to the chair explained the objects of the conference.

The following resolutions were then passed. (1) That a society for the moral improvement of young men be established under the name of "Society for the Higher Training of Young Men". (2) That the work of the society be divided into three sections viz. (i) Athletic Exercises ; (ii) Literary Culture ; (iii) Purity of character and that the sections be under the presidency of the following gentlemen viz, Mr. H. Lee, Babu Bankim Chandra Chatterjee, and Babu Protap Chander Mozoomdar.

The inaugural meeting of the Society for the Higher Training of Young Men was held at the Town Hall on the 31st August 1891 under the presidentship of Hon'ble Justice Tothenham. The meeting was addressed by Babu Protap chander Mozoomdar, Hon'ble Justice Gooroodass Banerjee, Mr. Lee, Moulvi Abdul Jubbar and Babu Kali Charan Banerjee.

Hon'ble Justice Gooroodass Banerjee said that the object of their meeting was so well explained by his esteemed friend Mr. P. C. Mozoomdar that he did not think it necessary to say much by way of further explanations. He would therefore content himself with making only a few observations, pointing out the necessity of their having a society such as the one which they had met there to inaugurate. As students they were receiving training at Colleges to enable them to pass their University Examinations. That training, it might well be hoped, would help in a great measure to prepare themselves also for that more arduous and continued examination that they would have to undergo

when they entered the world outside the College walls : but at the same time from the nature of things, from the necessities of the State, from a variety of causes such as the smallness of time, the largeness of their number assembled in classes, the large number of subjects to be taught, the training, that they received at colleges, might not be sufficient for all particular purposes and the object of this society for the higher training of young men was to supplement the training that they received at Colleges for preparing them for that higher examination of which he had just spoken. The speaker then said that he congratulated them on having secured the services of Mr. Lee, the Chairman of the Calcutta Municipality for the Athletic Section. Athletic exercise must become a portion of young men's study, because without it they could not make much progress. The speaker in conclusion said that the indirect object of this society was to bring them into more close, more familiar, more friendly contact with high officials than they might expect otherwise, so that they might know that the perverse litigant and the pretentious supplicant for favours, with whom unfortunately they had frequently to come in contact, were not the real type of educated native society.

*　　*　　*　　*

Sir Charles Elliot's example was also followed by some of the leaders of the Hindu Community. Maharaja Bahadur Sir Jatindra Mohan Tagore and Mr. Justice Gooroodass Banerjee the Vice Chancellor of our University invited the students to social gatherings where the most

cordial intercourse between the students and their natural leaders took place.

Report from June 18 to May 19

"Sir Gooroodass Banerjee who was connected with it since its foundation in the year 1891 as one of its guiding spirits was the President of its Literary Section since the year 1894. He ungrudgingly rendered every possible help to promote the moral and intellectual welfare of the student community of the City. His genial presence and kindly temperament were always a source of great strength and encouragement to the whole body of junior members. His interest in the affairs of the Institute as well as in the welfare of the whole student community was unfailing to the last day of his life.

General meetings — The following is a list of the subjects, speakers and Presidents of the respective meetings.

* * * *

Subject	Date	speaker	President
1. বাঙ্গালী জাতি ও পাশ্চাত্য শিক্ষা	10. 8. 18	Lt. Col. U. N. Mukherjee	Sir Gooroodass Banerjee
*	*	*	*
4. Some scenes of War (illustrated)	14.9.18	The Hon. Mr. W. G. Wordsworth	Do.

* * * *

The second social gathering was the celebration of the 28th Foundation Day of the Institute on the 31st August 1918. The proceedings commenced with an opening song specially composed for the occasion by Sir Gooroodass Banerjee.

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ২৯শে এপ্রিল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২৯শে জুলাই ১৮৯৪ সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত পরিষদের সভ্য ছিলেন।

পরিষদের কার্য্য বিবরণী এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা হইতে কয়েক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলনের উদ্যোগ।

"পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলনের জন্য দুইটি প্রস্তাব করেন। প্রথম প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাহিত্য ব্যতীত ভুগোল ও গণিতাদি বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য এল, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষালোচনার সহিত বাঙ্গালা ভাষালোচনারও ব্যবস্থা থাকুক। পরিষদ এই বিষয় আলোচনার ভার মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু সি, এস, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পাঁচ জনের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা অনুকুল ও প্রতিকুল পক্ষ আলোচনা করিয়া, কি উপায়ে প্রস্তাব দুইটি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিলে পরিষদ এই বিষয়ে যথা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আনন্দের বিষয় যে তাঁহারা প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে দেশের সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ

ও অনুরাগ দেখাইতেছেন, তন্নিমিত্ত পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারেন না। ফলতঃ তিনি পরিষদকে যেরূপ অনুরাগচক্ষে দেখিয়া থাকেন, ইহার উন্নতির জন্য যেরূপ যত্ন প্রকাশ করেন, তজ্জন্য পরিষদ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম বার্ষিক বিবরণী।

"ভারার্পিত পাঁচজন সদস্যের প্রস্তাবানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও এফ, এ এবং বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলনের কথা উত্থাপিত হইলে অনেক আলোচনা হইল। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—আমরা আপাততঃ প্রথম প্রস্তাবটি গ্রহণের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করিলে কৃতকার্য্য হইবার আশা করিতে পারি। কারণ এই প্রস্তাবটির অনুকূলে এখন অনেকেরই মত দেখা যাইতেছে।" অবশেষে স্থির করা হইল যে প্রথম প্রস্তাবটি অর্থাৎ ফার্ষ্ট আর্টস ও বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালায় একটি করিয়া প্রবন্ধ রচনার প্রস্তাবটি গ্রহণের নিমিত্ত পরিষদের সভাপতি মহাশয় সিণ্ডিকেটের নিকট একখানি পত্র লিখুন এবং সেই পত্রের সহিত পাঁচজন সদস্যের রিপোর্টও পাঠাইয়া দেওয়া হউক। সভাপতি মহাশয় সিণ্ডিকেটের নিকট যে পত্রখানি লিখিবেন, সেই পত্রখানি খসড়া করিয়া দিবার ভার মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রহণ করায় পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলেন।"

১৩০২ সালের পঞ্চম অধিবেশন ৩০শে ভাদ্র

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির নিকট যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদিগের মধ্যে

ঐ বিষয়ের আলোচনার জন্য শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য এবং পরিষদের সদস্য অনেকে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র লাল সরকার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের মতে পরিষদের প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া ধার্য্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের যে, মাতৃভাষার আলোচনা করা কর্ত্তব্য, তাহা বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এবং সভাপতি মহোদয় যুক্তি সহকারে প্রদর্শন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন, পরিষদ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন।''

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা মাঘ ১৩০২

সাহিত্য পরিষদের এক উদ্দেশ্য অংশত: সিদ্ধ হইয়াছে। পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সমক্ষে এফ, এ এবং বি, এ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদিগের জাতীয় ভাষায় রচনার নিয়ম করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছেন। এফ, এ ও বি এ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীগণ ইচ্ছানুসারে বাঙ্গালা বা অন্য কোন প্রচলিত ভাষায় রচনা পরীক্ষা দিতে পারিবে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের নম্বরের সহিত রচনার নম্বরের যোগ হইবে না। সুতরাং কেহ রচনার পরীক্ষা না দিলেও তাহার পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে কোন বাধা হইবে না। পরিষদ্‌ বাঙ্গালার সম্মান রক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমক্ষে যে পরিষদের উদ্যম কিয়দংশে সফল হইয়াছে ইহা আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবে। (১)

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা মাঘ ১৩০৩

---

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলন সম্বন্ধে ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত নিম্নলিখিত পত্র

পরিষদ্ আহূত শোক সভায় রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহোদয় বলিয়াছিলেন

"সৌভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষা যদি কখন জাতীয় ভাষার মধ্য দিয়া হয়, তবে জানিব, ইহার মূলে জ্ঞানী এবং ঋষি সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান"।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৫ বর্ষের কার্য্য বিবরণী ৫৭ পৃঃ

(যাহা ঐ বৎসরের সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিল) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের Faculty of Arts এর একটি সভার বিবরণী উদ্ধৃত হইল :—

"আপনার 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং যদিও তাহার আনুষঙ্গিক দুই একটি কথা (যথা, ইয়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি অনাস্থার কারণ) আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা, এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি। আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সভ্য বাঙ্গলাভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা গৃহীত হয় নাই (Calcutta University minutes for 1891-92, pp. 56-58)। * * *

কি উপায়ে যে এই উপকার সাধন হইতে পারে তাহা বলা বড় সহজ নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় দুইদিকে চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, বঙ্গভাষায় এমন সকল সাহিত্যের ও বিজ্ঞান দর্শনাদির গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মনের আশা, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষও রাজপুরুষগণের নিকট হইতে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার যতদূর উৎসাহ পাওয়া যাইতে পারে তাহা পাইবার চেষ্টা

পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন।

পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত পরিভাষা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন তদনুসারে পরিষদ্ বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই সাত জনকে

করা উচিত। অনেকস্থলে সভা সমিতির কার্য্য ও বক্তৃতা ইংরাজিতে হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু এমনও অনেকস্থল আছে যেখানে তাহা বঙ্গভাষায় হইতে পারে ও হইলে অধিক শোভা পায়; এবং সেই সকল স্থলেই স্বদেশীয় ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করার পদ্ধতি চলিলেও অনেকটা উপকার হইতে পারে।"

An unsuccessful attempt was made before this for the encouragement of the study of Indian vernaculars in the Calcutta University in accordance with the remarks in the convocation speech of the Vice-Chancellor (Hon'ble Justice Gooroo Dass Banerjee) in 1891 as will appear from the minutes of the Faculty of Arts dated 11th July 1891 quoted below :—

"Babu Ashutosh Mukhopadhyay proposed that a committee be appointed to consider the propositions contained in the following letter and any cognate propositions that may be brought before it :—

To

THE REGISTRAR OF THE UNIVERSITY OF CALCUTTA.

SIR,

May I request the favour of your submitting this letter for the consideration of the Syndicate.

It will be in the recollection of all, that at the Convocation for conferring degrees, the Hon'ble the Vice-Chancellor drew attention to the necessity of encouraging the study of Indian Vernaculars. He is reported to have said, "I also deem it not merely desirable, but necessary, that we should encourage the study of those Indian Vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations in conjunction with their kindred classical language." Sharing the view thus set forth, and believing that the time has come when the University should take action in the matter, I beg to submit for the consideration of the Syndicate the following propositions :—

লইয়া একটি পারিভাষিক সমিতি সংগঠিত করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। পারিভাষিক সমিতি আপাততঃ ভৌগলিক পরিভাষা প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

(সাহিত্য পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন).

---

1. That in the Arts Examinations, candidates who take up Sanskrit should also be examined in either Bengali or Hindi or Uriya, and those that take up Persian or Arabic should be examined also in Urdu.

II. That the foregoing proposition be carried out in the manner following; that is to say :—

(A). In the F. A. Examination :—

(i) In addition to the text-books prescribed in the above-named classical languages, textbooks be also prescribed in the above-mentioned corresponding vernacular languages.

(ii) The first paper be devoted to the classical language; and the second paper to questions on the vernacular text-books prescribed, and to an original composition in the vernacular.

(B). In the B. A. Examination :—

(i) In addition to the text-books prescribed in the above-named classical languages, text-books be also prescribed in the above mentioned corresponding vernacular languages.

(ii) For the pass papers, the same scheme be adopted as for the F. A. Examination.

(iii) For the honour papers, in lieu of the third paper on prose and poetry, a paper be set containing questions on the vernacular text-books and an original composition in the vernacular.

(C). In the M. A. Examination. in addition to the English Essay required by parapraph 5 of the M. A. Regulations, candidates be required to write an Essay in one of the above-named vernaculars on any subject connected with the History or Literature of the classical or vernacular language professed by them.

BHOWANIPUR ; I have, &c., &c.,

1st March, 1891. ASUTOSH MUKHOPADHYAY"

Babu Umeshchandra Datta seconded the motion.

Raja Piyarimohan Mukerjee proposed as an amendment that it is not desirable to modify the Arts Examination Regulations in the way suggested in the motion.

Maulavi Siraj-ul-Islam seconded the amendment.

ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়ন কার্য্য এতদিনে সম্পন্ন হইল। পারিভাষিক সমিতি কর্ত্তৃক এই পরিভাষা প্রণীত হইয়াছে।

১৩০১ সালে এই সমিতির পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
,, রজনীকান্ত গুপ্ত
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৩০২ সালে একটিমাত্র অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে কেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী উপস্থিত হন।

১৩০৩ সালে ১লা আশ্বিন সংস্কৃত কলেজে যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাই শেষ অধিবেশন। তাহাতেই ইহার অবশিষ্ট সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে। এবারে কেবল বিচারপতি ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এই দুইজন সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

* * * *

সর্ব্বশেষে মাননীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ব্যাপারে যেরূপ যত্ন

Col. H. S. Jarrett, Nawab Abdool Luteef, Babu Rajaninath Ray, and Mahamahopadhyay Mahesachandra Nyayaratna opposed the motion.

Babu Bankimchandra Chatterjee, Babu Chandranath Basu, and Babu Mahendra nath Ray spoke in favour of the motion.

Babu Nilmani Mukerjee spoke against the motion.

The Rev. Dr Macdonald, Mr. A. M. Bose, and Babu Haraprasad Sastri supported the motion.

With the consent of the meeting the amendment was withdrawn, being taken as a direct negative of the original motion.

The motion was then put to the vote, and declared lost by majority of 17 to 11

ও ঐকান্তিকতা দেখাইয়াছেন তাহাতে পরিষদ্ তাঁহার নিকট বিশেষরূপ কৃতজ্ঞ আছেন।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৩
(পৃঃ ১৫৩-১৫৪)

নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে এক সময় তিনি পরিষদের সভাপতি হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্মত হন নাই।

Puri
19th May 1896.

My dear Dr. Banerjee,

I feel something more than what is often conventionally called "regret" at learning that you have declined to be President of our Parishad,—I feel something like a personal loss and bereavement. I feel that an institution for which we laboured to the best of our ability is now on the decline, because the only man in Calcutta who could have helped it has,—practically withdrawn his support.

I do not mean that you will take less interest by not being Chairman. But our countrymen desire to see a man like you at the helm of the vessel before they have confidence in her safety and will ship their cargo. When they see a man of a towering position in our society actually at the helm of affairs, they are satisfied, and feel confidence, hope and sympathy, and co-operation flows in from all directions.

You know as well as I that there are splits and divisions in our small society, and you could have held all sections together.

*   *   *   *

I had hoped to see the Parishad continue to be a purely literary society, devoted to literature and literature alone. You or even I (whatever our views may be) might have been trusted to keep the institution safely on its right path—free from sectarian disputes. But I am filled with misgivings on hearing that you have declined to lead the institution.

I will not seek for the motives which have induced you to stand aside. I have no doubt you have good and sufficient reasons. But still the news comes to me like a shock, like sudden news of danger to a child of my affection!

*   *   *

With my kindest regards, I remain, ever with sincere respect for you.

Yours Sincerely,
R. C. Dutt.

National Council of Education. (1)

জাতীয় শিক্ষায় স্যার গুরুদাস।

রাজপ্রতিনিধিরূপে লর্ড কার্জ্জন ভারতবর্ষে যে সকল কীর্ত্তি ও অপকীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া যান, বোধ হয় বঙ্গভঙ্গ (Partition of Bengal) তাহাদের মধ্যে প্রধান। ঐ বঙ্গভঙ্গের ফলে এদেশের মধ্যে একটা বিপুল উত্তেজনা ও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। রাজপুরুষদিগের অদূরদর্শিতায় ঐ আন্দোলন রাজনীতির উদ্বেল ক্ষেত্র ছাড়িয়া শিক্ষার অনুদ্বেল ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা হইতেই বঙ্গদেশে জাতীয় শিক্ষার সূচনা। এই জাতীয় শিক্ষাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই জীবন স্মৃতিতে এই বিষয়ের কিছু প্রসঙ্গ করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

---

(1) A very large number of students has apparently determined not to go up for the University examinations this year. Their idea is to sever all connection with the Calcutta University and join some educational institution under national control. There is no such institution now and the question of establishing one, if we are to provide for these students, and others who are likely to follow their lead, must be at once taken up and finally determined.

Most of us were unaware of this intense feeling amongst the student community, and I for one had not realised it, nor was I inclined to believe in its existence, until last Saturday when I attended a meeting of students at the request of Babu Hirendra Nath Datta M. A., P. R. S., one of our most sedate public men. At that meeting consisting of over five thousand students I felt for the first time the urgency of the matter, and I beg of you to take note at the fact and decide what we ought to do under the circumstances.

I have had the opportunity of ascertaining the views of some eminent friends and at their desire, I have the honour to invite your presence at a small meeting to be held on 16. 11. 25.

Extract from letter Dated 14. 11. 25. issued by Mr. A. Choudhury convening the Education Conference.

স্যার গুরুদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠী বলিয়া এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি ভাইস্ চান্সলার (Vice-Chancellor) ছিলেন সেই সময় কোন কোন পরীক্ষায় আমি কথঞ্চিৎ কৃতিত্ব দেখাইয়া ছিলাম বলিয়া আমি স্যার গুরুদাসের সহিত অনেক দিন হইতে পরোক্ষভাবে পরিচিত ছিলাম; কিন্তু তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয় সাবিত্রী লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত এক প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করিয়া। ঐ অধিবেশনে আমি "বাঙ্গালীর জাতীয় অভাব ও অবস্থা" নাম দিয়া এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করি। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং প্রবন্ধ পাঠের পর প্রবন্ধ পাঠককে অভিনন্দিত করিয়া কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলেন। তখন তিনি কলিকাতা হাই-কোর্টের জজ। আমি বোধহয় তখন সম্প্রতি এটর্ণি হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি। প্রবন্ধ পাঠের ২।৩ দিনের মধ্যে স্যার গুরুদাস

First meeting of the Education Conference.

A conference of leading Indian gentlemen was held at the Bengal Land-holders' association on 16. 11. 05. to discuss the question of National education. Raja Peary Mohan Mookherjee was voted to the chair.

The following resolution was proposed by Babu Surendra Nath Banerjee, seconded by Mr. T. Palit, supported by Babu Mati Lal Ghose and was unanimously adopted.

That in the opinion of this Conference it is desirable and necessary that a National Council of education should be at once established to organise a system of Education Literary, Scientific, and Technical on National lines and under National Control, and that the following gentlemen should be appointed as a provisional committee to take immediate steps to further this object and that the Committee be instructed to submit their report within three weeks.

Sir Gooroodas Banerjee proposed and Dr. Rash Behary Ghose seconded the following resolution.

That this conference while fully appreciating the devotion and self-sacrifice of the P. R. S., M. A. and other students, is of opinion that it is desirable in the interest they are seeking to serve, that they should appear in the ensuing examinations.

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে তাঁহার চেম্বারে ডাকাইয়া লইয়া যান এবং আমার পঠিত প্রবন্ধ শীঘ্র সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবে জানিয়া দুই চারি স্থলে সংযোজন ও সংশোধন করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য আমি তাঁহার উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলাম। এই সময় হইতে আমার প্রতি তাঁহার সস্নেহ পক্ষপাত আরম্ভ হয়। তাঁহার জীবনের শেষদিন অবধি তাহা হইতে আমি বঞ্চিত হই নাই। (যিনি ন্যায়পরতার ক্ষুরধার পথে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেন, তাহার সম্বন্ধে 'পক্ষপাত' শব্দ বোধ হয় অযুক্ত হইল, কিন্তু তথাপি উহার প্রয়োগের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না)।

ইহার পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পর্কে স্যার গুরুদাসের সহিত আমার পরিচয় আরও ঘণিষ্ঠ হইতে আরম্ভ হয়। পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইতে আমি উহার একজন সেবক ছিলাম এবং কয়েক বৎসর সম্পাদকতাও করিয়াছিলাম। স্যার গুরুদাসকে আমরা প্রায় প্রথম হইতেই সহায় ও সদস্যরূপে পাইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির বিষয়ে স্যার গুরুদাসের অক্লান্ত উৎসাহ ও উদ্যম ছিল। তিনি প্রথম হইতেই পরিষদের সমস্ত আয়োজনে যোগদান করিতেন এবং আমাদিগকে নানাভাবে উৎসাহিত ও প্রবর্ত্তিত করিতেন। আমার বেশ স্মরণ আছে প্রায় ৩২ বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আমাদের বঙ্গবাণীর কোন ধিকৃত আসন ও ছিল না তখন তাঁহারই উদ্যোগে বাঙ্গালাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব সেনেটে পেস করা হয়।

আজ বঙ্গভারতীর সেই দুর্ভাগ্যের দিন প্রায় অবসান হইয়াছে। কিন্তু এ জন্য যদি সাধুবাদ কাহারও প্রাপ্য হয় তবে সর্ব্বপ্রথমে তাহা স্যার গুরুদাস পাইবেন।

যখন দেশের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের পর জাতীয় শিক্ষার আহ্বান ঘোষিত হইল, তখন আমরা কেহ কেহ সেই ডাকে আত্মহারা হইয়া গেলাম। অনেক ছাত্ররা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়রূপী 'গোলামখানার' সহিত সম্পর্ক রাখিবেন না। এম, এ ও রায়চাঁদ পরীক্ষার্থীরা স্থির করিলেন যে তাঁহারা পরীক্ষা ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন না। এই সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে অধুনা স্বর্গগত সুবোধ চন্দ্র মল্লিক একলক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি করিলেন। দেশের মধ্যে বেশ উৎসাহের অনুকুল পবন বহিতে লাগিল। এই সুযোগে একদিন পটল ডাঙ্গা গোলদীঘিতে জাতীয় শিক্ষার জয় ঘোষণা করিবার জন্য এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইতেছে। হাইকোর্টের 'বার' লাইব্রেরী হইতে আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন। বক্তৃতার স্রোতঃ খরবেগে বহিয়া ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়াছে। সভা ভঙ্গ হইবার সময় প্রায় উপস্থিত, এমন সময়ে একজন আসিয়া আমায় সংবাদ দিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (ইহার পূর্ব্বেই তিনি হাইকোর্টের জজিয়তি হইতে অবসর লইয়াছেন) আপনার জন্য নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। আমি অচিরে তাঁহার সহিত মিলিত হইলাম। তিনি বলিলেন আপনার সহিত বিশেষ কথা আছে। হয় আপনার বাড়ী চলুন, না হয় আমার সঙ্গে আসুন। আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তিনি ধীর ও সংযতভাবে 'সু' ও 'কু' উভয় দিক দেখাইয়া বুঝাইতে লাগিলেন—জাতীয় শিক্ষার উপযোগিতা এবং আশু প্রয়োজনীয়তা তিনি নিজেই খ্যাপন করিলেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে বয়কট করার প্রস্তাব যে অযৌক্তিক তাহাও প্রতিপন্ন করিলেন। আমি ও আমার সঙ্গীরা তাঁহাকে বলিলাম "বেশ কথা, আপনি আসিয়া এই জাতীয় শিক্ষার

কর্ণধার হউন এবং এই আন্দোলনকে শুভ পথে পরিচালিত করুন। স্যার গুরুদাস ঐকান্তিক ভাবে আমাদের সহিত যোগ দিলেন। এই যে তাঁহার সহিত জাতীয় শিক্ষার তন্তু গ্রথিত হইল, জীবনাবধি তাহা বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

ইহার পর কত 'মিটিং' কত 'সিটিং' হইল। কত লোক আসিলেন কত লোক যাইলেন। কতজনের উৎসাহ-বহ্নি খড়ের আগুনের ন্যায় উদ্দীপিত ও নির্ব্বাপিত হইল; কিন্তু স্যার গুরুদাস কোন দিন বিচলিত হইলেন না। ধীর, স্থির, সংহত সংযত ভাবে নিজের কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কোন দিন কোন কারণে কিঞ্চিন্মাত্রও পশ্চাৎপদ হইলেন না।

ইহার পর জাতীয় শিক্ষার প্রণালী ও পদ্ধতি ও স্কিম (Scheme) স্থিরীকৃত হইল। উদ্যোক্তারা দিনের পর দিন সমবেত হইয়া আলোচনা গবেষণা বাদানুবাদ ও বাগবিতণ্ডা করিতে লাগিলেন; স্যার গুরুদাস প্রায় প্রত্যেক মিটিংএ উপস্থিত থাকিয়া এই সকল আলোচনাকে সুপথে পরিচালিত করিয়া একটি চমৎকার Scheme প্রস্তুত করাইলেন। পরে শুভদিনে শুভক্ষণে বঙ্গদেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী ৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিলেন। মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিলেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় (প্রধানতঃ স্যার গুরুদাসেরই অনুরোধ ক্রমে) জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হইলেন। স্যার গুরুদাসকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্যার রাসবিহারী প্রমুখ অনেকেই অনেক-রূপ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্যার গুরুদাস কোনরূপ সম্মানের পদ গ্রহণ করিতে একেবারেই অসম্মত হইলেন; কিন্তু তিনি যতদিন জীবিত

ছিলেন শিক্ষা পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য থাকিয়া বহু সময় ও শ্রম ব্যয়িত করিয়া শিক্ষা পরিষদকে উন্নতি ও অভ্যুদয়ের পথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

১৯০৬ সালে মার্চ্চ মাসে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ১৮৬০ সালের ২১ আইন মতে রেজিষ্টারী করা হইল। উহার 'মেমোরাণ্ডাম' ও নিয়মাবলী রচনায় স্যার গুরুদাসের নিপুন হস্তের নিদর্শন অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। জাতীয় শিক্ষা অবশ্য 'On National lines entirely under National Control' এ পরিচালিত হইবে। কিন্তু এই স্থানে স্যার গুরুদাস একটু বার্ত্তিক সংযোগ করিলেন। সে বার্ত্তিক এখন সকলেরই সুসম্মত Standing apart from but not in opposition to the Government System, অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষা সরকারী শিক্ষা হইতে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইবে, তৎকর্ত্তৃক কবলিত হইয়া সঙ্কর ভাবাপন্ন হইবে না, কিন্তু তাহার সহিত কোন বিরোধতাও করিবে না। বাস্তবিক বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাই জাতীয় শিক্ষার সূচিত নিয়তি। এই নিয়তির অনুসরণ করিয়াই আজ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং বঙ্গবাসীর হৃদয়ে একটা মর্য্যাদা ও গৌরবের স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে। অন্য পক্ষে: মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনায় অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাসংঘ সমুহ বিপথগামী হইয়া বিপন্ন ও উৎসন্ন হইতে বসিয়াছে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইতে ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত ইহাকে অনেক ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রপাত সহিতে হইয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজপুরুষদিগের ইহার প্রতি রোষ কষায়িত দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। শিক্ষা পরিষদের একজন প্রধান কর্ণধার

রূপে এই সমস্তই স্যার গুরুদাসের গোচরে আসিত। কিন্তু তিনি তাহাতে দৃক্‌পাত করিতেন না। তিনি বলিতেন আমাদের দেশের বালক ও যুবকবৃন্দকে আমাদের মতানুযায়ী শিক্ষা দিব। ইহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই এবং কাহারও বাধা মানিতে আমরা বাধ্য নই। বর্ম্মাবৃত শরীরে যেমন বর্শা প্রবেশ করিতে পারে না, স্যার গুরুদাস কর্ত্তৃক অভিগুপ্ত শিক্ষা পরিষদকেও সেইরূপ আমলা তন্ত্রের তীব্র বাণ স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার স্মরণ আছে একবার রাজপুরুষেরা কৈফিয়ৎ চাহিলেন যে ইতিহাসের প্রশ্ন পত্রে এইরূপ প্রশ্ন কেন করা হইল যে আকবরের প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান অর্থ সচিব কে কে ছিলেন এবং বর্ত্তমান আমলেই বা কে কে আছেন? ইহার উত্তরে অবশ্যই প্রতিপন্ন হইত যে, মোগল বাদসাহের আমলে এই সকল দায়িত্বের পদে হিন্দু কর্ম্মচারীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এ আমলে তাহার বিপরীত। এই কৈফিয়তের স্যার গুরুদাস যে জবাব দিয়াছিলেন তাহাতে প্রশ্নকারীর নিশ্চয়ই চক্ষু স্থির হইয়াছিল।

ইহার পর ক্রমশঃ রাজ রোষ মন্দীভূত হইল বটে কিন্তু দেশের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার জন্য উৎসাহের বেগও স্তিমিত হইয়া গেল। অনেকেই নিরুৎসাহ ও হতোদ্যম হইলেন। কেহ কেহ স্পষ্ট পত্র লিখিয়া শিক্ষা পরিষদের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। অপরে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া 'মাধ্যস্থ্য' অবলম্বন করিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা হইল। কিন্তু এই অবসাদের দিনেও স্যার গুরুদাস নিরাশ হইলেন না। বরং অধিকতর আগ্রহের সহিত ইহার রক্ষাকল্পে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথম হইতেই স্যার গুরুদাস মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিতেন। কোন দিন তাঁহার নিকট বিল

পাঠাইতে হইত না। তিনি প্রতি মাসের ২রা তারিখে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অগ্রিম চাঁদার টাকা পাঠাইয়া দিতেন। জীবনের শেষ অবধি এইরূপ চলিয়াছিল। প্রথম প্রথম কয়েকবৎসর তিনি শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে স্বয়ং অঙ্ক শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। জজের মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া শিক্ষকের কাষ্ঠাসনে উপবেশন অনেকেরই প্রীতিপ্রদ নহে, কিন্তু যতদিন তিনি ঐ কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন কোন দিন তাঁহাকে অনুপস্থিত বা অমনোযোগী হইতে দেখা যায় নাই। অভিভাবকবর্গকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি তাঁহার এক পৌত্রকে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রের অভাবে কয়েক বৎসরের ব্যর্থ চেষ্টার পরে আমরা ঐ বিদ্যালয় উঠাইয়া দিতে বাধ্য হই। তখন হইতে শিক্ষা পরিষদের প্রধান প্রতিষ্ঠান হইল বঙ্গীয় কারু বিদ্যালয় (Bengal Technical Institute)। *

স্যার রাসবিহারী ঘোষ জীবনাবধি শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। স্যার গুরুদাসকে অগ্রণী করিয়া আমরা একাধিকবার তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছিলাম যে তিনি যেন (মাসিক চাঁদা যাহা দিতেন তাহার উপর) একটা বড় রকম donation দেন। তাহাতে স্যার রাসবিহারী ঘোষ বলিয়াছিলেন "আমার এই বহু কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ। আরও কয়েক বৎসর দেখি কি ভাবে শিক্ষা পরিষদ্ পরিচালিত হয়। পরে উইলের দ্বারা যথোচিত করিয়া যাইব।" স্যার রাসবিহারী এই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি উইলের দ্বারা জাতীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। এই দানেরও

---

*Early in 1907 a special Subscription was started for the equipment of the laboratories and work-shops of the Bengal National College.

Donations received up to 31st December 1907.

* * * *

Sir Gooroo Dass Banerjee . . . Rs 1000.

Report for 1907 P. 6.

মূলে স্যার গুরুদাস। ঐ দানে সুপুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া জাতীয় শিক্ষা পরিষদ আজ কলিকাতার অদূরবর্ত্তী যাদবপুরে একশত বিঘা জমির উপর এক প্রকাণ্ড কারু বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে ও পরিচালন করিতেছে। তাহার যন্ত্রশালা, বিজ্ঞানাগার, ওয়ার্কস্ সপ, ছাত্রনিবাস প্রভৃতি দেখিবার জিনিষ। বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে স্যার গুরুদাস স্বচক্ষে তাঁহার শ্রমের এই বিপুল সফলতা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে যদি সম্বন্ধ থাকে, তবে এইকথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে স্যার গুরুদাস আজ সপ্ত স্বর্গের ঊর্দ্ধতন লোক হইতে এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও তাহার সু-বিন্যস্ত, সুগঠিত, সুসজ্জিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রতিনিয়ত আশীর্ব্বাদ বর্ষন করিতেছেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

Hindu University Society. and Beneras Hindu University.

The following extract from the address (1) presented to H. E. tne Viceroy Lord Hardinge on the occasion of laying the foundation stone of the Senate Hall of the Beneras Hindu University on the 4th February 1916 gives the history of the movement for the establishment of the University.

"The history of the movement for the establishment of the University is briefly told. It carries us back to the year 1904, when at a meeting held under the presidency of H. H. the Maharaja of Beneras, the proposal to found a Hindu University was first put forward. The idea

(1) The address was read by the Maharaja of Durbhanga and the casket was presented by Sir Gooroo Dass Banerjee.

took some years to mature, and led in 1911, to the formation of the Hindu University Society, which was registered under that name. The Society was successful in obtaining the very next year, through the support of your Excellency's Government the approval of His Majesty's Secretary of State for India of the proposal to establish a teaching and residential University on the lines proposed. A short period of a little over two years spent in the discussion of details, saw the Beneras Hindu University Bill passed into law and placed on the statute book of the land on the first of October 1915."

Hindu University Society.

The following letters and extract show his connection with the Society :—

Allahabad.
10 December, 1913.

To

SIR GOOROO DAS BANERJEE, Kt.
Narikeldanga, Calcutta.

My dear Sir,

I am glad to inform you that at the Second Annual General Meeting of this Society held on the 7th instant, you were unanimously re-elected as a Vice-President of the Committee of Management of the Society for the ensuing year.

Yours Sincerely,
SUNDARLAL
Honorary Secretary

Allahabad,
3rd February 1915.

Dear Sir Gooroodas Banerjee,

It is hardly possible to thank you sufficiently for the very great trouble you took in coming over to Benares and presiding over the deliberations of the special meeting of the Society for two long days. It was mainly due to your valuable guidance that so much work was gone through. I hope you were not put to much inconvenience on the return journey.

I have called a meeting of the Sub-Committee on Saturday next at 2 p. m. to consider and give shape to the Regulations in view of the modifications suggested by the members at the meetings at Benares. I will send you a copy of the form in which the Sub-Committee will put them, and shall feel obliged by your kindly helping us with your advice and suggestions.

I am,
Yours Sincerely,
SUNDARLAL.

"The Hindu University Society also appointed a Sub-committee consisting of the Hon. Maharaja Sir Rameswar Sing Bahadur G. C. I.E. M. M. Pandit Aditya Ram Bhattacharjya, Babu Bhagwan Das, Dr. Ganga Nath Jha, Pandit Madan Mohan Malavya and myself with Sir Gooroo Dass Banerjee as advisor to confer with the Government of India and to settle the regulations"—

Extract from speech of Sir Sundar Lal Vice-Chancellor at the meeting of the first Court of the Hindu University held on 12. 8. 16.

Beneres Hindu University.

He was one of the registered donors of Rs. 500 or upwards and after the establishment of the University was elected,

(1) Member of the Court.
(2) Member of the Council.*
(3) Member of the Senate.
(4) Member of the Board of Appointment.
(5) Member of the Faculties of Arts, Oriental Learning, Theology and Law.

*The Hon. Pundit Madan Mohan Malavya proposed that the following gentlemen be elected members of the Council.

* * * *

Dr. Sir Gooroodas Banerjee Kt. M.A. DL. Ph. D.

Sir Gooroodas Banerjee expressed his inability to attend the council meetings regularly and said that some other member who would be better able to attend, might be elected in his place; but on a general desire being expressed that he should be on the Council, he agreed to his name being put in the list of members to be proposed for election. He proposed the election of Babu Hirendra Nath Datta M.A. B.L. P.R.S. in his place. (Minutes of the meeting of the first court held on 12. 8. 16)

"The Senate desires to place on record its sense of profound sorrow and loss at the death of Sir Gooroodas Banerjee who rendered invaluable service to the University by his advice and guidance and active

co-operation from its very inception, and to convey its sincere condolence to his family.

Resolution recorded by the Senate at its meeting held on 6. 1. 19 after his death.

A similar resolution was recorded by the Court at its meeting held on 16.1.19.

Narkeldanga George High School.

He was connected with the school from 1875 when it was a middle English School and was President of the Managing Committee till his death. The School was raised to the status of a High School in 1898 and was named Narkeldanga George High School in December 1911 as a humble token of loyal attachment to the King-Emperor on the occasion of His Imperial Majesty's Visit to India. (1)

(1) Sir Gooroo Dass Banerjee was the Chairman of the School Children Entertainments Sub-Committee of the Imperial Reception Committee Calcutta. In this connection the following is reproduced.

Extract from the Minutes of the Meeting of the Imperial Reception Executive Committee held on the 12th April 12.

"The President proposed that a cordial vote of thanks he tendered to the various Sub-Committees and the respective conveners for the excellent work they had done in connection with the Royal Reception, and he thought a special vote of thanks was due to the School Children Entertainments Sub-Committee who had given the children excellent entertainments and yet kept well within the estimate.

"The Meeting cordially endorsed the President's remarks and unanimously supported the proposal."

Copy forwarded to Sir Gooroo Das Banerjee, Kt. Chairman of the School Children entertainments Sub-Committee, for information.

Burdwan.

President of the Royal Reception Executive Committee.

The annual report of the School for 1899 contains the following. "The President of the Managing Committee continued to devote some time on Sundays to the helping of the boys of the 1st class in their study."

Babu Narayan Chandra Ghosh who was a member of the Managing Committee and Auditor of School accounts writes:—"The School was in that year (1898) remodelled and converted into a High English School teaching up to the Entrance Standard. Gooroo Dass Babu himself started to teach the boys of the Entrance class on almost all Sundays and holidays. Besides he used to look into every detail of work, both of the teachers as well as of the boys. He drew up the routine of the studies of all the classes. (2) Government grant-in-aid was not sought for, and the President himself granted Rs. 25 monthly and supplemented it with additional contributions when necessary. (3) My son Pravas Chandra Ghosh was one among the 2nd batch of students who went up for the Entrance Examination of the year 1900 and passed, for which I and my son were highly indebted to him."

In his will a sum equivalent to 3½% G. P. notes of the face value of Rs 500 was made over to the school to be held in trust by the Managing Committee, the interest to be given as reward to the boy who stands first among those that pass the Matriculation examination of the Calcutta University from the School every year.

(2) There is amongst his papers one of these routines of studies for the entire School drawn up in his own handwriting.

(3) This monthly subscription latterly at a reduced rate of Rs 15 P. M. was continued till his death.

"The managing Committee have this day to place on record the feelings of their overwhelming grief and profound sorrow for the departure from their midst of their venerable President, Sir Gooroo Dass Banerjee Kt. M. A. D.L. Ph. D. who has nurtured the school from its very infancy and who in fact has been the very life and soul of this institution for half a century."

Extract from the Resolution of the Managing Committee passed at a Meeting held on 4. 12. 18 after his death.

City College.

He delivered honorary extra course of lectures in connection with the Law classes. In this connection the following letters and extracts are reproduced.

City College.
21st. June, 1887.

My dear DR. BANERJEE,

I am glad to learn you have been so good as to accede to the request which Babu Kali Sankar Sukul had made to you, and have to tender you the sincere thanks of the City College Committee for it. We put down your first lecture for Tuesday the 28th. instant from 9 to 10 A. M. The subsequent lectures may be on any other day in the week if that should happen to suit you better. I need hardly say that your kind offer of two prizes has been gratefully accepted and will be announced to the students.

Yours sincerely,
A. M. BOSE.

City College.
Nov. 4th. 1887.

Dear Sir,

I have been directed by the Council of the City College to communicate to you the following resolution passed at their meeting held on the 31st. ultimo:—

"The Council of the City College wishes to tender its warmest and most cordial thanks to Dr. Guru Das Banerjee for his kindness in undertaking to deliver a course of lectures on Hindu Law in the College and for the remarkable ability and success with which he has discharged his honorary and self-imposed work."

Yours truly,
UMES CHANDRA DUTT.
Principal & Secy. City College Council.

"Your percentage of passes and their position in the list has equalled that of any paid colleges and bids fair to compete with that of the Presidency. For all this your Council and teachers deserve the highest praise, and specially those who have, like my friend Dr. Gooroo Dass Banerjee, devoted their time and talents to the work."

Extract from the speech of Sir Stewart Bayley at the Prize Distribution of the City College on the 18th April 1889.

The authorities of the College tried to help the education of students by the institution of extra lectures and special periodical examinations. Among others, the following distinguished gentlemen delivered lectures from time to time :—

Sir Guru Dass Banerjee, M.A., D.L.

* * *

Extract from the brief history of the City College reported at the Silver Jubilee of the College held on the 23rd January 1904.

স্যর গুরুদাস ও ইডেন হিন্দু হোষ্টেল কবি সম্মিলনী।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই মহাশয় তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার উৎসাহে তাঁহার কতিপয় ছাত্র ইডেন হিন্দু হোষ্টেল কবিসম্মিলনী স্থাপন করেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধে জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ সম্মিলনীর পেট্রণ বা পৃষ্ঠপোষকরূপে পারিতোষিকের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের অধিবাসী ছাত্রগণ চতুর্দ্দশপদী কবিতা (সনেট) লিখিতেন, সেগুলি স্যর গুরুদাস ও শাস্ত্রী মহাশয় পরীক্ষা করিতেন, শ্রেষ্ঠ লেখকগণকে পারিতোষিক প্রদান করা হইত। পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতাগুলি মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে বিতরিত হইত ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে প্রকাশ্য

Regarding his connection with the Eden Hindu Hostel the following notes from the Calcutta University Magazine are reproduced.

"A Social gathering of the boarders of the Hindu Hostel and their friends was held in the Hostel premises on Saturday the 3rd march 1894. The Hon. Justice G. D. Banerjee the popular Visitor of the Hostel presided on the occasion. There was a varied programme. Rev. Mr. F. W. Douglass sang a sweet Irish song. Babu Jadu Nath Sarkar M.A. read a paper on our Universities and Babu Bankim Chandra Mukerjee M.A. showed some interesting experiments in Chemistry. Then came the presidential address by the Hon. Justice Banerjee. It is impossible to give a purport of this admirable address in a limited space. It was indeed one of the most interesting lectures full of sound moral and practical advice that we have ever heard.

সভায় পারিতোষিক বিতরণ করা হইত। স্যর গুরুদাস সভায় সভাপতি হইতেন। শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী (বি, এল্) ঐ সম্মিলনীর প্রথম সম্পাদক ছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি ছিলেন। প্রায় ছয় বৎসর এই ভাবে চলিয়া উৎসাহশীল ছাত্রদের স্থানান্তর গমন নিবন্ধন সম্মিলনীর কার্য্য স্থগিত থাকে।

আমরা তখন হিন্দুস্কুলের ছাত্র, সম্মিলনীর বার্ষিক সভায় স্যর গুরুদাসের বিদ্যাবিনয়-মণ্ডিত মূর্ত্তিও ছাত্রগণের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ ও উৎসাহসূচক বাণী দ্বারা আমাদের মনের মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তির একটা গভীর ছাপ পড়িয়া গেল, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন কালে সম্মিলনী লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, আমরা উহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইলাম।

১৯০৮ খৃঃ অব্দে একদিন বৈকালে আমরা স্যর গুরুদাসের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কোন পরিচয় পত্র নাই, 'কলেজের ছাত্র' ছাড়া আর কোন পরিচয়ও নাই, অথচ স্যর গুরুদাসের কি আন্তরিক অমায়িকতা, মনে হইল আমরা যেন তাঁহার কত পরিচিত, কত

At the above meeting Dr. Banerjee called upon the boarders to select from among themselves three boarders to whom he might award his annual prizes for conduct. Votes were taken by ballot. The following boarders having gained the largest number of votes were awarded the prizes which consisted of valuable books.

1. Ramani Mohan Ghose. *(3rd year Class Presidency College)*
2. Surendra Lal Ghose *(1st Class Hindu School)*
3. Krishna Chandra Bhattacharyya *(3rd year Presidency College)*.

The result was very satisfactory and highly creditable to the voters. Our Superintendent stated that were the choice to nominate the winners of the prizes left with him, he could not have passed over these three students."

(Calcutta University Magazine April 1894.)

"The Library of the Hostel contains over 350 volumes of books of which about 50 have been kindly presented by the Hon. Justice G. D. Banerjee."

(Do. Sept. 1894.)

আপনার জন। আমাদের কলেজ জীবন, হোষ্টেল জীবন সম্বন্ধে কত সাগ্রহ আলোচনা হইল, কত খুঁটিনাটি বিষয় পর্য্যন্ত আমরা অকপটে আলাপ করিয়াছিলাম, ভুলিয়া গেলাম তিনি একজন দেশপূজ্য মহাত্মা আর আমরা নগণ্য ছাত্র মাত্র। এমনই ছিল স্যর গুরুদাসের চরিত্র মাধুর্য্য, এমনই তাঁহার প্রাণভরা সরলতা স্নেহ দয়া দাক্ষিণ্য।

'কবিসম্মিলনীর' পুনঃ প্রতিষ্ঠায় তাঁহার আনুকূল্য ত অযাচিত ভাবেই অঙ্গীকৃত হইল, ঐ স্থানে উপস্থিত ৺মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনও একটি পুরস্কার দিতে চাহিলেন। স্যর গুরুদাস উপদেশ দিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ও আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন এবং পূর্ব্বের মত সম্মিলনীর সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন।

'কবি সম্মিলনী' পুনরুজ্জীবিত হইল। স্যর গুরুদাস, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন, এবং প্রিন্সিপ্যাল মিঃ জেম্‌স, অধ্যাপক মিঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, মিঃ ওটেন, মিঃ হোম্‌স্‌, মিঃ কয়াজী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মহোদয়গণ পুরস্কার প্রদান করিয়া 'সম্মিলনীর' ছাত্র সভ্যগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। 'কবি সম্মিলনীর' সম্পাদকরূপে মাঝে মাঝেই স্যর গুরুদাসের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিত, তাহা ছাড়া তাঁহার চরিত্রের এমন একটা মোহিনী শক্তি অনুভব করিতাম যে সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে তাঁহার নিকট গিয়া হাজির হইতাম সততই সেই প্রফুল্ল মুখ, সেই সস্নেহ সম্ভাষণ, কখনও এতটুকু বিরক্তি, অসৌজন্য অনাদরের ভাব সেই মহাপুরুষের প্রকৃতিতে লক্ষ্য করি নাই। কত সময় কত বড় বড় লোক তাঁহার নিকট

আসিয়াছেন, কত বড় বড় জটিল বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাকে নিমগ্ন দেখিয়াছি, কিন্তু আমার মত সামান্য একজন ছাত্রকেও কখন বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয় নাই, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকটও নিজের বন্ধু বলিয়া পরিচয় করিয়া দিয়াছেন, আলোচনার মধ্যেও সামান্য অংশ দিতে ভুলেন নাই। ইহাতে নিজেই সঙ্কুচিত বোধ করিয়াছি, বুঝিয়াছি এই সহৃদয় মহাত্মা আমার অন্তরের ভাব উপলব্ধি করেন প্রত্যেকেরই যেমন করেন—বুঝেন যে হয়ত বড়লোকদের সামনে তিনি সামান্য অমনোযোগ দেখাইলেও এই ছাত্রটিরও মনে একটু আঘাত লাগিতে পারে—ছাত্রও তাঁহার নিকট মানুষ, আর মানুষ মাত্রেরই হৃদয় আছে। কতখানি মানসিক ও আধ্যাত্মিক উচ্চতা লাভ করিলে মানুষের হৃদয় এতখানি সহানুভূতিপ্রবণ, এতখানি পরের সুখ দুঃখে বিবেচনাশীল হয়! স্যর গুরুদাস সত্যই মহাপ্রাণ ছিলেন—তিনি বড়লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এই 'বড়ত্ব' বেশীর ভাগই ছিল তাঁহার মনের।

একবার 'কবি সম্মিলনী'র বার্ষিক সভার একটি দিন স্থির হয়, কিন্তু তাঁহার সহিত দিন স্থির করিবার পর হোষ্টেলে আসিয়া জানিতে পারি ঐ দিন বড় একটি ফুটবল ম্যাচ থাকায় অনেকের পক্ষে সভায় যোগদান অসুবিধাজনক হইবে, এজন্য ছাত্র-সভ্যগণ দিন পরিবর্ত্তন করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তদনুসারে অপর একটি দিন স্থির করিয়া স্যর গুরুদাসের বাড়ীর একটি ছাত্রকে ঐ বিষয় তাঁহাকে জানাইতে বলিয়া দিই। ঘটনাক্রমে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট দিনে গোলদীঘির ধারে বেড়াইতেছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোকের নিকট শুনিলাম স্যর গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউট হলে দাঁড়াইয়া আছেন, লোকজন কেহ নাই। তখনই ছুটিয়া গেলাম যাহা ভয় করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে, স্যর গুরুদাস দিন পরিবর্ত্তনের সংবাদ পান নাই, তিনি

ঐ দিনই সভা হইবে মনে করিয়া যথা সময়ে উপস্থিত হইয়াছেন। আমার তখনকার মানসিক অবস্থা সহজেই বিবেচ্য, ব্যাপার বুঝিয়া স্যার গুরুদাস ক্ষণেক নীরব রহিলেন, তৎপরে বলিলেন "আজ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের একটি প্রয়োজনীয় সভায় আমার উপস্থিত থাকা দরকার ছিল, কিন্তু এই সভার দিন পূর্ব্বে স্থির হওয়ায় তথায় যাই নাই। দিন পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে লোক মুখে না জানাইয়া একখানা পোষ্টকার্ড লিখাই ভাল ছিল।" তিনি চলিয়া গেলেন। আমি এই ব্যাপারে যথেষ্ট লজ্জা ও মনোকষ্ট বোধ করিলাম তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির সময় নষ্ট করা ও নিজ অবিবেচনার জন্য। মহাত্মার মহৎ হৃদয়েও কি তাহার স্পন্দন অনুভূত হইল? কি আশ্চর্য্য পরদিনই তাঁহার একখানি পত্র পাইলাম—"গতকল্য যদি আমি কোন অপ্রিয় কথা বলিয়া থাকি, তজ্জন্য দুঃখবোধ করিও না। শুনিয়া সুখী হইবে তথা হইতে ফিরিয়াও আমি অন্য সভায় যোগদান করিতে পারিয়াছিলাম, কোন কার্য্যের ক্ষতি হয় নাই।" এই সামান্য বিষয়টীও তিনি চিন্তা করিয়াছেন, পাছে একটি সামান্য ছাত্রের মনেও কোন ক্লেশ দেওয়া হইয়া থাকে তাই বিবেচনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃতই মহৎ তাঁহাদের পক্ষেই ইহা সম্ভব।

"কবি সম্মিলনীর" কবিতা পরীক্ষা বিষয়ে স্যর গুরুদাস স্বভাবোচিত ন্যায়নিষ্ঠা, পরিশ্রম বিচার শক্তি কতখানি নিয়োগ করিতেন তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

একবার স্যর গুরুদাস কাগজগুলি পরীক্ষা করিয়া নিজ মন্তব্য সহ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট দিবার জন্য আমার নিকট দেন। পরদিন প্রাতেই তাঁহার নিকট হইতে পত্রসহ এক লোক আসিয়া উপস্থিত। তিনি লিখিয়াছেন—"গতরাত্রে কবি সম্মিলনীর প্রতিযোগিতা

কবিতাগুলি তোমাকে ফেরত দিবার পরে তৎসম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল তাহার মধ্যে ২।১টি কবিতা আর একবার দেখা কর্ত্তব্য। যদি কবিতাগুলি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট না দিয়া থাক, তবে এই পত্রবাহকের দ্বারা তৎসমুদয় আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে, আমি দেখিয়া পুনরায় এক ঘণ্টার মধ্যে ফেরত পাঠাইয়া দিব। আর যদি দিয়া থাক তাহা হইলে তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত কাগজগুলি একবার আমার নিকট পাঠাইয়া দিতে বলিবে, আমি অদ্যই আবার তাঁহাকে ফেরত দিব।"

কাগজগুলি পূর্ব্ব রাত্রেই শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট দিয়া আসিয়াছিলাম, উত্তরে তাহাই জানাইলাম। বৈকালে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সেগুলি পুনঃ স্যর গুরুদাসের নিকট পাঠাইবার কথা বলিতে গিয়া দেখি স্যর গুরুদাস স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয়ের পটলডাঙ্গার বাড়ীতে উপস্থিত। উভয়ে মিলিয়া আলোচনা করিতেছেন। সামান্য বিষয়েও এমন ন্যায় নিষ্ঠা স্যর গুরুদাসের মত দেবতুল্য চরিত্রবান্ ব্যক্তিরই যোগ্য বটে!

আরও কত কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মহাত্মার মহৎ চরিত্রের পরিচয় পাইয়াছি তাহা বলা কঠিন।

শ্রীহেমদা কান্ত চৌধুরী।

২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩৩।

Narkeldanga Sir Gooroo Das Institute.

It is not possible to quote details about his intimate connection with this Institution. The extracts reproduced

below give a general idea of this connection and of the history of the Institution.

"পূজ্যপাদ পবিত্র চরিত্র ঋষিকল্প মহাত্মা স্যর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে নারিকেলডাঙ্গা ইন্‌ষ্টিটিউটের যে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে তাহা কিছুতেই পূরণ হইতে পারে না। তাঁহার অভাবে ইন্‌ষ্টিটিউটের সকল সভ্যই শোকানুভব করিতেছেন এবং তাঁহাদের দুঃখ ও সমবেদনা লোকান্তরগত মহাত্মার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছেন।"

Resolution passed at an Extraordinary General Meeting of the Narkeldanga Institute held after his death on 4. 12. 18.

"It is with a heavy heart that we have to refer to-day to the death of Sir Gooroo Das Banerjee. We the people of this locality had always felt a sort of pride in claiming him specially as our own. We have got to pay for that sentiment now in having to feel for his loss in a very full measure. He had always been associated with all those activities which this Institute of ours represents. Never before on an occasion like this either with this Institute or the other Institutions which had been its predecessors, the venerable figure of Sir Gooroo Das failed to be noticed as acting the part of the host. The recollection comes to us to-day with peculiar poignancy; despite this distinguished gathering we feel a void in our hearts which nothing can fill. While living he was our guide. Now that he is no more with us let us hope that his memory and the great example that he has left behind will supply us with inspiration."

Extract from the proceedings of the Anniversary Meeting of the Narkeldanga Institute held in February 1919.

"An institution for the mental, moral and physical culture of the boys of the locality was started about

25 years ago and continued to exist with temporary cessations under various designations. Latterly it was called the Sastitala Athletic Club and the following extract from the report for the year 1914-15 sets forth its objects and aims."

"Although it now bears an athletic nomenclature, its objects are not confined to physical culture alone. The main object of this institution is to develop the moral and mental sides of the members along with the physical. We take a keen interest in the proper development of the physique by resorting to the recognised forms of in-door and out-door exercises in order to make us really hard-working and fit for enduring all kinds of privations and hardships. The Committee believes that the results in this direction have been satisfactory and our grown-up members may fairly claim to be strong and hard-working. While encouraging physical exercise as a *means* to getting a robust and blooming physique we strongly discountenance those of its forms that are either useless or harmful to the body."

"In June 1915 the members of the Sastitala Athletic Club decided to change the name of their Club and adopted the name "Narkeldanga Institute". The reasons for the change were, to quote from the Report for 1915-16, (1) to widen the sphere of the work of the institution and (2) to indicate that the object of the institution was not restricted to physical culture only. The literary side of the Institute consists in holding Literary Classes, coaching little boys and maintaining a Reading Room and a small library and holding meetings in which papers on various

subjects are read. There is also a girls' School attached to the institute. The physical side consists of a play-ground and Gymnasium"

"After the demise of the revered patron of the Institute Sir Gooroodas Banerjee it was decided to associate his name with the Institute and at an extraordinary General Meeting of the Institute held on the 16th April 1921 it was unanimously resolved in accordance with a requisition of 77 senior members of the Institute that the Narkeldanga Institute be named 'Narkeldanga Sir Gooroodas Institute' as a humble tribute of respect of the members of the Institute to the sacred memory of its Patron.

At the same meeting a letter from the President of the Institute was read intimating that Lady Banerjee, her sons and sons-in-law offered a sum of money for the purchase of a suitable plot of land and to form the nucleus of a fund for the purpose of securing a permanent location for the Institute.

The Narkeldanga Sir Gooroodas Institute was registered under the Registration of Societies' Act in May 1921 and with the help of the money contributed by Lady Banerjee, her sons and sons-in-law and many admirers a piece of land measuring more than 3 cottahs was purchased and the present building which is being formally opened to-day has been constructed. The building is a small and modest one but the Committee hope that the revered name which is associated with it will always make it a useful resort to the boys and young men of the locality where our saintly patron was born and lived and that this institution will always be a source of encouragement towards

that plain living and high thinking which was so abundantly practised in that saintly life which the Committee desires to commemorate with all humility and devotion."

Extract from the Report read at the opening ceremony of the Institute Building held on the 11th February 1923.

Politics and Political Associations.

When invited in 1917 to state his views on the subject of constitutional reforms SIR GOOROO DAS BANERJEE prefaced his reply with the following words.

"In reply I beg to state at the outset that though I was a member of several Political Associations when practising as a Vakil of the High Court, I gave up all connection with politics since I accepted office as a Judge of that Court and though I have retired from that office since 1904, as I have retired on pension I have continued to observe the same judicial aloofness from politics as I did when in office. I no doubt take a keen interest in the political advancement of my country, but it is the interest of a citizen and not that of a political reformer."

There was one single exception to the rule set forth above and that was on the occasion of the Partition of Bengal. The following extract from the vivid description by Sir Surendra Nath Banerjea of the laying of the foundation stone of the Federation Hall on the 16th October 1905 the date on which the partition of Bengal took effect is reproduced below.

"Quiet being restored, Sir Gooroodas Banerjee rose from his seat on the platform and in an impressive and eloquent speech delivered in Bengalee, in which he strongly condemned the partition, proposed Ananda Mohan Bose to the chair. The proposal was carried by acclamation. The appearance of Sir Gooroodas Banerjee on the platform of a political meeting and in the role of a speaker was a fact so significant that it should have opened the eyes of the authorities to the deep feeling that lay behind the anti-partition movement. A judge has no politics. According to Sir Gooroodas, an ex-judge should have none. We may or may not accept this view. Some of the most distinguished of Indian judges have been of a different opinion, and after their retirement from the Bench have not hesitated to take their share in the political movements of the day; but that was not Sir Gooroodas's opinion, and he stuck to it, with that quiet determination which so pre-eminently distinguished the man. On this occasion he was possibly overborne by the all-pervading influence of an irresistible public feeling, which punctuated our hearths and our homes, and captured the minds of young and old, rich and poor, men and women alike. All bitterly resented the partition. Some pretended to be neutral. Office-seekers and sycophants affected to be pleased.

"A Nation in Making" P. 815

BOOKS WRITTEN.

Hindu Law of Marriage and Stridhana.

(Being the Tagore Law Lectures for 1878)

The elements of Arithmetic.

First Edition 1876.

Dr. Gooroodas Banerjee has rendered an important service to Indian students by the publication of his book on Arithmetic. He has not written the book for the sake of book-making, for to a successful legal practitioner the profits of book-craft can scarcely be an inducement for undertaking the drudgery of writing a school-book. He is a distinguished mathematician among our graduates, and his work under notice does him much credit.

Dr. Banerjee, we feel persuaded, was induced to prepare his Arithmetic from a conviction of the necessity of such a publication. There are many text books on Arithmetic extant, which are all very good in their way, but none that we know of exactly suits the Indian learner. Mr. Bernard Smith's work is the most popular Arithmetic text-book, but with all his endeavours to adapt it to the wants and capacities of Indian youths we cannot say he has entirely succeeded in his attempt. Apart from the question of adaptation, Dr. Banerjee's book has the special merit of giving such a lucid explanation of the principles on which the rules are based that for that alone the compilation ought to be universally prized. We would challenge a reference to the "Rule of

Three" and ask whether it is possible to be more scientifically clear, and whether the explanations do not reach the humblest intellect. We may similarly take up the rules for finding the roots of square and cubic numbers. We cannot help noticing the admirable execution of the typographical part of the work both as regards accuracy and printing. It is seldom that a book of figures is issued from a Native Press, which has not a bulky sheet of corrections appended to.

Hindoo Patriot 12. 1. 60.

A Few Thoughts on Education.

First Edition-September 1904.
Second Edition-December 1909.

The preface, the introduction, and some letters are reproduced below to give some idea of the work.

Preface to the First Edition.

The educational problem in India presents many peculiarities not to be met with in any other country. Thus, Indian students have to acquire knowledge through the medium of a difficult foreign language, and this not only overtaxes their energies, but also cramps their thoughts. Then again, while on the one hand, the circumstances of the country and the habits and sentiments of its people, make western methods and systems in their integrity often inapplicable to them, on the other hand, the control of Education rests with those who, from

their early training and their imperfect knowledge of the East, naturally consider those methods and systems equally efficacious here, and seek to enforce them accordingly. The diversity of the creeds, moreover, which our students profess, renders religious education in public schools and colleges extremely difficult. Owing to these and other peculiarities, much remains to be said about Indian Education notwithstanding the existence of many excellent works on Education generally.

I have had some opportunities of observing the operation of our system of education, first as a student, and then as a Lecturer on Mathematics in the Calcutta Presidency College and afterwards as a Lecturer on Mathematics and on Law in the Berhampur College, and latterly as a Fellow of the Calcutta University, and for some years as a member of its syndicate. I have found similar opportunities also in supervising the teaching of those whom nature has committed to my care, and in giving occasional instruction on Sundays to the students of the Entrance Class of a High School in my neighbourhood. It was when thus employed, that various suggestions for improving our system of Education occurred to me, from time to time and these have been embodied in the following pages. Most of them are trite and are generally accepted in theory as correct and they have been deemed fit for formal statement and inclusion in this book, only by reason of their being persistently disregarded in practice. There are some few again which afford room for doubt and discussion ; and they are submitted for the considera-

tion of those engaged in teaching or in controlling teaching.

One main object of these suggestions is to make the work of the learner easy and interesting, by suitable explanation of complex and obscure matters, and by timely stimulation of his curiosity for knowledge. Though we may not be able to discover a royal road to learning, we should try to help the learner by removing unnecessary obstructions in the ordinary road to it.

If the presentation of my suggestions to the public leads to the adoption of any of them, or induces any one better qualified than myself to make more acceptable suggestions for educational reform, I shall consider my humble efforts amply rewarded.

INTRODUCTION.

1. The object of the following pages is, not to present to the reader a finished systematic treatise on Education, but to place before him a few stray thoughts on the subject, having special reference to the circumstances of India.

2. Education is one of the most powerful agencies in moulding the character and determining the future of individuals and of nations; and the question, how to regulate education so as to secure the best results, has engaged the attention of speculative thinkers and practical administrators in all ages and countries. At the present moment in India, that question is occupying a large share of public attention.

It may not therefore be deemed inopportune now

to offer a few suggestions relating to educational reform in this country for the consideration of the public.

3. The subject is large and may be viewed from many different points of view.

Education in its most comprehensive sense should aim at storing the mind of its recipient with useful knowledge, and training the powers of mind and body to healthful and harmonious action.

Considered with reference to its objects, education has to be dealt with under the different heads of Physical Education, Intellectual Education, Moral Education and Religious Education.

Or it may be considered with reference to its historical development, in which case, the different divisions of the subject will be Education in the Ancient World and specially in Ancient India, Greece and Rome, Education in the Middle Ages and the rise of Universities, and Education in Modern Times and the different Educational Theories.

Viewed again with reference to the nature of the agencies employed, the subject may be treated under the heads of Home or Private Education, Education at Public schools and colleges, and University Education.

Then again viewed with reference to the different stages of the pupil's progress, we have to consider Education during Infancy, Education during Boyhood and Education in Youth.

4. From a practical point of view, the last mentioned division of the subject is the one that may be most conveniently adopted. This division is not arbitrary,

but is based upon reason as different considerations apply to the conduct of education during the above mentioned three different periods; and it is the division according to which every father or other guardian guides himself in educating his son or ward.

The remarks I wish to make will accordingly be arranged under the three heads of :—

Education in Infancy.
Education in Boyhood, and
Education in Youth.

And these will be followed by a few general observations on,

Professional and Technical Education, and Education on National Lines.

LETTERS.

Government House, Calcutta.
December 18th., 1904.

DEAR SIR GOOROO DAS BANERJEE,

I have looked with extreme interest into your wise and practical examination of the sort of education that an Indian youth ought to acquire and the manner in which he ought to acquire it.

I hope that your countrymen will study your words and follow your advice.

I am particularly glad that you fall foul of those mischievous and detestable "keys". They never open any lock but they break a great many that might otherwise be opened.

Yours Sincerely,
CURZON.

Presidency College, Calcutta.
11th March, 1910.

DEAR SIR GOOROO DAS.

I am very glad that I met you yesterday but the little acknowledgment I was able to make of your gift to me does not adequately discharge the pleasant debt which your kindness has laid me under, nor will I be denied the pleasure of expressing my sense of it in writing. I feel it in two ways, through the intrinsic value of your book, which is, so far as I know unique in being a complete discourse on Education by a cultured Hindu, who all his life has been foremost in working to extend and deepen the desire for education in this country and has laboured to uphold high conceptions of what true education is. The book is and will remain a classic. I rejoice greatly that the demand for a second edition proves that it is so regarded by a wide public. Then also and this touches me more personally there is the kindness of your special thought of me ; that you should wish me to have a copy of your book inscribed in your own handwriting as the gift of the author. No books which one possesses are so valuable as these. They have double value ; their own value as books, and their value as a testimony of kindness and esteem. I put a high value on this gift of yours for both reasons.

Very Sincerely Yours.
H. R. JAMES.

REVIEW.

Indian Daily News. 16. 7. 10.

A Few Thoughts on Education. By SIR G. D. BANERJEE. S. K. LAHIRI and Co., Calcutta.

In one way it is something of a reflection against us in Bengal that so able and stimulating a brochure on education as SIR GOOROO DASS'S "Few Thoughts" should have only just reached its second edition although it was first published so long as six years ago. Still the second edition is to be welcomed and it will carry with it good wishes for its sale, not merely for the sake of the veteran educationist its author, but for the benefit of those teachers who read and study it. The easy style and the clear and logical marshalling of its hints and information makes it a singularly interesting and readable book even for those who are not teachers. The new edition is substantially the same as the earlier one but it has been revised throughout and a few additions have been made among which may be mentioned particularly the sections on the direct teaching of languages, the supersession of Euclid and education on national lines. The volume is well produced and tastefully printed by the wellknown firm of S. K. LAHIRI and Co.

Elementary Geometry according to Modern Method.

First Edition 1906.

The preface, after stating the points of difference between the modern method and the method of Euclid, proceeds as follows :—

"The advantages of Euclid's method at one time seemed to me to outweigh its disadvantages, and induced me to think that his Elements of Geometry, with suitable modifications, should be adopted as the text book in Geometry for the beginner. But it has since appeared to me to be necessary to lighten the labour of the student in acquiring a knowledge of Elementary Geometry, so that he may be able to spare time and energy for studying other subjects ; and I am now of opinion that Euclid may well be replaced by Modern Geometry.

But if Euclid is to be superseded, our chief aim should be to help the beginner in the subject in learning, with ease and within a short time, all the important elementary truths of Geometry. In this little book I have accordingly omitted all unimportant propositions, and tried to give the substance of the first six books of Euclid in 50 Theorems and 25 Problems.

* * * * .

The Education Problem in India

November 1914.

The following extract from the Introductory Remarks shows the different heads of the subject treated.

I. Statement of the Education Problem and of a few fundamental principles.

II. Different kinds of Education.

III. Control of Education.

IV. Organization of a System of Education.

V. Methods of imparting Education.

VI. Modes of testing Education.

Principal H. R. JAMES wrote as follows :

I am now reading your book through carefully page by page ; I am doing so with growing pleasure partly because I find myself closely in agreement with you on so many points, partly because of the spirit of moderation and reasonableness and suavity with which it is all written.

I don't want to conceal points of difference. Some there are and will remain ; but it is an exhilaration to find how often I agree for then at least I feel I am not wrong.

I am going to present copies to the libraries of each of our schools—whether or not they have copies already as may well be. Then, if I have your concurrence, I propose to review the book at some length in the College magazine and possibly in some other paper. I consider the book a very valuable contribution to the working out of the problems of which it treats.

Sincerely Yours
H. R. JAMES.

Narikeldanga, Calcutta,
11th December 1914.

Dear Mr. Biss,

I beg to send by Book Post for your kind acceptance a copy of my little book entitled "The Education Problem in India".

I fear you will find much in it that may not quite accord with usually accepted views. But I hope there will be found nothing in it which can appear to a scholar & an educationist of your depth of culture & breadth of mind, unfit to be submitted for the consideration of those who guide the Education of the country.

With best regards,
I remain,
Yours sincerely,
Gooroo Dass Banerjee

Sir N. D. BEATSON BELL wrote :—

DEAR SIR GOOROO DAS

I have been reading with pleasure your book on "The Education Problem in India." It was good of you to send it to me. There are of course some points on which we agree and others on which we disagree ; but I am always glad to hear the "other side" of the question, specially when it is stated with the charm and lucidity of SIR GOOROO DAS.

With kind regards, I remain
Yours Sincerely,
N. D. BEATSON BELL.

জ্ঞান ও কর্ম্ম

প্রথম সংস্করণ ১৩১৬

এই বৃহৎ গ্রন্থের কিছু পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকর্ত্তার বিজ্ঞাপন এবং কয়েকজন মনীষীর মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিজ্ঞাপন।

জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মনে যে সকল কথার উদয় হইয়াছিল তাহার কতকগুলি কিঞ্চিৎ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম। তাহার অধিকাংশই পুরাতন কথা, তবে মধ্যে মধ্যে দুই একটী নূতন কথা থাকিতে পারে, এবং কোন কোনস্থলে পুরাতন কথাও একটু নূতন আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পুরাতন কথা এই ভাবিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে, তাহা জনসমাজে কথায় পরিগৃহীত হইলেও এখনও ততদূর কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অতএব তাহার পুনরুক্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন নহে।

এই গ্রন্থোক্ত অনেকগুলি কথা লইয়া মত ভেদ হইতে পারে। কিন্তু সে সকল কথা মানব জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ ও তাহার তত্ত্বনির্ণয় অতীব বাঞ্ছনীয়। এবং ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তাহার আলোচনা হইলে সেই তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে, এরূপ আশা করা যায়।

এ পুস্তকের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রতিপাদ্য বিষয় সকল প্রয়োজনীয় হইলেও প্রায়ই যেরূপ নীরস, তাহাতে গ্রন্থের ভাষা সরস হইলেই ভাল হইত। কিন্তু সরস হওয়া পরের কথা, সর্ব্বত্র সরল হইয়াছে কিনা, সন্দেহ। বাঙ্গালায় দর্শন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রচলিত পরিভাষার অভাবই সেই সন্দেহের কারণ। অথচ আবার যে সংস্কৃত ভাষা জগতে উচ্চ ও সূক্ষ্ম পরমার্থ চিন্তার অসামান্য সহায়তা করিয়াছে, তাহারই জ্যেষ্ঠা কন্যা বঙ্গভাষা যে আমাদের কেবল নিশ্চিন্ত অবসর কালের কাব্যামোদদায়িনী নর্ম্মসখী হইবার যোগ্যা, কিন্তু গভীর চিন্তার সময়ে তত্ত্বনির্ণয়ে আনুকূল্য বিধায়িনী সঙ্গিনী হইবার অযোগ্যা, একথাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। (১) সেই বঙ্গভাষায় আমার বক্তব্য বিষয়গুলি বিশদভাবে ব্যক্ত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি। সে যত্ন যদি কোথাও নিষ্ফল হইয়া থাকে তাহা আমার দোষে, বঙ্গভাষার দোষে নহে।

---

(১) বঙ্গভাষার ভাব প্রকাশিকা শক্তির সম্বন্ধে একজন ইংরাজ পণ্ডিত পিতৃদেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কয়েকছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

Cambridge
2nd February 1914.

My Dear SIR GOOROO DASS,

I am much touched by your great kindness in sending copies of your books to an obscure old গুরু মহাশয় like me. Please believe that I make no pretention to be a Pandit, in my own or any other language. But I teach elementary Bengali here to I. C. S. probationers, and since it is my duty to show them how expressive,

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্র—

গুরুদাস বাবু

তোমার 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' গ্রন্থের প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠা হৃদয়ঙ্গম করা হইয়াছে। আমি না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে বাঙ্গালা ভাষাতে এরূপ উচ্চদরের গ্রন্থ অদ্যাপি আর হয় নাই। আদ্যোপান্ত অতি মহার্ঘ অতি গুরুতর বিজ্ঞতা (wisdom)তে পরিপূর্ণ। এত বিজ্ঞতার কথা একাধারে সমাহৃত করিতে যে কি পর্য্যন্ত শাস্ত্র জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা বাক্যাতীত। সেই সঙ্গে আবার দেখিতেছি যে রচনার পারিপাট্য ভাবের গভীরতা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। একটিও নূতন শব্দ সৃষ্টি করা হয় নাই অথচ দুরূহ ও দুরবগাহ সমস্ত তত্ত্বই বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে। কোনও পাঠকের এরূপ বলিবার অধিকার নাই যে ভাষার অব্যক্ততা বশতঃ বুঝিতে পারিলাম না। তবে ভাবের দুরূহতা নিবন্ধন যদি কেহ কোন অংশ বুঝিতে না পারেন তাহা স্বতন্ত্র কথা। আমি দেখিতেছি তোমার এ গ্রন্থখানি আমাদিগের স্বদেশের ও স্বভাবের একটি গৌরব ও শ্লাঘার বিষয় হইয়াছে এবং বাঙ্গালা শাস্ত্র মধ্যে আপাততঃ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

নিজে লিখিতে অনেক সময় কষ্ট বোধ হয় এই নিমিত্ত কিয়দংশ পরের দ্বারা লেখাইয়া লইলাম ইহা দ্রষ্টব্য। ইতি—

(স্বাক্ষর) শ্রীকৃষ্ণকমল শর্ম্মা।

---

supple and beautiful a language it is, it is also my duty to try and keep up my acquaintance with the ভাষা and hence the quite elementary attempts to secure and impart information which have procured me your kind letter and present.

* * * *

Yours very Sincerely,
J. D. Anderson
(M. A I. C. S. retired)

ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র—

ওঁ

শান্তি নিকেতন
বোলপুর।

বহুমান ভাজনেষু

সবিনয় প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার প্রেরিত "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থখানি গতকল্য আমার হস্তগত হইয়াছে। কালই আমি পাঠ আরম্ভ করিয়াছি। দ্রুতবেগে পড়িয়া ফেলিবার মত জিনিষ ইহা নহে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে ভাষা ও যুক্তি বিন্যাস যতদূর পর্য্যন্ত সহজ হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছে। এরূপ ভাষার সারল্য রচনার নিবিড়তা এবং যুক্তি বিচারের বিশদ সুশৃঙ্খলতা আপনার মত পাকা হাতে ছাড়া হইবার জো ছিল না। ইহার মধ্যে আপনি যে সকল তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়াছেন তাহার সমস্তই গ্রহণ করিতে না পারিলেও শ্রদ্ধার সহিত এবং ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ করিতেছি। সুচিন্তিত শ্রেণীবদ্ধ আকারে কোন মনন সাধ্য বিষয়কে এরূপ সর্ব্বাঙ্গীনভাবে পরিব্যক্ত করিয়া প্রকাশ করা বাংলা ভাষায় ইহার পূর্ব্বে আর দেখি নাই। আশা করিতেছি এইবার আপনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরো অনেক লেখক সাধ্যমত এই মহাজনের পন্থা অবলম্বন করিবে। নতুবা বাংলা সাহিত্য হইতে চিন্তা প্রণালীর আলস্য এবং রচনা প্রণালীর শৈথিল্য কিছুতেই দূর হইবে না। এ সম্বন্ধে আমার মত অভাজন বিস্তর পাপ করিয়াছে কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ভার বিধাতা আপনাদের হাতে দিয়াছেন ইহা দেখিয়াই আজ আমি আনন্দ বোধ করিতেছি। আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি ১৬ই ফাল্গুন ১৩১৬

স্নেহপ্রার্থী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, পি, আর, এস, মহাশয়ের পত্র—

শ্রীহরি

২৬—২—১০

শ্রীচরণেষু

প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার প্রীতি-উপহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" এবং Thoughts on Education 2nd Edition পাইয়া আপনাকে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। "জ্ঞান ও কর্ম্ম" পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। আপনি স্বয়ং জ্ঞান ও কর্ম্মের সজীব সমন্বয় আপনার গ্রন্থ হইতে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতেছি ইহা অভাবনীয় নহে। কিন্তু গ্রন্থের আলোচ্য প্রসঙ্গ সমূহের বিস্তৃতি ও ব্যপকতায় বিস্মিত হইতেছি।

* * * *

প্রণত:
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

দর্শনাচার্য্য ডাক্তার পি, কে, রায় ডি, এস্, সি, মহাশয়ের পত্র—

1st March 1910

MY DEAR SIR GOOROO DAS,

I thank you most heartily for your kind letter of the 25th Feby' and for the two books you have so generously presented me.

* * * *

The other book "জ্ঞান ও কর্ম্ম" is a very valuable contribution to our vernacular literature. It is I believe the first book of its kind. It will occupy the same position

in Bengali as Locke's "Essay on the Human Understanding" has had in English literature. It combines theory and practice in a remarkable way. It is sure to be read and re-read. I have not yet been able to read the whole book; but from what I have read of it, I think you have done a great service to the cause of clear thinking and right living by the writing and publication of this book.

* * * *

Yours Sincerely,
P. K. RAY.

লর্ড মিংহের পত্র—

Legislative Department India.
Calcutta 18. 2. 1910.

Dear Sir Gooroodas

I sincerely appreciate the compliment you have paid me by sending me your 2 books and I thank you heartily.

Your book on Education I had seen before. The Bengali Essays "জ্ঞান ও কর্ম্ম" are quite new to me and I am sure they will be to me both interesting and instructive. I will write to you again when I have read them all.

But as I happened just now to read a few pages (414-418 dealing with the relations between Britain and India) I cannot help expressing my warm admiration for the manner in which you so moderately and yet so cogently point out the errors to which both sides—rulers and ruled—are so liable. Taking our respective credit

and debit sides of the account, do you not think that the ruling nation has got some more substantial—I mean material—benefit, than শ্রদ্ধা towards আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুশীলন ও সংযম অভ্যাস? But perhaps you mean that is their chief gain, though there are others. If so, I entirely agree.

Thanking you again

I remain

Yours very sincerely

S. P. SINHA.

শিক্ষা—(১৯০৭)

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। ইহার ভূমিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভূমিকা।

অদ্য শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট আমি অতি সঙ্কুচিতভাবে উপস্থিত হইতেছি। যে বিষয়ের কথা বলিব তাহা প্রয়োজনীয় হইলেও অতি কঠিন ও তাহার যথাযোগ্য পর্য্যালোচনা করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। যাহা বলিব তাহা প্রায়ই পুরাতন কথা, শুনিতে কাহারও আগ্রহ হইবে না। আর তাহার মধ্যে যে দুই একটি নূতন কথা থাকিতে পারে তৎসম্বন্ধে এত মত ভেদ যে তাহা গ্রহণ করিতে অনেকেই সম্মত হইবেন না। পরন্তু যাহা বলিব, তাহা শব্দ বিন্যাস দ্বারা সাজাইয়া বলিবার অভ্যাস নাই ইচ্ছাও নাই সুতরাং সে সকল কথা সমাদৃত হইবার আশা অতি অল্প। কিন্তু তাহা শিক্ষক সম্প্রদায়ের নিত্য প্রয়োজনীয়, এবং যদিও তাঁহাদের অভাব নাই, তথাপি তাহা একেবারে প্রত্যাখ্যাত না হইতে পারে।

শিক্ষা যে কঠিন বিষয়, শিক্ষার সুফলের অল্পতাই তাহার প্রচুর প্রমাণ। শিক্ষার্থীর সংখ্যা যত, শিক্ষা লাভে কৃতকার্য্য ব্যক্তির সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অল্প। শিক্ষা সহজ বিষয় হইলে এরূপ ঘটিত না।

শিক্ষা যে আবশ্যক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। বস্তুতঃ শিক্ষা দ্বারাই মনুষ্য জ্ঞানবান্ ও কর্ম্মক্ষম হয়, এবং শিক্ষাই আমাদের উন্নতির উপায়। পৃথিবীতে যে সকল জাতি সভ্যতার উচ্চশ্রেণী অধিকার করিয়াছে তাহারা সকলেই সুশিক্ষার গুণে স্ব স্ব স্থান পাইয়াছে।

শিক্ষা আবশ্যক অথচ কঠিন ইহা বুঝিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে সকল সভ্য জাতিই শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছে। সুতরাং শিক্ষা বিষয়ক অনেক কথাই পুরাতন। কিন্তু পুরাতন বলিয়া সেই সকল কথার প্রতি লোকের অনুরাগ অল্প, কার্য্যকালে তাহা অনেকেই বিস্মৃত হইয়া থাকেন, অতএব তাহার পুনরাবৃত্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় নূতন কথাও অনেক আছে, যথা প্রাচীন সাহিত্য শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন, ধর্ম্মশিক্ষা অনাবশ্যক, ইত্যাদি। ঐ সকল কথা লইয়া ঘোরতর মতভেদ আছে, এবং তাহারও আলোচনা আবশ্যক।

এক্ষণে শিক্ষা বিষয়ক কথা পর্য্যালোচনার পদ্ধতি স্থির করা আবশ্যক কারণ, এ আলোচনা উদ্দেশ্য ভেদে নানা পদ্ধতিতে করা যাইতে পারে। যথা ঐতিহাসিকভাবে, দার্শনিকভাবে রাজনৈতিক ভাবে, ইত্যাদি।

কালানুসারে শিক্ষার ক্রমবিকাশ দেখাইতে হইলে, ঐতিহাসিকভাবে, মানসিকবৃত্তির উন্নতি অনুসারে শিক্ষার ক্রমবিকাশ দেখাইতে হইলে, দার্শনিকভাবে, কিরূপ শিক্ষার দ্বারা রাজ্য শাসনের সুবিধা হয় দেখাইতে হইলে, রাজনৈতিকভাবে, শিক্ষার বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে হয়। আমাদের এখানকার উদ্দেশ্য সে সকল বিষয় নহে। কিরূপ শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীর পূর্ণ ফললাভ হয়, তাহাই স্থির করা আমাদের উদ্দেশ্য,

এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, নিম্নলিখিত ছয়টি বিষয়ের পৃথক আলোচনা করাই এস্থলে যুক্তিসিদ্ধ পদ্ধতি বলিয়া বোধ হইতেছে—

১ম শিক্ষার উদ্দেশ্য
২য় শিক্ষার্থীর প্রকৃতি
৩য় শিক্ষকের লক্ষণ
৪র্থ শিক্ষার বিষয়
৫ম শিক্ষার উপকরণ
৬ষ্ঠ শিক্ষার প্রণালী

—০—

সরল গণিত ১ম ভাগ পাটীগণিত—(১৩২০) আষাঢ়
ঐ ২য় ভাগ বীজগণিত—(১৩২০) ফাল্গুন
ঐ ৩য় ভাগ জ্যামিতি—(১৩২১) বৈশাখ

বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টির জন্য এই তিনখানি পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পাটীগণিতের বিজ্ঞাপন।

*   *   *   *

এতদ্ব্যতীত অনেকে মনে করিতে পারেন, উচ্চশিক্ষার্থীরা ইংরাজি জানেন ও ইংরাজি জানা তাঁহাদের আবশ্যক, এবং ইংরাজিতে যখন শেষোক্ত (পাটীগণিতের তত্ত্বানুশীলনোপযোগী) শ্রেণীর গ্রন্থের অভাব নাই, তখন বাঙ্গালা ভাষায় সেরূপ গ্রন্থ নিষ্প্রয়োজনীয়।

কিন্তু বঙ্গভাষার সৌষ্টব সংবর্দ্ধনার্থে তাহাতে সাহিত্য ইতিহাসাদি বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন যেমন বাঞ্ছনীয়, গণিত বিষয়ক দুই একখানি গ্রন্থ প্রণয়নও তেমনই বাঞ্ছনীয়। এবং ইহাও দুঃখের বিষয় যে, এই সুন্দর

বাঙ্গালা ভাষা, যাহার ভাব প্রকাশিকা শক্তির কোন অভাব নাই, আমাদের কেবল অবকাশকালের আনন্দ বিধান করিবে, এবং সরল গণিতের সামান্য তত্ত্বচিন্তার নিমিত্তও আমাদিগকে ভাষান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সকল বিষয় ভাবিয়া আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা শিশুদিগের পাঠ্য নহে, একাদশ দ্বাদশ বর্ষীয় বালকদিগের পাঠোপযোগী হইবে। এবং ইহা পাঠ করিলে যাহাতে স্বল্প সাহায্যে তাহারা সরল পাটীগণিতের মূলতত্ত্বগুলি বুঝিতে সমর্থ হয়, অন্ততঃ তাহা জানিতে উৎসুক হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছি। যে যে স্থলে অঙ্কের পরিবর্ত্তে অক্ষর প্রয়োগ দ্বারা পাটীগণিতের নিয়ম বা নিয়মের হেতু সুপ্রকাশ বা সপ্রমাণ করা সহজ হয়, তত্তৎস্থলে বীজগণিত হইতে পাটীগণিতের পার্থক্য রক্ষার অনর্থক অনুরোধে অক্ষর প্রয়োগে বিরত হই নাই। বরং এইরূপে ক্রমশঃ, অঙ্কের স্থলে অক্ষর প্রয়োগ দ্বারা শিক্ষার্থীকে বিশেষ দৃষ্টান্তের আলোচনা হইতে সাধারণ তত্ত্বানুশীলনে অভ্যস্ত করা, এবং পাটীগণিত পাঠ হইতে বীজগণিত অধ্যয়নে উপনীত করা, যুক্তি সিদ্ধ বলিয়াই মনে করিয়াছি।

এই পুস্তক প্রনয়ণের উদ্দেশ্য উপরে একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি। ফলের আশা অব্যক্ত রাখাই কর্ত্তব্য।

বীজগণিতের বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা ভাষায় বীজগণিতের গ্রন্থ অধিক নাই। অধ্যাপক ৺প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রণীত একখানি, ও প্রসিদ্ধ লেখক ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত আর একখানি, এই দুইখানি বাঙ্গালা ভাষায় বীজগণিত দেখিয়াছি। প্রথমোক্ত পুস্তকে শ্রেঢ়ী পর্য্যন্ত, ও দ্বিতীয়োক্ত পুস্তকে সমীকরণ পর্য্যন্ত, আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাও

এখন দুষ্প্রাপ্য। আমার পাটীগণিত রচনাকালে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি বীজগণিত, ও একখানি আধুনিক প্রণালী অনুসারে জ্যামিতি, রচনা করিবার ইচ্ছা ছিল। এবং তজ্জন্য আমার প্রণীত পাটীগণিতের পুস্তককে সরল গণিতের প্রথম ভাগ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, আর বীজগণিত ও জ্যামিতি তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগরূপে প্রকাশ হইবে মনে করিয়াছিলাম। তদনুসারে এই বীজ গণিতের পুস্তক প্রণীত হইল।

পাটীগণিতের অনেকগুলি গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও যে যে কারণে আমি একখানি পাটীগণিত রচনায় প্রবৃত্ত হই তাহা ঐ পুস্তকের বিজ্ঞাপনে ব্যক্ত করিয়াছি। সে সমস্ত কারণ বাঙ্গালা ভাষায় বিরল বীজগণিত রচনা সম্বন্ধে আরও প্রবলরূপে খাটে। এবং তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এই গ্রন্থখানি কোন ইংরাজি বীজগণিতের অনুবাদ বা অনুকরণ নহে। তবে স্থানে স্থানে প্রচলিত ইংরাজি বীজগণিত হইতে, বিশেষতঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়ের বীজগণিত হইতে, সাহায্য পাইয়াছি। ইহাতে যে কথা যে প্রণালীতে বলিলে বিদ্যার্থীর মূল তত্ত্ব বুঝিবার সুবিধা হয় মনে করিয়াছি, সেই কথা সেই প্রণালীতে বলিয়াছি।

উচ্চ বীজগণিতের অনেক বিষয় ইহাতে নাই। কিন্তু যাহা আছে তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ এবং আই.এস্.সি পরীক্ষায় যতদূর আবশ্যক তদপেক্ষা ন্যূন নহে।

জ্যামিতির বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষায় সরল জ্যামিতির পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে বোধ হয় ৺কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ছয় অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাহার পর ঐ গ্রন্থের আরও কয়েকখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয়ের

প্রণীত অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম ছয় অধ্যায় এবং একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের কিয়দংশ আছে। কিন্তু সেই সম্পূর্ণ সংস্করণ এখন দুষ্প্রাপ্য, কেবল প্রথম তিন চারি অধ্যায়ই সচরাচর পাওয়া যায়। তদ্‌ভিন্ন ইউক্লিডের জটিলতা ও বাহুল্য দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ নূতন প্রণালীতে একখানি জ্যামিতির গ্রন্থ ৺রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত হয়। তবে তাহাতে কতকগুলি কথা অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে, এবং ঘনায়তনের কোন কথাই আলোচিত হয় নাই। সে গ্রন্থখানিও এখন দুষ্প্রাপ্য।

ইউক্লিডের জ্যামিতি বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া সরল জ্যামিতির একমাত্র পাঠ্য পুস্তক বলিয়া গৃহীত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। সেই পুস্তকের অনেক গুণ আছে, কিন্তু দোষও আছে। ইউক্লিডের প্রমাণ প্রণালীর যেমন সম্পূর্ণতা ও বিশুদ্ধতা গুণ আছে, তেমনই তাহার জটিলতা ও বাহুল্য দোষও আছে।

* * *

এই সমস্ত কারণে ইউক্লিডের জ্যামিতির পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ নূতন প্রণালীতে ইংরাজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অধুনা অনেকগুলি জ্যামিতির গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আমিও ইংরাজি ভাষায় ঐরূপ একখানি জ্যামিতি রচনা করিয়াছি। তাহাতে প্রমাণ প্রণালীর বিশুদ্ধতা ও সরলতা রক্ষা করিয়া, আবশ্যকীয় বিষয়গুলির আলোচনা সঙ্ক্ষিপ্ত, ও প্রতিজ্ঞাগুলির পারম্পর্য্য সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি।

এই পুস্তকখানি আমার প্রণীত সেই সরল জ্যামিতির বঙ্গভাষায় অনুবাদ। ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ এবং আই-এস্‌ সি পরীক্ষা পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় সমস্তই আছে এবং তদতিরিক্ত আরও কোন কোন বিষয় আছে।

বাঙ্গালা ভাষায় এখনও এ প্রণালীতে রচিত জ্যামিতির কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গভাষায় এখন নানাবিষয়ে নানাবিধ গ্রন্থ রচিত হইতেছে। আধুনিক প্রণালীর একখানি জ্যামিতির বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই মনে করিয়া আমার ইংরাজি সরল জ্যামিতির এই বাঙ্গালা অনুবাদ প্রস্তুত ও প্রকাশিত করিলাম। ইহা পঠিত ও প্রচারিত হইবে কিনা বলিতে পারি না। ইতি—

A Note on the Devanagari Alphabet for Bengali Students. 1893.

This note was written for "any little help that may be given to the Bengali student to facilitate his learning to read and write Devanagari."

জীবনের শেষ কয়েক দিবসের কথা। (১)

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

১৩২৫ সাল ৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার—

আমি ১০।১২ ঘণ্টা বাড়ীতে ছিলাম না, স্থানান্তরে কার্য্য বশতঃ অনুপস্থিত ছিলাম। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকায় বাটী ফিরিয়া শুনিলাম নারিকেলডাঙ্গা হইতে বহুবার আমার সন্ধানে লোক আসিয়াছিল;

(১) ১৩২৫ সালের ২৫শে আশ্বিন (ইংরাজি ১২ই অক্টোবর ১৯১৮) দুর্গা পূজার সপ্তমীর দিন পিতৃদেবের শেষ পীড়ার সূত্রপাত হয়। এই আমাশয় পীড়া তাঁহার মধ্যে মধ্যে হইত। পিতামহী দেবীর এই পীড়াতেই মৃত্যু হয়।

পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ৩রা কার্ত্তিক ইংরাজি ২০শে অক্টোবর পিতৃদেব জিদ করিয়া উইল করেন এবং ঐ দিবস বৈকালে ডাক্তার প্রাণধন বসু এবং কবিরাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন মহাশয়দ্বয় আসিলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে উইল দস্তখত করিয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষী হইতে অনুরোধ করেন।

কবিরাজি চিকিৎসায় পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছিল এবং জগদ্ধাত্রী পূজার সময় তিনি কিছু সুস্থ ছিলেন। সেই জন্য বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত পূজা বন্ধ হয় নাই কিন্তু কাহাকেও বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে ভরসা করেন নাই। আত্মীয়, প্রতিবাসী এবং বন্ধুগণকে কিছু প্রসাদ পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। সেই প্রসাদের সহিত যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রয়োজন—আমার তথায় শীঘ্র যাওয়া। আমি অসুখ বৃদ্ধির কথা পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম, কিছু বুঝিতে অবশিষ্ট রহিল না। সেই সময়ে আমার মনে একটা আকস্মিক ক্ষোভের উদয় হইল—বুঝি ইহকালে সেই আপ্তকাম পুরুষের স্বভাব উজ্জ্বল জীবিত কান্তি আর আমার সম্মুখে শোভা বিস্তার করিবে না। যাহা হউক কোনরূপে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া একটী দ্রুতগামী যানের সাহায্যে নারিকেল-ডাঙ্গার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম—আমার প্রতীক্ষায় দ্বার-দেশে অনেকেই উপস্থিত আছেন। পৌঁছিবামাত্র রুগ্নশয্যাপার্শ্বে নীত

শ্রীশ্রীদুর্গা

সহায়।

৺জগদ্ধাত্রী

"সবিনয় নিবেদন—

অদ্য শ্রীশ্রী৺পূজা। আমি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত; তবে এ যাত্রায় বোধ হয় জগন্মাতা রক্ষা করিলেন; তাই এ দীন ভবনে তাঁহার পূজা বন্ধ হয় নাই। কিন্তু আমি আপনাদের অভ্যর্থনায় অসমর্থ বিধায়ে আপনাদের শুভাগমন লাভের আশা করিতে পারি না; স্নেহ লাভে যেন বঞ্চিত না হই। ইতি ২৬এ কার্ত্তিক ১৩২৫ সাল।

নিবেদক—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।"

জগদ্ধাত্রী পূজার পর পীড়া পুনরায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ৬ই অগ্রহায়ণ (২২শে নভেম্বর) পিতৃদেব বলেন যে তাঁহার পীড়ার উপশমের জন্য চিকিৎসক মহাশয়েরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও nature সাহায্য করিতেছে না এবং সেই দিন তিনি তাঁহার বাগবাজারের গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে

হইলাম। আত্মীয়গণে গৃহের দ্বারদেশ পরিপূর্ণ, স্বয়ং কক্ষাভ্যন্তরে মেজের উপর বিস্তৃত শয্যায় শয়ান অবস্থায় আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র পরিপূর্ণ মুখ হাস্তে বলিলেন "আমি আজ রাত্রিকালে আপনাকে অত্যন্ত কষ্ট দিলাম।" উত্তরে বলিলাম—আপনি আমায় কোন কষ্ট দেন নাই, তবে দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার স্থানান্তরে গমন জন্ম এবং শীঘ্র দেখা করিতে না পারায় আপনার অসুস্থ দেহে উদ্বেগের কারণ হইয়াছি—এই ভাবিয়া মনে মনে দুঃখ অনুভব করিতেছি। "আমি গাত্রোত্থান করিয়া আপনাকে প্রণাম করিতে অক্ষম; এইজন্ম অনুমতি করুন যেন এই শয়ান অবস্থায় অভিবাদন করিতে পারি।

যাইবার জন্য মনস্থ করেন। এই বাড়ী তিনি পিতামহী দেবীর জন্য নির্ম্মাণ করেন এবং এই বাড়ীতে চারি রাত্রি বাস করিয়া পিতামহী দেবী গঙ্গাগর্ভে সজ্ঞানে স্বর্গলাভ করেন।

এই বাটীতে যাইবার মনস্থ করিয়া সেইমত ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দেন এবং গুরু পুরোহিত এবং বাড়ীর সকলের সহিত একে একে ডাকাইয়া কথাবার্ত্তা কহেন এবং এক বাড়ী হইতে অপর বাড়ী যাইতেছেন বলিয়া সকলকে সান্ত্বনা দেন। সেই রাত্রে তাঁহার শ্রাদ্ধের সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ে সবিশেষ উপদেশ দিয়া রাত্রি ১টার পর বিশ্রাম করেন। কাজ পড়িলে তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে এই ছিল তাঁহার জীবনের চিরাভ্যস্ত নিয়ম এবং সংসার হইতে বিদায় লইবার দিনেও সেই নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

গঙ্গাতীরে ১০ দিন বাস করিয়া ১৬ই অগ্রহায়ণ (২রা ডিসেম্বর) সোমবার রাত্রি ১০টা ৫০ মিনিটের সময় সম্পূর্ণ সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করেন।

আমি বলিলাম—তাহাই হউক। প্রণামান্তে বলিলেন—"আমি জীবনে আপনাদিগের বিনা অনুমতিতে কোন বিশেষ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। দিবসে আপনার সাক্ষাৎ পাইলে অদ্যই আপনাদের ও'দিকে (গঙ্গাতীরে) যাইতাম, যেন কল্য প্রাতে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, কেননা নারিকেলডাঙ্গার হাওয়া আমার আর ভাল লাগিতেছে না। আমি এক প্রকার সুখে ও দুঃখে বর্ত্তমান বয়স পর্য্যন্ত জীবন অতিবাহিত করিলাম এবং আমার ভাগ্য অনেকের তুলনায় ভাল বই মন্দ নহে। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি, এখনও একটী বন্ধন আমার আছে, তাহাও আপনার কৃপায় শীঘ্রই খসিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। আমার সহিত আপনার কি সম্পর্ক জানেন?" আমি বুঝিতে পারিলাম 'গুরু শিষ্য সম্পর্ক' তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, এইজন্য আমি তাঁহাকেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন—"আমার মাতৃদেবী বয়স্থা হইয়া উঠিলেন সন্তান সম্ভাবনা ক্রমশঃই দূরবর্ত্তী হইতেছে, ইহা দেখিয়া আমার পিতৃদেব খড়দহে (আমাদের আদিম নিবাস) আপনার পিতামহকে জানাইলেন—"বশিষ্ঠদেব ইক্ষাকু-বংশের কুলগুরু রাজা দশরথের অনুরোধে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন চতুর্ব্যূহ সৃজন করিলেন। আপনিও ত আমার কুলগুরু, আমার বংশ লোপ না হয় এরূপ একটী সুপুত্র কামনায় কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন? এই কথা শুনিয়া আপনার পিতামহ শুভদিনে উপযুক্ত ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন, তাহার ফলে আমি গর্ভে স্থান প্রাপ্ত হইলাম। ভূমিষ্ঠ হইলে পিতামাতা আমার নাম রাখিলেন 'গুরুদাস'। আমি সেই অবধি আপনাদের আজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছি। আপনার পূর্ব্বপুরুষ আমাকে আবাহন করিয়া আনিয়াছেন; আপনি সেই বংশের বর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ

এবং শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে জলাঞ্জলি দিউন।” সেই সময় আমার মনে হইল—হতভাগ্য আমি, আমার উপরেই এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতের একটী উজ্জ্বল মনিকে জলে নিক্ষেপ করিবার ভার অর্পিত হইল! হায় কর্ম্মের কি গহনা গতি!

রাত্রি অধিক হইতে লাগিল দেখিয়া গাড়ী প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিলেন। আমি বাটী যাইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে বলিলেন “যেন গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি।” পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে যাইয়া দেখি তাঁহাকে তাঁহার গঙ্গাতীরের বাটীতে আনা হইয়াছে। মুখ প্রফুল্ল, চিত্ত উদ্বেগ-রহিত, সুতরাং শান্ত। আমার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন “গঙ্গার লহরীমালা দেখিয়া এবং স্নিগ্ধ মৃদুমন্দ সমীরণ সেবন করিয়া আমার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হইতেছে। এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি?” আমি উপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিলাম—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তেচাস্য কর্ম্মাণি ময়িদৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥

শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ইহার কি কোন পাঠান্তর আছে?” আমি বলিলাম আছে, উপনিষদে ‘তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে’ এইরূপ পাঠ আছে। “আপনি ইহা কোথায় পাইলেন?” আমি বলিলাম— শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন। “ওঃ কি সুন্দর! অখিলাত্মনি ময়িদৃষ্টে সতি!” এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া হৃষ্টচিত্তে আমাকে পুনঃ পুনঃ এই মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে বলিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনিও আবৃত্তি করিতেন। তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন, সমস্ত শাস্ত্র তাঁহার অধীত ছিল, তবে কেন তিনি আমার পশ্চাৎ এই মন্ত্রের অনুবৃত্তি করিতেন— এই প্রশ্ন আমার মনে উদিত হইত। রাত্রিকালে একদিবস বাটী

আসিয়া আহারের পূর্ব্বে একখানি উপনিষদ গ্রন্থ (যাহা আমার শয্যাপার্শ্বে ছিল) যদৃচ্ছাক্রমে উন্মোচন করিতেই সেই পৃষ্ঠায় একটী শ্লোক দেখিলাম তাহার ভাবার্থ এই যে 'কোন কল্যাণকামী পুরুষ গুরু কিংবা পুরোহিতকে অতিক্রম করিয়া যেন মন্ত্র উচ্চারণ না করেন কেননা তাঁহাদিগের উচ্চারিত মন্ত্রই বিশেষ বীর্য্যবান হয়।' তখন বুঝিতে পারিলাম শাস্ত্রদর্শী মহাপুরুষ এই জন্যই আমাকে অগ্রগামী করিয়া পশ্চাৎ আমার অনুসরণ করিতেন।

রাত্রি প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পুনরায় সমীপবর্ত্তী হইলাম। একটি প্রশ্ন করিলেন—"ঠাকুর! প্রেতলোক বলিয়া একটি কথা আছে না?" একটু স্থির হইয়া রহিলাম, এ দুরূহ প্রশ্নের কি উত্তর দিব? যদি বলি আছে তাহা হইলে বুঝাইতে হইবে। যদি নাই বলি তাহা হইলেও উত্তর হইবে না। নিমেষকাল চিন্তান্বিত থাকিয়া জ্ঞানভাণ্ডার সর্ব্বলোক গুরু শ্রীশ্রীদক্ষিণামূর্ত্তি দেবের চরণ কমল ধ্যান করিলাম অমনি একটু জ্ঞানালোক আমার ক্ষুদ্র হৃদয় ভিত্তিকে স্পর্শ করিল। উৎসাহিত হইয়া বলিলাম—নিশ্চয়ই প্রেতলোক আছে, শাস্ত্র বাক্য, ঋষিবাক্য অভ্রান্ত, তাহাতে ভ্রম সঙ্কুলতা কিছু মাত্রই নাই। যখন আমরা প্রেতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিয়া থাকি তখন নিশ্চয়ই প্রেতলোক আছে। তবে কিনা এই বিশ্বসৃষ্টির একটা সাধারণ নিয়ম আছে, সে নিয়মের ব্যতিক্রম কোন কালেই দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্ব কল্পের অবসানে যখন নূতন কল্প উন্মেষ প্রাপ্ত হইল, সেই সময়ে হিরণ্যগর্ভ (সমষ্টি মনবপুঃ) স্বীয় সংকল্পে প্রাগ্‌ভবীয় কল্পের অনুরূপ আকাশ, বায়ু, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, অগ্নি প্রভৃতি সমস্ত সৃজ্য বস্তু সৃজন করিলেন। সেই সময়ে দুইটী ভ্রাতারও জন্ম হইল। একটী আলোক অপরটী অন্ধকার। কিন্তু তাহারা সহজাত হইয়াও এমন নিয়তির

বশবর্ত্তী হইল যে তাহাদের দুই ভ্রাতায় কোন দিন সাক্ষাৎ ঘটিল না। যেখানে আলোক সেখানে অন্ধকারের অধিকার নাই। প্রদীপ হস্তে অন্ধকার দেখিতে যাইলে উহা দূরে পলায়ন করে। এমন কি সহস্র বৎসরের অন্ধকার গৃহও একটী দীপশিখায় আলোকিত হইয়া উঠে। এইরূপ যখন জাগতিক নিয়ম আলোকে আঁধারে, ছায়াতপে পরস্পর মিশ্রণ নাই তখন আপনি মহাপুরুষ, পিতৃমাতৃ গুরুভক্ত সন্তান, আচারে ব্যবহারে ধর্ম্মে সমাজের শীর্ষস্থানীয়, সকলে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে আপনার আদর্শে পরিচালিত হইবে, সুতরাং 'আলোক,' আর প্রেতলোক অন্ধকার। দেহান্তে সেই পথ দিয়া যাইতে হয় বটে কিন্তু আপনি যখন সেই স্থান অতিক্রম করিবেন তখন সেই পুরী আপনার প্রদীপ্ত জ্যোতিতে সমুজ্জল হইয়া উঠিবে, প্রেতলোকবাসীগণ স্ব স্ব কর্ম্মক্ষয়ে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইবে। ইহা শুনিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া বলিলেন "এতই কৃপা আপনার, আমাকে পদধূলি প্রদান করুণ।" সেই সময়ে দুই তিনটী বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই গৃহে দণ্ডায়মান ছিলেন। স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। আমি তাঁহাদের আমার প্রতি নিশ্চল দৃষ্টি দেখিয়া সন্দেহ করিলাম—ইঁহারা হয়ত মনে মনে আলোচনা করিতেছেন—কে কাহাকে পদধূলি দিতেছে, কারণ গুরু-পুত্রের উপযুক্ত বেশ ভূষা আমার তখন ছিল না। অতএব তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য একটী কথার অবতারণা করিলাম, বলিলাম বশিষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রকে একদিন সম্বোধন করিয়া বলিয়া ছিলেন—"বৎস রাম, তুমি আমার উপদেশ যথাযথ পালন করিয়া একেবারে অবিদ্যামল শূন্য হইয়াছ এবং আমিও পুরাণ ঋষি সুতরাং অত্যন্ত নির্ম্মল। এখন দেখিতেছি তোমাতে এবং আমাতে কোনও পার্থক্য নাই। আমার আত্মা তোমাতে এবং তোমার আত্মা আমাতে এবং আমাদের উভয়ের

আত্মা চরাচরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দেখ আমি ইক্ষ্বাকু বংশের গুরু, চিরদিন তোমার, তোমার পিতা পিতামহ ও ততোধিক রাজন্য বর্গের প্রণাম গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এখন তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ নাই; যেমন নর্ম্মদার নির্ম্মল জল এবং চন্দ্রভাগার নির্ম্মল জল একত্র করিলে কোন পার্থক্য উপলব্ধি হয় না—তদ্রূপ। অতএব যখন কোন প্রভেদ নাই, তখন তুমি আমার একটা প্রণাম গ্রহণ কর" এই বলিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত মস্তকে স্পর্শ করিলাম। তাহা দেখিয়া মহাপুরুষ ঠিক যেন দেহ উত্তোলন করিবার প্রয়াস পাইলেন কিন্তু তাহা পারিলেন না। সেই অবস্থায় আমাকে বারংবার অভিবাদন করিয়া বলিলেন "আমার পরম সৌভাগ্য আপনার ন্যায় গুরু পাইয়াছি।" (আমি গুরুপুত্র হইলেও তিনি ঐরূপ সম্ভাষণ জানাইলেন) আমিও বলিলাম—আমারও পরম সৌভাগ্য আপনার ন্যায় শিষ্য পাইয়াছি। তাঁহার অমানিত্ব অদম্ভিত্ব এবং আর্জবতা নিরীক্ষণ করিয়া উপস্থিত দ্রষ্টৃবর্গ চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে ছিলেন এবং সকলেই আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

গঙ্গাতীরে আসিবার প্রথম কয়েক দিবস রোগের কোনরূপ যাতনা তাঁহাতে লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে ঔষধি সেবন করিবার অনুরোধ করিতেন। আমি উপস্থিত আছি এমন সময়ে কোন একজন আত্মীয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রশংসা করিয়া খাওয়াইলে ভাল হয় এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলে, মহাপুরুষ আমাকে শুনাইয়া যেন বলিলেন "আমার এলোপ্যাথি, কবিরজী ও হোমিওপ্যাথি সকল ঔষধেই সমান বিশ্বাস অর্থাৎ কোনটাতেই আমার শ্রদ্ধা নাই।" ইহার অর্থ বোধ হয় যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রতিকার নাই এই সত্যই তিনি অবধারণ করিয়াছিলেন।

এক দিবস প্রাতে দেখা হইলে যাতনা ব্যঞ্জক মুখে বলিলেন "আমি দেহের স্থান বিশেষে হাজিয়া যাইবার কারণ তীব্র জ্বালা অনুভব করিতেছি, কিছুতেই আপনার উপদেশে স্থিতিলাভ করিতে পারিতেছি না।" সেই সময়ে ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম—ডাক্তারবাবু আপনাদের ত বহুপ্রকার স্নিগ্ধকারী প্রলেপ আছে তাহাই একটা স্থানে লাগাইয়া দিউন না কেন, এখনই যাতনা উপশমিত হইতে পারে। তিনি উত্তরে বলিলেন—এখনই জ্বালা নিবারণ হইতে পারে এমন ঔষধি আছে, কিন্তু রোগী ত ব্যবহার করিতে চাহেন না। বলেন আমার দেহত্যাগের সময় কোনরূপ অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিতে ইচ্ছা নাই। আমরা নাড়ী দেখিবার জন্য নিযুক্ত আছি মাত্র। কেবল তৃষ্ণা নিবারণ জন্য মধ্যে মধ্যে একটু করিয়া গঙ্গাজল পান করিতেছেন। আমি বলিলাম—মহাশয় আপনারাত মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছেন—এই রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা অস্থি সংঘাত দেহের কোন স্থানটা পবিত্র যে বাহিরের কোন প্রলেপে দেহটা অশুদ্ধ হইবে? আমার বাক্য লক্ষ্য করিয়া অমনি মহাপুরুষ বলিলেন—"যখন আপনার ইচ্ছা হইয়াছে তখন স্থানীয় প্রলেপে আমার কোন আপত্তি নাই।" অমনি ডাক্তার বাবু প্রলেপ আনিবার জন্য শীঘ্র গতিতে গৃহের বাহিরে গমন করিলেন।

ক্রমশঃই যাতনায় অস্থির হইতেছেন দেখিয়া বলিলাম—বেদনার স্থান হইতে মনটাকে আকর্ষণ করিয়া সেই মহামহিম দেবের নিরাময় চরণ কমলে নীত করুন না। একবার শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাটা স্মরণ করিয়া সেই গূঢ় কপট মনুষ্যের চরণ সরোজের মধুপানে প্রবৃত্ত হউন। দেখিবেন সেই অমৃতের মাদকতা শক্তিতে আপনার বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত প্রায় হইবে, আর যাতনা থাকিবে না। আপনি বিন্দু-

মাত্র জল পান করিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে অবস্থিতি করিতেছেন আপনি পরীক্ষিত, সংসাররূপ তক্ষকের দ্বারা দষ্ট এবং বিষ্ণুরাত অর্থাৎ বিষ্ণু কর্ত্তৃক রক্ষিত, আসুন আমি আপনাকে বাসুদেব বর্ম্মে আচ্ছাদন করি। এই বলিয়া সেই পুণ্য বিধৌত দেহ যষ্টির উপর 'ওঁ নমোভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র পাঠ করিয়া দুই তিনবার আপাদমস্তক আবৃত করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহের বাহ্য ব্যাপার তিরোহিত হইয়া ভাব সমাধি উপস্থিত হইল---তখন আর কোথায় যন্ত্রণা আর কোথায় বা প্রলেপ। ডাক্তার বাবু ঔষধি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রলেপ পড়িয়া রহিল এবং অবস্থা দেখিয়া সকলে এককালে বিস্মিত হইলেন। একবার মাত্র অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু গৃহস্থিত সকলের প্রতি স্থাপন করিয়া সকলকে গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে বলিলেন এবং আমাকেও বলিলেন "আপনি আপনার নিত্যক্রিয়া করুন গে।" এই ব্যাপারে তাঁহার পৌত্র শ্রীমান শ্রীশচন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'পিতামহ আপনাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন তবে কি কারণ আপনাকেও সরাইয়া দিলেন,' উত্তরে বলিলাম তিনি মানস ব্যাপারে এমন স্থানে উপনীত হইয়াছেন যে সেখানে গুরু শিষ্যে দেখা ঘটে না।

বাহ্যজ্ঞান প্রকাশ না পাইলেও মুখে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন "আমি জীবন অনুসন্ধান করিতেছি—জীবনই সর্ব্বস্ব—জীবনই তিনি এই কি জীবন! আহা কি সুন্দর! কি মধুর! এই কি সেই উত্তাপহীন আলোক! আহা—কি সুন্দর কি মধুর! ইতি পূর্ব্বে আমাকে ধ্যানের বিষয় একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলাম—হৃৎপদ্মকোষের কর্ণিকামধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলনস্থানে, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির মিশ্রণে উত্তাপহীন আলোক জ্যোতির মধ্যে আত্মদেবের ধ্যান করিতে হয়। তাহাতেই বোধ হয় উত্তাপহীন

আলোকের কথা দুই একবার বলিয়াছিলেন। যাহা হউক সেই দিবস সর্ব্বকালই ঐরূপ অবস্থায় রহিলেন। কতবার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলাম কিন্তু যতবারই গিয়াছি ততবার একরূপ ভাষণই শ্রুত হইয়াছিল। যখন রাত্রি আন্দাজ দশটা তখন আসিয়া ভাবান্তর দেখিলাম। দেখিলাম—পুত্রেরা বিষাদপূর্ণ মুখে মেজের উপর বসিয়া আছেন। সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ অবস্থায় আছেন; দেহের কোনরূপ স্পন্দন নাই এবং মুখে আর পূর্ব্ববৎ কোন কথাই কহিতেছেন না। আমরা নিকটে যাইতে সাহস করিতেছি না—আপনি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। আমার চিন্তা উপস্থিত হইল—তবে কি দেহ ত্যাগ করিলেন? যদি তাহাই ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে এই সমাধি অবস্থায় দেহত্যাগে ত যোগীজন দুর্ল্লভ গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে আমাদের শোকের বিষয় কি আছে? সেই সময়ে আমি শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দেখিলাম নয়ন যুগল নিমীলিত, দেহ স্পন্দহীন, নাসিকার পার্শ্বে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে শ্বাস প্রশ্বাসের কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না। তখন ধীরে ধীরে বক্ষাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখি হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি সকল পরস্পর শৃঙ্খলিত ভাবে বক্ষোপরি স্থাপিত রহিয়াছে। অতি সাবধানে অঙ্গুলি গুলিকে মোচন করিয়া দক্ষিণ হস্তটী উত্তোলন পূর্ব্বক নাড়ী পরীক্ষা করিলাম—দেখা গেল নাড়ী বেশ বহমান আছে। আশ্বস্ত হইয়া যেমন হস্তটী যথাস্থানে রাখিয়া দিব সেই সময়ে উহা স্খলিত হইয়া বক্ষের উপর সজোরে পড়িয়া গেল, অমনি চমকিয়া উঠিয়া অরুণবর্ণ নেত্রদ্বয় উন্মোচন করিয়া কিছু যেন ব্যস্ততা সহকারে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "আমি সেই অবস্থাতেই স্থিত আছি।" আমি সব বুঝিলাম, আমার কার্য্যটা অন্যায় হইয়াছে, কিছুক্ষণ তথায় কালক্ষেপের পর বাটি ফিরিলাম।

পরদিবস প্রাতে যাইয়া দেখি সে ভাব হইতে উত্থিত হইয়া সংসারে

ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং শ্রাদ্ধের করণীয় বিষয় সমূহ পুত্রগণের নিকটে বলিতেছেন। "বাটীর নিকটস্থ উদ্যানে যে বিল্ববৃক্ষটী আছে তাহার যে ডালটি পূর্ব্বদিকে প্রসৃত হইয়াছে তাহা ছেদন করিয়া যেন যুপকাষ্ঠ (বৃষকাষ্ঠ) প্রস্তুত করা হয়, যেন বাটী সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান নষ্ট করিয়া তাহাতে ম্যারাপ বাঁধিয়া সমাগত ব্যক্তিগণের সম্বর্দ্ধনার জন্য স্থান প্রস্তুত না করা হয় এবং শ্রাদ্ধোপযোগী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের সামগ্রী সকল পূজার দালান ও তৎসম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে সাজান হয়, চারিখানি বাটীতে যথেষ্ট স্থান আছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি করাইবে।" আমাকে বলিলেন "গৃহদেবতা 'রঘুনাথের' ভার আমি পুরোহিত মহাশয়ের হস্তে দিয়াছি। আপনি আমার পুত্রগণ ও অন্যান্য পরিবারবর্গের যাহাতে কল্যাণ হয় তাহার সাধন করিবেন। আমার শ্রাদ্ধ বেদীতে কঠোপনিষদের নচিকেতা উপাখ্যান আমার শিক্ষা গুরু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বারা পাঠ করাইবেন আর জৈমিনী যোগসূত্র, বিরাট ও ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি পাঠের জন্য আপনি পাঠক স্থির করিবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিদায়ের ভার আপনার হস্তে রহিল।" সেই সময় পোর্ট কমিশনারের এঞ্জিন হইতে শ্রবণভেদী হুইস্‌লের শব্দ উত্থিত হইতেছিল। উহা নিবারণ জন্য আমি কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম তাহা শুনিয়া বলিলেন "কোন প্রয়োজন নাই আমার শান্তির কোন ব্যাঘাত হইতেছে না।" পরক্ষণেই বলিলেন আমি একাকী এই পৃথিবীতে আসিয়াছি এবং আমার জন্ম সময়ে সূতিকাগৃহে বোধ হয় দুই একটী মাত্র স্ত্রীলোক ছিল সেইরূপ আমার জীবনান্ত সময়ে যেন আপনি এবং কতিপয় মাত্র আত্মীয় ব্যতীত আর কেহ না থাকে। আমি ইচ্ছা করি ইদানীন্তন প্রথা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনা জন্য দর্শকবৃন্দে এবং তাহাদের বিবিধ প্রকার যান বাহনাদি দ্বারা যেন গঙ্গাতীর পূর্ণ না হয়।"

মধ্যাহ্ন সময়ে বাটী প্রত্যাগমন ও বৈকালে পুনরাগমন করিলাম। তখন নিশ্বাস একটু জোরে পড়িতেছিল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কি আমার শ্বাস?" উত্তরে বলিলাম নিশ্বাসটা একটু দ্রুত প্রবাহিত হইতেছে মাত্র, বোধ হয় উহা দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ। সর্ব্বদাই নির্ভীকচিত্ত। বাল্যকালে পদ্যপাঠে দেখিয়াছিলাম—

'ওরে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়।
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।'

বোধ হয় তিনি মৃত্যুকে মনে মনে এইরূপই সম্বোধন করিতেন।

তাহার পর হইতেই নাড়ীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রাত্রি ৮টার সময় পরীক্ষা করিয়া বোধ হইল আজ অমাবস্যা, যেমন গঙ্গায় জোয়ার আরম্ভ হইবে সেই সময়েই প্রাণ বায়ু বহির্গমন করিতে পারে, কিন্তু পুত্রগণ জিজ্ঞাসা করিলে সাহস করিয়া সে কথা বলিতে পারিলাম না। বলিলাম আজ রাত্রিশেষে কিরূপ হয়! কোন কারণে সেই সময় আমায় বাটী যাইতে হইল। যতশীঘ্র ফিরিয়া আসিব মনে করিয়াছিলাম তাহা পারিলাম না। তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া আসিবার উদ্‌যোগ করিতেছি এমন সময় সংবাদ আসিল সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। মহাত্মার জীবন সূর্য্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়াছে, প্রাণ চিন্তকের প্রাণ পরমাকাশে (বিষ্ণুর পরমপদে) এক লোল হইয়া গিয়াছে। ক্ষোভে দুঃখে ঠিক যেন কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালিত হইয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া শুনিলাম শেষ মুহূর্ত্তে আমার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং আমি না থাকিলেও আমার উপস্থিতির কথা তাঁহাকে কে যেন বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন,—তাহাতে তিনি "এই শেষ!" এই কথা উচ্চারণ করিয়া চক্ষু চিরদিনের জন্য নিমীলিত করিলেন।

দশদিবসকাল গঙ্গাতীরের বায়ু সেবন ও অধিকাংশ সময় গঙ্গাজল মাত্র পান করিয়া আত্মচিন্তায় উপরত হইয়াছিলেন। ঠিক দশম দিবসীয় রাত্রির নিভৃত সময়ে সাধারণ লোক চক্ষুর অগোচরে মহাকালের ক্রীড়া ভূমি শ্মশান প্রাঙ্গনে প্রজ্বলিত চিতাবক্ষে তাঁহার শবীকৃত দেহের আহুতি প্রদান করিয়া রাত্রি শেষে চিন্তামণি হারাইয়া, হতাশায় শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে আমারা স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

বলিতে কি এখন তিনি বাক্যের অতীত অবস্থায় স্থিত আছেন। জীব মাত্রেই পরমপদ স্খলিত হইয়া মোহ প্রাপ্ত হয়, এরূপ হইলেও পরিণামে তাঁহার মনোবৃত্তি ধ্যেয়াকার প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হইল। জীব যদি অপার পরমাকাশ স্বরূপ পরমাত্মার সর্ব্বানুগামীত্ব ক্ষণমাত্র বোধগম্য করিতে পারে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে কৃতার্থ হয়। তিনি সংসার কার্য্য করিলেও পরিতাপ প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি জ্ঞানে স্বকৃত সংকল্পের বিচার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাপর তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, বিবেক দ্বারা তাহা পরিহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার সংকল্পমূলক সংসার ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল এবং প্রিয়ানুসন্ধান ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি এখন বিদেহ মুক্তিলাভ করিয়া সর্ব্বময় হইয়াছেন। ভূমির যে স্থান খনন করা যায় সেইস্থানেই আকাশ পাওয়া যায় এইরূপ সর্ব্বগামী আত্মার সত্তা স্থাবর জঙ্গমে সর্ব্বত্রই উপলব্ধি হইয়া থাকে। তিনি আনন্দামৃতে পরিপূর্ণ সোমের ন্যায়, স্বপ্রকাশের আতিশয্যে সূর্য্যের ন্যায়, চঞ্চল মনোবৃত্তি নিবহের নিবৃত্তিতে একাত্মময় চেতনের ন্যায় ও শিশুদিগের ন্যায় বিকল্প বর্জ্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞানী হইয়া বিদ্যাভ্যাসের মূলীভূত আত্মশিব সন্দর্শন নিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এইরূপ স্থিতিই উত্তমতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

আরও দুই একটী কথা বলিবার আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আপনার এখনও একটী বন্ধন অবশিষ্ট আছে—সে বন্ধনটী কি? উত্তরে বলিয়াছিলেন অন্য কিছুই নহে, কেবল আমি একটি পুস্তক রচনা করিতেছিলাম উহা শেষ করিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম নিশ্চয়ই সেটি ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক হইবে, তাহা পাঠ করিয়া সাধারণ্যে শিক্ষা লাভ করিবে ইহাই আপনার অভিপ্রেত। তিনি আমার কথায় অনুমোদন করিলেন। আমি বলিলাম উপনিষদ, বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সাগর প্রমাণ শাস্ত্র গ্রন্থ আছে কিন্তু বোধ হয় কতিপয় লোকে তাহা পাঠ করিয়া থাকে। আপনিও ত একখানি জ্ঞানগ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন উহাও বোধ হয় মুষ্টিমেয় লোকে দৃষ্টি করে। অতএব এই অল্প সংখ্যক লোকের ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থখানি প্রনয়ণের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক সংকল্পানুযায়ী জন্ম লাভ করিবেন? তিনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "না কখন না, আমি সে চিন্তা এখনই পরিত্যাগ করিলাম।" তাহার পর আমি বলিলাম আপনার পুত্রেরা ত সকলেই কৃতবিদ্য তাঁহাদের কাহারও উপর পুস্তকের শেষ অংশ পূর্ণ করিবার ভার দিউন না কেন? তাহাতে বলিলেন "আমার পৌত্র 'গিরিশ' এই পুস্তক লিখিবার কালীন আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছে তাহার দ্বারাই উক্ত কার্য্য সাধিত হইতে পারে।

সাধারণত সংসারে আমরা তিন প্রকার যোগী দেখিতে পাই কেহ কর্ম্ম প্রচুর, কেহ জ্ঞান বহুল এবং অপরে অল্প কর্ম্মী এবং অধিক জ্ঞানী। যতদূর বুঝিবার শক্তি আছে তাহাতে ইঁহাকে এই তৃতীয় পর্য্যায়ের যোগী বলিয়া বোধগম্য হয় তাই পূর্ণ জ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং কোন সময়েই মোহ প্রাপ্ত হইতেন না। তাঁহার সহিত

যিনি আলাপ করিয়াছেন, বাস্তবিকই দ্রষ্টা হইলে, নিশ্চয়ই বুঝিয়া থাকিবেন যে সময় বিশেষে কখন তিনি সাগরে পূর্ণ কুম্ভের এবং কখন অম্বরে শূন্য কুম্ভের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেন। অলমতি বিস্তরেণ।

বাগবাজার।
২৭নং হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট
২৩শে কার্ত্তিক ১৩৩২।" } শ্রীআশুতোষ শর্ম্মা।

---

(২)

শেষ ব্যাধি যখন তাঁহাকে আক্রমণ করে, সেই সময় কয়েক সপ্তাহ তাঁহার চিকিৎসার ভার আমার উপর পড়ে। তিনি দিন দিন রোগে ম্লান ও ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। আমি সেই সময় দেখিয়াছি ও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে, তাঁহার শরীর অপেক্ষা মন কত বড় ছিল। তাঁহার তৎকালীন ক্লেশ ও যাতনা বর্ণনাতীত; কিন্তু তিনি সে সকল দিন দিন কিরূপে দমন করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তারও অতীত। এত ক্লেশ ও যাতনা সত্ত্বেও তিনি সব সময়ে স্মিতমুখে বন্ধুবান্ধবদের সহিত আলাপ করিতেন। আমি বারংবার অনুরোধ ও চিকিৎসকোচিত আজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে সকলের সহিত আলাপে নিবৃত্ত করিতে পারি নাই। তিনি বলিতেন, প্রাণ খুলিয়া আজ যদি কথা না কহিলাম, তবে কবে কহিব? তাঁহার মুখে মৃত্যুর ছায়া, অথবা ভয়ের চিহ্ন এক মুহূর্ত্তও দেখি নাই। সর্ব্বদা নানা কথা, তত্ত্বকথা, ধর্ম্মকথা, পরলোকের কথা, সাংসারিক কথা, ঘরে বাইরে কি বন্দোবস্ত হইবে, এই সকল উপদেশ সন্তানগণকে দিতেন। ছোট বড় সকল বিষয়েই তিনি মনোযোগী ছিলেন—এমন কি, কোন্ বিল্ববৃক্ষ হইতে তাঁহার শ্রাদ্ধে যূপকাষ্ঠ

নির্ম্মিত হইবে, তাহারও উপদেশ তিনি দিয়া গিয়াছিলেন। শেষ দিন পর্য্যন্ত এই ভাব। এই সকল দেখিয়া কি তাঁহার শেষ মহাযাত্রার সূচনা করিতে পারি? নিষেধ সত্ত্বেও তিনি বলিতেন, 'প্রতিবন্ধক কেন করিবেন।' ইহা সাধারণ ঘটনা নয়। যত ক্লেশ অধিক হইতে লাগিল, মানসিক বল ততই বেশী হইতে লাগিল। প্রতি দিন গীতা পাঠ ও শ্রবণ, নিত্যক্রিয়া যেমন পূর্ব্বে হইয়া আসিতেছিল, এখনও তাহাই চলিতে লাগিল। মৃত্যুর দিন সিণ্ডিকেটের পত্রবাহক হইয়া গেলাম ও তাঁহাদের পত্র পড়িয়া শুনাইলাম। সিণ্ডিকেট লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহার পীড়ার জন্য দুঃখিত এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন, যাহাতে তিনি নিরাময় হইয়া তাঁহাদিগকে মন্ত্রণা ও পরামর্শ দিতে পারেন। পত্র শুনিয়া তিনি বলিলেন,—'উত্তর লিখিয়া নাও।' মৃত্যুর ৮।১০ ঘণ্টা পূর্ব্বে যিনি এইরূপ পত্র লিখাইতে পারেন, তিনি অলৌকিক ব্যক্তি, বঙ্গের প্রতি গৃহে তাঁহার আদর্শ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই উত্তর তিনি লিখাইলেন,—

I am indeed deeply grateful to you and your esteemed colleagues for that touching message of hope.

May the abundant grace of my Maker and the overflowing sympathy of my fellowmen which have so far sustained me during trial and tribulations continue to be vouchsafed to me in going through whatever has still to be faced.

যখন তাঁহার পেন্‌সনের শেষ চেক উপস্থিত তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন কি চেক সহি করিতে আমি উপযুক্ত?' বহু কষ্টে চেক স্বাক্ষর করিলেন। সেই চিরাভ্যস্ত লেখায় স্বাক্ষর

করিলেন। তৎপর বলিলেন,—'ব্যাঙ্ক কি চেক গ্রহণ করিবে? এইবার আমার শেষ পেন্‌সন্ হইয়া গেল।' তার পর হইতে সাংসারিক কথা আর তিনি কহেন নাই। বলিলেন,—'গঙ্গার দিকে বাতায়ন খুলিয়া দাও।' গঙ্গার স্রোত নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার মুখচ্ছবি কি স্বর্গীয় শ্রীদ্বারা স্বর্গীয় ভাবে উদ্ভাসিত হইল, তাহা আর জীবনে ভুলিতে পারিব না। তাঁহার মুখে মৃত্যুর বিভীষিকা এক মুহূর্ত্তও দেখি নাই। শেষ ক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সজ্ঞান ছিলেন—মনে মনে ইষ্ট-নাম জপে সদাই নিরত। যে মৃত্যু পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত, সেই মৃত্যুকে কিরূপে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন তাহা দেখিবার ও শুনিবার বিষয়। আশা করি এই পবিত্র চিত্র কোন সাহিত্য-শিল্পী ভালরূপ ফলাইতে পারিবেন। আমরা স্বার্থপর নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সদাই প্রস্তুত। এই মহান্ চিত্র সম্মুখে রাখিলে আমাদের বিশেষ উপকার হইবে। আমাদের আত্মা এই দেহরূপ পান্থনিবাসে ক্ষণেকের তরে—তাঁহার নিজ গৃহ স্বর্গে—এই ভাব মধুরতর ও পরিস্ফুট হইবে। আমার এই আকাঙ্ক্ষা কোন সাহিত্যিক পূরণ করিবেন, প্রার্থনা করি।"

(সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আহুত বিশেষ অধিবেশনে ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বক্তৃতা)

Tributes to his Memory.

HIGH COURT.

At 11 A.M. on Tuesday the 3rd Dec. 1918 the Chief Justice and all the other Judges of the Court met in the Chief Justice's Court room, which was crowded with barristers, attorneys, vakils, officers of the Court and litigants.

Mr. Ram Charan Mitter, Senior Government Pleader addressing their lordships said :—My Lords, it is with a heavy heart that I have to bring to your notice the death of Sir Gooroo Dass Banerjee, who till February 1904, was a colleague of your lordships on the Bench for a period of sixteen years. The sad event took place at 11 o'clock last night. The deceased was born in January, 1844, at Narikeldanga, in the suburbs of Calcutta, in a respectable Brahmin family. When Gooroo Dass was a mere infant his father died, and the duty of bringing him up fell on his mother who was an exemplary lady. Master Gooroo Dass at an early age showed signs of his future greatness. Having matriculated from the Hare School he was admitted into the Presidency College whence he passed the F. A., B. A., M. A. and B.L. examinations, always taking the first place among the successful candidates. In 1866, at the age of 22, he was enrolled as a Vakil of the High Court but having shortly been offered the appointment of the Law Lecturer in the Berhampur College with liberty to practice as a pleader in the Local Courts, he joined

the Berhampur Bar. Here his talents soon secured him an extensive practice. In 1872 he left Berhampur and joined the High Court Bar. Here again within a short time he came to the front rank of the Vakils. In 1876 Mr. Gooroo Dass obtained the Degree of Doctor of Law. In 1887 he became a Member of the Legislative Council of Bengal, and in 1888 was given a seat on the Bench of the Court. During the years 1890 to 1892 Dr. Gooroo Das performed the duties of the Vice-Chancellor of the Calcutta University in addition to his duties as a Judge of this Court. Although the rule of retirement at 60 years of age did not apply to him, Mr. Justice Banerji retired just on the completion of the age of 60 years in February, 1904, in order that he might not block the promotion of other deserving Indians to the Bench, and also that he might devote greater attention to the education of our youths. True to his determination, from the day of his retirement from the Bench of this Court to the date of his last illness in October, 1918, he was always busy with the affairs of the Calcutta University. During this period there was hardly any public movement calculated to improve the welfare of Indians in which he did not take an active part and yet with all these engagements he found time to bring out treatises on religious, mathematical and educational subjects. In private life, Sir Gooroo Dass was a man of wide sympathies. He always acted strictly up to the high standard of morality which he preached to his students, and never swerved from the path of rectitude. Such, briefly, was the many-sided

useful career of Sir Gooroo Dass Banerjee. To know him was to love him and adore him. By his death the Senate of the Calcutta University and the student community in general have lost an excellent guide and instructor, India has lost one of her ablest sons to whom she could always confidently look up for advice and I have lost a valued friend. The deceased has left behind him four sons and two daughters. Of the sons, the eldest, Professor Haran Chandra Banerji, is the Secretary to the Council of Post Graduate Teaching in the Calcutta University, the second Dr. Sarat Chandra Banerji, is the President of the Calcutta Improvement Tribunal, the third, Mr. Upendra Chandra, is in the Service of the Government of India in the Accounts Department, and the fourth, Mr. Surendra Chandra, is a Professor in the Presidency College. Our brother Vakil, Mr. Manmatha Nath Mookherjee, whom all your lordships know very well, is one of his sons-in-law. Our condolences go to the sons and daughters.

THE ADVOCATE-GENERAL.

The Advocate-General said :—My Lords, may I add on behalf of the Bar a few words to what has been ably said by the learned Government Pleader in reference to Sir Gooroo Dass Banerjee. I had the pleasure of meeting him only once and on that occasion, I must say, he struck me as being a striking example of old-world courtesy. He made a speech on that occasion which was a marvel of neatness and accuracy, extremely well-put and admirably delivered, and one could see perfectly well that he was an honourable kind-

hearted gentleman. That was the only time that I met him; but of course I knew of him and heard of him from the very first moment that I arrived here. When he was on the Bench, I was told that the then Chief Justice, Sir Francis Maclean, chose him as his colleague and he continued to sit with the Chief Justice during the whole of his career, showing that he was greatly appreciated by the then Chief Justice. He was a great lawyer; a most loveable man, an orthodox Hindu, and we, whether English or Indian, whether Vakils or members of the English Bar, look upon his memory with respect. We feel that we have lost a great lawyer, a great Indian and many of us a great friend. He leaves behind him a somewhat large family to mourn his loss. Let us hope that they will follow his path. Let us hope too, that his son-in-law, who is well-known to all your lordships, and who is respected not only by the Vakils but by the Bar, may livé—they may all live—to follow the example of that great man who has gone before.

MR. K. N. MITTER.

Mr. Kali Nath Mitter said:—My Lords, on behalf of the Law Society of Calcutta I mourn the loss of Sir Gooroo Dass Banerjee not less than his own sons. He was my fellow student. We were brought up together. He rose very high, but still his general conduct and behaviour towards me was the same as before. As a Judge of this Court he was respected by every one—by the litigants of this Court, by the members of the Bar, and by us. As an Indian gentleman he

was the best man we had got, and by his death India has lost one of her brightest jewels. I associate myself with every thing that has fallen from the Advocate-General and the Senior Government Pleader. The Hindu community and we, one and all, mourn his loss.

THE CHIEF JUSTICE.

The Chief Justice said :—Mr. Advocate-General, Mr. Senior Government Pleader, and Mr. Kali Nath Mitter : My learned brothers and I desire to associate ourselves with what has been so ably said at the Bar, and express our great regret at the death of Sir Gooroo Dass Banerjee. By his death the country has sustained a very great loss. For many years and in many ways, Sir Gooroo Dass Banerjee devoted his life to the public service. He was a member of the Bengal Legislative Council, and served as the Vice-Chancellor of the University, and in these capacities, and in many others, he employed his whole power and influence for the public good and in the interest of the community. He was a Judge of this Court for a great number of years, and during all those years he upheld the great traditions of this Court in a most worthy manner. There is no doubt that his name will long be remembered as one of the foremost and most useful men of his day. There are other characteristics upon which I would dwell for a moment. He was a man of engaging personality ; his life was noted for simplicity and sincerity: he was a man of great accomplishments, and a great Sanskrit scholar, and, as has already been mentioned by the learned Advocate-General, he was a complete master of the English language. His speeches were remarkable

for the fluency and the style which he employed, and which I have always admired. In the truest sense of the word he was a perfect gentleman and I think we may well apply to him the words of Shakespeare ; "the kindest man, the best conditioned and unwearied spirit of courte—sies." He held a position which was perhaps unique in the society of Bengal, and his place will be very hard to fill. It only remains for me once more to express on behalf of my learned brethren and myself our very great regret at his death and to ask you to convey to the members of his family our sincere condolence with them in their bereavement.

UNIVERSITY OF CALCUTTA.

Extract from the address of His Excellency the Chancellor Lord chelmsford at the convocation held on the 16th December 1918.

Among the great men eminent in your records is one who has passed away during the last few days and whose loss casts a gloom over our proceedings. The memory of Sir Gooroo Dass Banerjee, the first Indian to be selected as your Vice-Chancellor, will long be cherished among you. His image will rise to your minds as that of one who, even in extreme old age, retained a buoyancy of demeanour, an alertness of intellect, which one looks to find among men entering on the prime of life. More than that, he was a living refutation of the view that Western lore is incompatible with Eastern simplicity and manners. He had drunk deeply at the wells of Western thought and science. Yet he held firmly to all that is best in the civilisation wherein he was born. He has left

an example to us all—modest, untiring, cheerful and large-hearted to the end.

Special Meeting of the Senate held on the 30th December 1918 under the Presidency of His Excellency the Rector the Earl of Ronaldshay.

His Excellency the Rector :—Before I call upon the Hon'ble the Vice-Chancellor to move a resolution, I should like to place on record my own sense of the great loss which Bengal has sustained in the death of Sir Gooroo Dass Banerjee. One of the greatest assets which a country can possess is the example of the lives of its great men, and it is fitting, therefore, that the country should see that their memory is perpetuated. And, if I may say so in passing, it seems to me particularly appropriate that the University should take the lead in this matter. For if there was one subject more than any other with which the late Sir Gooroo Dass Banerjee was identified, I should say it was the subject of the educational development of this country. A brilliant scholar himself, he took a keen interest and played a conspicuous part in the development of education in Bengal. He was the first Indian Vice-Chancellor of the University of Calcutta. He was a member of the Indian Universities Commission in 1902. He was a man of extraordinary versatility. There is no need for me to refer to his fame as a lawyer which is widespread. He was, I believe, a fine mathematician, and as such naturally took a great interest and was one of the prime movers in founding the Association for the Cultivation of Science in Calcutta. He was an ardent admirer of Bengalee literature, and he was a profound

student of the Hindu scriptures. He was a man of wide sympathies himself. His own social views, I believe, were strictly orthodox, and he was naturally a keen supporter of the scheme for the Hindu University in Beneras. All these activities are examples of the tremendous and abiding interest which he took in educational matters. He was one of those men to whom his country owes a deep debt of gratitude, and it is right and proper, therefore that his fellow countrymen, who mourn his loss, should take such steps as are appropriate permanently to mark their appreciation of his life and his example. I will now call upon the Hon'ble the Vice-Chancellor to move a resolution.

The Hon'ble the Vice-Chancellor :—This is a special meeting of the Senate called at the request of many influential members of the Senate, and, as you are all aware, it is for the purpose of placing on record our deep sense of the loss sustained by the University by the death of Sir Gooroo Dass Banerjee, and to consider what steps should be taken to perpetuate his memory. The resolution which I have the honour to propose is as follows :-

"That the Senate place on record its deep sense of the great loss which the University has sustained through the death of Sir Gooroo Dass Banerjee, who was a Fellow of the University for 40 years and Vice-Chancellor for three years from 1890 to 1892."

It was suggested that His Excellency the Viceroy should be invited to preside at this meeting. His Excellency, owing to his numerous engagements, was not able to accede to our request, but he intimated that the proposal had his warmest support.

Gentlemen, we are much indebted to His Excellency the Rector for presiding on this occasion. The fact of his being here on such an occasion as this is another instance of the great interest which he takes in all matters connected with the University.

Sir Gooroo Dass Banerjee was so well-known to you all, his character, his high ideals and his unflagging zeal in connection with University affairs were so much appreciated by you all, that it seems to me it would be supperfluous to dwell upon them at any length. "To guard a title that was rich before, to gild refined gold is wasteful and ridiculous excess." At the same time it is only fit and proper, and it is my desire that we should express our most sincere and whole-hearted sorrow at the death of Sir Gooroo Dass Banerjee and the loss which we have sustained. That the University has sustained a very great loss no one can doubt. Sir Gooroo Dass Banerjee was not only, as His Excellency has mentioned, a very great scholar but he was also a man of large experience and practical knowledge, and his intimate and close connection with the affairs of the University rendered him a councillor of much weight and wisdom. There will be in the near future questions coming up for consideration which will present many difficulties, as for instance, the re-organisation of the University and other matters which must arise out of the University Commission's report, and it is indeed much to be regretted that we shall not have the benefit of the wise and sound counsel which we should have obtained from Sir Gooroo Dass Banerjee. Let us, therefore, endeavour to follow the example which

he has set and to approach these questions which must come before us very shortly, in the spirit, which he would undoubtedly have approved, *viz.*, earnestness, good will and moderation.

I do not intend to say anything about the second part of the requisition, because that will form the subject of a separate resolution. I therefore, beg to move that the Senate place on record its deep sense of the great loss which the University has sustained through the death of Sir Gooroo Dass Banerjee, who was a Fellow of the University for forty years and Vice-Chancellor for three years from 1890 to 1892, and that a copy of the resolution be sent to the head of the family of which the late Sir Gooroo Dass Banerjee was such a distinguished ornament.

Sir Ashutosh Mookerjee : A feeling of indescribable sadness comes upon me as I rise to second the resolution which has been moved by the Hon'ble the Vice-Chancellor. My memory takes me back thirty years to the day when I first came to this University as a young member of the Senate and found the Hon'ble Mr. Justice Gooroo Dass Banerjee, as he then was, one of the foremost leaders amongst a galaxy of brilliant men all of whom save one, have now departed. The sole survivor is Sir Rashbehary Ghose, who has expressed his regret at his unavoidable absence this evening. Even at that stage of the career in this University of Sir Gooroo Dass Banerjee, his work was distinguished by the zeal and devotion which have never been surpassed and hardly, if ever, equalled in our annals. Shortly afterwards he was appointed the first Indian Vice-Chancellor of this

University, and during a period of three years he discharged his duties in a very difficult position with consummate ability, tact and judgment. Since his retirement 25 years ago, he most sedulously helped us in our work in its various departments, and no demand that we made upon him was ever declined as too exacting. At the age of seventy he consented to be Dean of the Faculty of Law and performed his work with wonderful devotion. Only last year he consented to examine an elaborate thesis presented for the degree of Doctor of Law, and during a few weeks before his death he prepared a paper for the examination for the degree of Master of Law.

He was a constant attendant at our meetings, but it would be a mistake to suppose that he graced this assembly by mere physical presence. As we all know he had, before he came to the meeting, carefully read every relevant paper and was armed with every information and argument which made him a formidable opponent and a powerful ally in debate. But the character of his work which impressed us most was his rectitude of purpose, his unflinching adherence to what appeared to be, in his judgment, the best in the interests of the University, and no detractor, if indeed he has any detractor, will ever venture to suggest that in what he did he was animated by any feelings or motives other than the best interests of this University. Of him we may say without fear of challenge or question that in him India has lost one of the greatest of her sons, one who devoted all his best energies during a career of unexampled brilliance for the benefit of his fellowmen. His life was truly unselfish

and will be an example to generations to come. It grieves me to think that the chair which he occupied is vacant this evening, and that must be the feeling which animates every one here.

Mr. G. Findlay Shirras :— I rise to support the resolution. We meet here today to fulfil a sad duty—to lament over the loss of one of our colleagues who since the Senate last met, has passed into the Great Beyond. Speaking as one who enjoyed his friendship on this Senate for nearly a decade, and speaking, too, as a Bengal man, I feel that our University has lost one of the ablest and biggest hearted of men. The memory of Sir Gooroo Das will ever endear itself to all of us. His deep learning carried with that humility which is the true garb of the Scholar, his inflexible piety, his sage and kindly advice as the Nestor of the Senate, and the possession of a dominating sense of public duty were his outstanding qualities. As his Excellency the Viceroy pointed out the other day, he served the interests of the University with conspicuous efficiency and a zeal particularly his own. His influence on this Senate was unassessable, and he realised that what India requires above everything else at the present time is more and better education, and that a modern Indian University must extend the teaching of commerce and technology in order to divert the mass of its students more and more from purely literary pursuits to a command over those processes of commerce, industry, and agriculture by which alone material prosperity can come to India. Sir Gooroo Dass Banerjee came perhaps nearer than any Bengalee of his time to the ideal of

manhood which every Bengalee father would like to see his son attain.

The resolution was carried unanimously, all present standing.

The Hon'ble Sir Devaprasad Sarvadhikary. It is now my melancholy privilege to place before the Senate for acceptance a resolution that naturally follows the resolution which we have just adopted in solemn silence standing. No memorial that we could think of raising to perpetuate the memory of the late Sir Gooroo Dass Banerjee could be fitting in the larger sense for he by his life and character and by his teachings and example has left behind him a memorial all his own much more telling and effective than would be ever in our power to secure. To those who were associated with him in the work here or in the larger world outside, the memory of his life will be always dear and sacred and the vacant chair to my right to which reference has already been made will, pointedly remind us of what we have lost. It will always remind us not merely of the gap that the loss has caused to the Senate, but of the greater gap in the community of which he was an ornament, guide and inspirator in a real and unconventional sense. And for those who were privileged to see how it is given to a good man and true to die bravely, calmly, almost cheerfully the remembrance of Sir Gooroo Dass's last hours will be a memorial for all life. Simple life and high thoughts are mostly supposed to be people's ideals, but to end his days in the way that was Sir Gooroo Dass Banerjee's high privilege was worthy of sage, *Rishi* and ascetic indeed.

One of his death-bed sayings was "you will probably meet in Senate and speak of my having died full of years and full of honours ; but what does it signify ? I should like to see that ideal realised by my fellowmen for which I have lived and striven." If the memorial that we can raise in his honour be anywhere approaching the ideal and inspiring it, that alone would satisfy. It will be for the generations that come after us to take up the story of his life, and the greater story, I say deliberately, of his death inspired with the underlying thoughts that would go forth to the world, and the stories will be invaluable as national assets as few stories of life and death have been. Yet in the conventional world in which we live, honour to his memory requires not merely idealistic memorial like this but some that we can raise in plaster, stone, or with the aid of paint, or with the aid of scholarships or medals or prizes, poor substitutes as they may be. From that point of view, it is my melancholy privilege to propose that suitable steps be taken for raising such a memorial as will commend itself to those who will be charged with execution of the work. Mr. Findlay Shirras has referred to his great services in connection with the formation of the scheme of agricultural and industrial studies. Hindu of Hindus as he was, and a Brahmin of Brahmins, one devoted lifelong to the classical side of education and to the purely scientific side also, he saw late in life that along with that which the University so long stood for, the question with which he came to identify himself in connection with agricultural and industrial studies must take its proper place. Whatever memorial

be raised ought to be worthy of the memory of the man and should if possible take the form of something permanent that would advance those studies with which he identified himself during the last stages of his life. The last, but not the least of his attempts to help his University was as President of the Committee that advised the Senate on commercial and industrial studies, and with his aid we formulated the scheme that has been accepted by the Senate and has gone up to the Government of India and the University Commission for final decision.

Those are however matters rather for those who will have the execution of the work. As His Excellency the Rector has pointed out it is in the fitness of things that the Senate of this University should take the first steps to give the lead to the educated community in trying to discharge their great obligation to the great deceased. I am sure the expression of feelings to-night in the Senate will be re-echoed all over the country and people will make efforts enabling us to raise a memorial which will be worthy of us if not him.

The Hon'ble Mr. Wordsworth :—I wish to do little more than second this resolution in a formal way. I could not hope, for all my appreciation, to add anything to the tributes that have been paid to the memory of our dead friend by those who have known him longer than I. I would however add one word of grateful appreciation on behalf of those who like myself, coming from another land to educational work in India, always found in him a kindly counsellor, a loyal friend and a ready helper.

The motion was carried unanimously.

His Excellency the Rector moved that a committee consisting of the following gentlemen be appointed to consider and report as to the form of the memorial and to take all necessary steps in connection therewith, seven members forming a quorum :—

The Hon'ble the Vice-Chancellor, *Chairman of the Committee.*

The Hon'ble Mr. W. C. Wordsworth.

Sir Rashbehary ghose, Kt., C.S.I., C.I.E.

Mahamahopadhyay Haraprasad Shastri, C.I.E.

The Hon'ble Sir Ashutosh Mookerjee, Kt., C.S.I.

The Hon'ble Sir Devaprasad Sarvadhikary, Kt., C.I.E.

The Hon'ble Babu Mahendranath Ray, C.I.E.

The Hon'ble Sir Nilratan Sircar, Kt.

Principal Herambachandra Maitra.

Dr. Surespraṣad Sarbadhikari, C.I.E.

Rai Chunilal Basu, Bahadur.

The Hon'ble Nawab Sir Syed Shams-ul Huda.

Sir Rajendranath Mookerjee, K.C.I.E.

Mr. G. Findlay Shirras.

Rev. Dr. W. S. Urquhart.

The Hon'ble Dr. Abdulla-al-Mamun Suhrawardy.

Babu Charuchandra Biswas, Honorary Secretary, *ex-officio.*

The Registrar, Honorary Treasurer, *ex-officio.*

The Hon'ble the Vice-Chancellor seconded the motion, which was carried unanimously.

Principal Herambachandra Maitra :—Before this meeting comes to an end I feel that we owe it to ourselves to move a vote of thanks to His Excellency the Rector

for so graciously presiding at the meeting. I feel that I voice the sentiments of everyone present here when I say that we are deeply grateful to His Excellency for the very sympathetic and appreciative terms in which he referred to the services of our venerable departed country man. And I feel that he has rendered a service to the University by coming to lend the dignity of his presence at the meeting hall to perform this sacred duty. With these words I move a cordial vote of thanks to His Excellency the Rector and I am sure that it will be carried with acclamation.

Dr. Dwarkanath Mitra :—I beg to second the motion for the vote of thanks to His Excellency the Rector, who, notwithstanding the numerous and responsible duties of his high and exalted office, has been able to find time to preside on this occasion in which every Indian is interested. We all entertain the greatest respect for Sir Gooroo Dass Banerjee, and it is only in the fitness of things that His Excellency, as the Rector of the University, has been able to preside on this occasion when we are mourning the death of one who may be justly styled as an ideal University man whom everyone should strive to emulate and try to live the life that he lived.

The motion was carried by acclamation.

His Excellency the Rector :—Gentlemen, I beg to express my deep gratitude to you for passing this vote of thanks. I think it is indeed a privilege to be invited to attend a meeting of the Senate on an occasion of this kind.

As announced in our last issue, the bust of the late Sir Gooroo Dass Banerjee was unveiled in the Eastern Hall of the Senate House on Saturday, the 6th December, 1924, by the Hon'ble Justice Sir Ewart Greaves, Vice-Chancellor. The ceremony took place before a well-attended meeting of Fellows of this University. Sir Nilratan Sircar, on behalf of the Senate, requested Sir Ewart to unveil the bust and observed as follows :

"It is my privilege to ask you on behalf of the members of this University to unveil the bust that has been installed here in order to perpetuate the memory of Sir Gooroo Dass Banerjee. We all know that no marble, or for the matter of that, no precious metal can adequately represent the departed saint whose loss we all mourn. But we, however, have faith in symbols and this piece of marble will be dear and sacred to our heart so long as it represents the features of Sir Gooroo Dass. Sir, to a nation nothing is so precious as the example of the lives of its great men. This little bust will not only recount to future generations the noble words and deeds of Sir Gooroo Dass, but will also inspire them with the spirit of his saintly life that was dedicated to the devoted service of God and man. You are, Sir, to-day in the forefront of those who are trying to realise the cultural ideal for which Sir Gooroo Dass lived and strove, and it is in the fitness of things that the task of unveiling his bust has been entrusted to you, which I earnestly invite you to do."

The occasion was great and indeed solemn. It was the unveiling ceremony of the bust of one who was not only one of the best and greatest men of his generation but also the first Indian Vice-Chancellor of our University. Sir Ewart Greaves rose equal to the occasion and spoke in terms which are worthy of reproduction :

"SIR NILRATAN AND GENTLEMEN : It is only in accordance with the fitness of things that the unveiling of the bust of Sir Gooroo Dass Banerjee should take place in connection with a meeting of the Senate of this University which he served so long and faithfully, of which he was such a distinguished ornament and whose Vice-Chancellor he was for three years, 1890-92.

But I would desire to dwell for a few brief moments this afternoon not so much on his distinguished academic career, which is well known to you all who knew him longer and more intimately than I did, nor his distinguished career as a Judge of the High Court of Calcutta where his memory is recalled in the learned and lucid decisions, especially in matters of Hindu Law, which are recorded in the Law Reports of that Court and which I always read with the respect and attention which they demand as coming from one of his knowledge and attainments, but I would prefer to dwell on the man himself.

All of us, I suppose, in the course of our lives, have met, from time to time, but I fear all too rarely, men and women who seem to stand out from their fellows as something apart from the ordinary—they are persons, not necessarily of profound learning or attainments but who impress themselves on their fellow men and on their

surroundings by the saintliness of their character and by the manner of their life. We feel as we meet them that the world is better by their presence and richer by their example. They seem to exhalate from themselves a fragrance which comes like a refreshing breeze to a thirsty land. Consciously or unconsciously, we are better by their presence and uplifted by their example.

They are to be met with in every country and in every clime, they are not the especial products of any religion or of any civilization. As I stand here this afternoon my mind goes back to two such men whom I have known myself in my own country. One, an Oxford Tutor, whose name is not known to you, William Campion. The other, who is probably known to you, at any rate by name, Henry Scott Holland, for many years a Canon of the Cathedral Church of St. Paul's in London and subsequently, Regius Professor of Divinity in the University of Oxford. And Sir Gooroo Dass Banerjee seemed to me to be one of such men.

You cannot conceive of any action or thought of his as mean or petty, he was above and beyond such things—actuated only by the highest motives, exacting from himself and from others the highest standards, and living always in the light of that religion which he cherished and loved so well. The world is better by their lives and poorer by their loss.

In the dust of controversy, in the strivings for place and power, in the searchings for material wealth, in the rush and hurry of these modern days, it is well that we should turn aside for a few brief moments this afternoon

to contemplate the memory of one who soared above such things, who was in the world but not of the world, and who strove always for what was best and highest, never actuated by personal motives and by thoughts of self but by his life and by his example lifting others to the high plane on which he lived himself.

I recall as I stand here that spare, ascetic figure who was so familiar within these walls, a man of remarkable character of pious and devoted life, and I feel proud that it should fall to my lot to-day as Vice-Chancellor of this University to unveil the bust which has been erected to his memory by his admirers and his friends."

The Calcutta Review, January 1925.

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্

বিশেষ অধিবেশন।

(স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত।)

২০শে পৌষ ১৩২৫, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অন্যতম সদস্য, দেশপূজ্য, ঋষিকল্প, স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষৎ কর্ত্তৃক শোক প্রকাশ ও মৃত মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে বিশেষ শ্রদ্ধা দান।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার প্রারম্ভে বলিলেন,—আজ আমরা যে জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। পরিষৎ হইতে

আমরা অনেকের জন্য অনেক শোক প্রকাশ করিয়াছি। অনেকের জন্য অনেক কথা খুঁজিয়া বলিতে হয়। কিন্তু আজ যাঁহার পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই গুরুদাস বাবু সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান আছেন। তিনি আমাদের সকলেরই মাননীয় এবং দেশপূজ্য। তিনি একটি বড় আলোর মত ছিলেন এবং তাঁহাকে সকলেই চিনেন। আমি তাঁহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য প্রথমে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছি।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কেন না, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, হিন্দু, মুসলমান, সাহেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে জানিতেন; তাঁহার নাম শোনেন নাই বা তাঁহাকে জানেন না, এমন লোক নাই বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। ব্যবহার জীব এবং বিচারপতিরূপে তিনি দেশের জন্য যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। তিনি সাহিত্য পরিষদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং সদস্য ছিলেন। বঙ্গভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনিই প্রথম উদ্‌যোক্তা ছিলেন। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার ছিলেন, তখন তাঁহার 'কনভোকেশন লেক্‌চারে' এই কথার স্পষ্ট আলোচনা আছে। সৌভাগ্য-ক্রমে আমাদের শিক্ষা যদি কখন জাতীয় ভাষার মধ্য দিয়া হয়, তবে জানিব, ইহার মূলে জ্ঞানী এবং ঋষি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান। এই বলিয়া শ্রীযুক্ত চুনীবাবু নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং বাঙ্গালী জাতির গৌরব, মনীষার অবতার, পরম ভক্তিভাজন, ঋষিকল্প, অজাতশত্রু, স্যর গুরুদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।” শ্রীযুক্ত চুনী বাবু আরও বলিলেন,—আজ তাঁহার পবিত্র স্মৃতির পূজার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, তিনি একজন সুপ্রতিষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। অন্ধ অনুকরণ তিনি কখনও করিতেন না। পাশ্চাত্য জ্ঞানে তাঁহার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইলেও জাতীয় জীবনের উপযোগী আচার ব্যবহার তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি একজন অসাধারণ সংযমী পুরুষ ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। সেনেটের মিটিংএ তাঁহার যে সংযম দেখিয়াছি, তাহা অপূর্ব্ব। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাঁহার সংযম ছিল। গুটীপোকা গরম জলে মারিয়া ফেলিয়া রেশমী সূতা প্রস্তুত হয় বলিয়া, তিনি কখন রেশমী কাপড় ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার আহারের সংযমের কথা আমি বিশেষরূপে জানিতাম। তিনি রেল গাড়ীতে কখন কিছু খাইতেন না—ইউনিভার্সিটি কমিশনে রেলে যাতায়াত কালে এক সময়ে তিনি ২৪ ঘণ্টা অনাহারে ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারেন, এমন লোক বঙ্গদেশে নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে অনেক কথা অনেকের নিকট আপনারা শুনিয়াছেন। সে দিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণের সময় এখনও উপস্থিত

হয় নাই। তাঁহার উপর বিধাতার অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল। তিনি জীবনে কখন বড় শোক পান নাই। ৺সারদা বাবুর স্বেচ্ছা-মরণ হইয়াছিল—গুরুদাস বাবুরও হইল। কিন্তু এই স্বেচ্ছামরণ আমরা ভুলিয়া যাইতেছি—ইহার মহিমা আমরা জানি না। গুরুদাস বাবু আমাদের শেষ ব্রাহ্মণ, শেষ হিন্দু, শেষ খাঁটি ব্রাহ্মণ। অতবড় ইংরাজী লোনা-জল তাঁহার পেটে গিয়াও তাঁহাকে বিগড়াইতে পারে নাই। তিনি আমাদের দেশী আদর্শ ছিলেন। আমাদের যদি মানুষ হইতে হয়, তবে তাঁহার আদর্শই গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত তারাপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "স্তর গুরুদাস বিয়োগে" নামক তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিলেন।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—বাস্তবিকই আমাদের দেশে 'একে একে নিভিছে দেউটী'। গুরুদাস বাবু আমাদের অনাথ করিয়া চলিয়া গেলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আলো অনেক আছে; কিন্তু যে দেউটি বাঙ্গালা উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহা নিভিয়া গেল। কবি বলিয়াছেন,—'শোচনীয়াসি বসুধা যত্ত্বং দশরথাচ্চ্যুতা। গুরুদাস বাবুর মহনীয় বরণীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ আমার সাধ্য নহে—বোধ হয়, তাহার এ সময়ও নহে। তবে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিতে পারি, গুরুদাস বাবু আমাদের গুরু ছিলেন;—আজ আমরা গুরু হারা হইলাম। তিনি মাটীর মানুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে দৃঢ়তা ছিল, তাহা অনন্যসাধারণ; কবি বলিয়াছেন—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি॥' গুরুদাস বাবুতে আমরা এই বচনের যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন,—গুরুদাসের মাতৃভক্তি দেখিয়া আমি তাহাকে ভক্তি করি। গুরুদাস বাবুর

মাই তাঁহাকে গুরুদাস বাড়ুজ্যে করিয়া গড়িয়াছিলেন—সেই জন্য আমরা এইরূপ গুরুদাস পাইয়াছিলাম। তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন—"ব্রাহ্মণ" কথার আত্মায় যাহা বিদ্যমান, তাহা গুরুদাস বাবুতে ছিল। তিনি পরিষদের হিতৈষী ছিলেন—পরিষৎকে অনেক সঙ্কট হইতে তিনি ত্রাণ করিয়াছেন। বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াও পরিষদের সভাপতি হইতে তিনি কখন সম্মত হন নাই। বাংলা ভাষায় তিনি যে সব বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি মূর্ত্তিমান্ স্বাবলম্বন ছিলেন। সারা জীবন তিনি কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। এই সময় তিনি স্যর গুরুদাস ও প্রাতঃ স্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে আরও দুই একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গুরুদাস বাবুর জীবনালোচনা করিলেন ও শেষে বলিলেন,—আজ আমরা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। যদি আমরা তাঁহার স্মৃতি রাখিতে চাই, তবে আসুন, আমরা বলি—'তোমারি চরণ, করিয়া শরণ, চ'লেছি তোমারি পথে'।

শেষে সভাপতি মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি পাঠ করিলে, উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্নলিখিত ২য় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন, পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন যে, যাহাতে সত্বরে স্বর্গীয় মহাত্মার একখানি প্রতিকৃতি পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।"

এই উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু বলিলেন যে, গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে আপনারা অনেকেই অনেক কথা জানেন এবং আজিও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বেশী বলা অনাবশ্যক।

আমি মাত্র একটি কথা বলিব তাঁহাকে যদি চিনিতে হয়, তবে হিন্দু জাতিকে চেনা আবশ্যক। যতদিন ইউরোপীয় ভাবে আমরা বিভোর থাকিব, ততদিন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব না। তিনি কখন কোন বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন না। কেন না, তিনি বৈদান্তিক ছিলেন; সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া তিনি কখন ঝগড়া করা পছন্দ করিতেন না। তিনি একনিষ্ঠ আচারবান্ এবং মিষ্টভাষী ছিলেন—কখন কাহারও খোসামোদ করিতেন না। আজ আমি এই সভায় তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে আসি নাই—তাঁহার চরণে ভক্তি-অঞ্জলি দিতে আসিয়াছি।

এই প্রস্তাব সমর্থনকল্পে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—পূজনীয় গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিবার আদেশ করিয়া সভাপতি মহাশয় বোধ হয়, সুবিবেচনার কাজ করেন নাই। আমি যদি তাঁহার উপযুক্তরূপ স্মৃতিপূজা করিতে না পারি, আপনারা আমার অক্ষমতা মার্জ্জনা করিবেন। গুরুদাস বাবুর চরিত্র ভাল করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই—কেন না, তাঁহার সহাস সুন্দর মূর্ত্তি এখনও আমাদের সমক্ষে যেন বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমার ছাত্রাবস্থায় দুই জন মহাপুরুষের সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল,—১ম বিদ্যাসাগর মহাশয়, ২য় গুরুদাস বাবু। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; গুরুদাস বাবুর দর্শন লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম। গুরুদাস বাবুর হৃদয় পরশ-পাথরের মত ছিল; যাঁহারা তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারাই সোনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন একটি মহাযজ্ঞ; তিনি আত্মদান করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। আপনারা জানেন, তাঁহার সংযম ও ত্যাগ অপূর্ব্ব ছিল। সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় যেখানে হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিয়া-

ছিলেন। পরিষদের সঙ্গে তাঁহার যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা আজ যে গৌরবের আসন পাইয়াছে, ইহার মূল তিনিই পত্তন করিয়াছিলেন। শিষ্য ছাত্র এবং সন্তানের মত আমরা তাঁহার নিকট গিয়াছি। তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ভাগীরথী-স্নানের মত আমরা পবিত্র হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় ২য় প্রস্তাব অনুমোদন উপলক্ষে বলিলেন,—গুরুদাস বাবু সত্যযুগের ব্রাহ্মণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। বিপিন বাবু বলিয়াছেন, তিনি কোন বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন না। এ কথা ঠিক নহে। তাঁহার বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য্যে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। গোঁড়া হিন্দু হইলেও তিনি সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মন্মথ বাবু "প্রভাস" গ্রন্থ হইতে "যাও মা মানবী দেবী, পূর্ণ ব্রত মা তোমার" ইত্যাদি কবিতাংশ পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, গুরুদাস বাবু প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এই কবিতাটি পাঠ করিতেন এবং কতকটা এই ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় তাঁহার রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়া, মহাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিলেন। চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত ও কলিকাতার শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের প্রেরিত দুইটী কবিতার কথা এই সময় উল্লিখিত হইল।

পরে সভাপতি মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলে, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

শেষে সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

"অদ্যকার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবদ্বয়ের অনুলিপি স্বর্গগত মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল্ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।"

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—দেবপ্রসাদ বাবু যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি। গুরুদাস বাবু একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। তাঁহার সহিত আমার গত ২২ বৎসরের পরিচয়। তিনি যে আজ নাই, ইহা আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। অন্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না; সেই জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিনয় অসাধারণ ছিল এবং সাহিত্য-পরিষদের তিনি অনেক উপকার করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। আমি উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।

এই সময় সভাপতি মহাশয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীযুক্ত এইচ্ অনাগরিক ধর্ম্মপাল মহাশয়কে কিছু বলিতে বলায়, তিনি বলিলেন যে, আমি বাঙ্গালা ভাষায় কিছু বলিতে অক্ষম; তজ্জন্য দুঃখিত। পরে ইংরাজী ভাষায় দুএক কথায় যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,—আমি পরলোকগত মহাত্মাকে কোন ইংরাজি গৌরবে ভূষিত আখ্যা দিয়া সম্ভাষণ করিতে চাই না, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ গুরুদাস' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে চাই। তিনি যে একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্মান। তাঁহার উদার ব্রাহ্মণত্বের ভাবে তিনি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া আদর্শ মনুষ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমরা আজ

যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের স্মৃতির পূজার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার তুলনা বাংলায় বিরল। আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় তিনি যে সব উপদেশ দিতেন, তাহা অমূল্য। সেই ঋষির হৃদয় দেশের চিন্তায় কিরূপ স্পন্দিত হইত, তাহা তাঁহার লিখিত বহু পত্রাবলী হইতে জানা যায়। তিনি দেশের নেতা ছিলেন। তিনি অমরধামে গিয়াছেন—বিশ্বজননী তাঁহার আত্মাকে শান্তি দান করুন।

অতঃপর ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা আপনারা শুনিয়াছেন; আমি আর বিশেষ কি বলিব। ১৯০৫ সালের শেষে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন হইতেই জানি, তিনি একজন আদর্শ বাঙ্গালী। ভগবান্ বাঙ্গালা দেশের গুরুদাসকে নিয়াছেন, আবার বোধ হয়, অন্য দেশের গুরুদাস গড়িতেছেন। এই সময়ে তিনি একটি ফরাসী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া গুরুদাস বাবুর জীবনের আদর্শের পরিচয় দিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রাহ্মণের আদর্শ ছিলেন, ব্রাহ্মণের যেরূপ সত্ত্বগুণ প্রধান হওয়া উচিত, তিনি সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার প্রতিকৃতি রাখিবার কথা হইয়াছে। যদি হয়, তবে হাইকোর্টের পোষাকে নহে। খাঁটি ব্রাহ্মণের পোষাক-পরা প্রতিকৃতি পরিষদে রাখা উচিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমার আর কিছু বলিবার নাই। ৫০ বৎসর ধরিয়া সার গুরুদাসকে দেখিয়া আসিতেছি। তিনি সব স্মৃতিসভাতেই যাইতেন। আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে তিনি নাই। তাঁহার বিয়োগে এই সভায় আমরা আজ তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি ৩য় প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

. অতঃপর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভার কার্য্য শেষ হইল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্

বিশেষ অধিবেশন।

স্বর্গীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আহূত ৩রা আশ্বিন ১৩২৭, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২০, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

আসন গ্রহণ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—"আজ বিশেষ অনিবার্য্য কারণে আমাদের সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আজ আমরা সকলে এ সভায় কি জন্য সমবেত হইয়াছি, তাহা সকলেই জানেন। স্বর্গীয় দেশপূজ্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেশের যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহাদিগের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিষৎ যথাসাধ্য অনেকানেক সাহিত্যরথীর স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সুখের বিষয়, আজ বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজের শিরোভূষণ, দেশের অন্যতম নেতা, ভক্তিভাজন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎ তাঁহার একটি প্রধান কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। আজ তাঁহার চিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইবে। এ কথা যেন কেহ মনে না করেন

যে, আমরা একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া মৃত মহাত্মার ঋণ পরিশোধ করিতেছি; দেশবাসী তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। তিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সম্প্রতি বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের যে আন্দোলন, যে চেষ্টা, যে আয়োজন হইতেছে, তাহার প্রবর্ত্তক তিনি। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলাররূপে তিনি তাঁহার কন্ভোকেশন্ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, এমন দিন আসিবে, যে দিন কেবল মাতৃভাষার সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল রকম উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্ভবপর হইবে। তিনি যে ভবিষ্যৎ আশার সূচনা করিয়াছিলেন, মাননীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় তাহা বহুল পরিমাণে কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই দুই মহাত্মার নিকট বঙ্গবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। আজ বড়ই আনন্দের বিষয় যে, সেই মহনীয়কীর্ত্তি, দেশনায়ক স্যর গুরুদাসের চিত্র এই বাণী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমি আশা করি যে, তাঁহার পবিত্র ও মহৎ দৃষ্টান্ত হৃদয়ে সদা সর্ব্বদা জাগরূক রাখিয়া দেশবাসী নিজ নিজ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবে। তাঁহার সহিত আমার গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ। তাঁহার চরণতলে থাকিয়া কত শিক্ষাই লাভ করিয়াছি। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, চিরদিন তাঁহার গুণগরিমার কথা মনে রাখিব। আজ এই সভার সভাপতিরূপে তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া আমি ধন্য ও গৌরবান্বিত হইব।”

তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বরচিত একটী কবিতা পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় স্বর্গীয় স্যর গুরুদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী পাঠ করিলেন।

অতঃপর কর্ণেল শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিলেন,—"আমি শ্রোতারূপে এই সভায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয়ের আদেশ, দু'চার কথা বলিতেই হইবে। স্বর্গীয় স্যর গুরুদাসের কথা মনে হইলে আনন্দে বক্ষ স্ফীত হয় ও ক্ষীণ দেহে বলবৃদ্ধি হয়। পূজ্যপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধবাসরে অনেকেই আসেন নাই দেখিতেছি। বড়ই দুঃখের বিষয় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন; আমার মত শত শত ছাত্র তাঁহার হাতে সনন্দ পাইয়াছে। তাঁহাদের অনেকেই আজ অনুপস্থিত। তাঁহারা স্বর্গীয় মহাত্মার কোন স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন বা কি করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। তাঁহার স্মৃতিসভার জন্য এত লোক সমাবেশের কেন এত চেষ্টা, তাহা আমি বুঝিতেছি না। যিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সম্মান আমরা কি করিতে পারি? চিত্র আঁকিয়া, গুণগান করিয়া কি সম্মান দেখান হয়? তাঁহার আদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেশের ও সভার কার্য্য পরিচালন করিলে কতক পরিমাণে সভার উদ্দেশ্য সফল হইবে। তাঁহার জীবনের সমালোচনা করিতে হইলে যুগপৎ অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। তাঁহার কোন কাজেরই সমালোচনা করিয়া শেষ করা যায় না। সভাপতি মহাশয় তাঁহার যে সকল কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। আমি মাত্র দু'চার কথা বলিব। (১)

সভাপতি মহাশয় কর্ণেল সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, তাঁহার অনুগ্রহে আমরা স্বর্গীয় মহাত্মার শেষ মুহূর্ত্তের অনেক সংবাদ পাইলাম।

---

(১) কর্ণেল সর্ব্বাধিকারীর বক্তৃতা "জীবনের শেষ কয়েক দিবসের কথা"র মধ্যে ২৮৫—২৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পারেন নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট ঐ কথাগুলি শুনিবামাত্র স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিংহ গর্জ্জনের সহিত তারস্বরে বলিলেন যে, সভ্য সংখ্যা হইতে যে ব্যালট্ পেপারের সংখ্যা অধিক হইতে পারে না, ইহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে বেশী কিছুর দরকার নাই। আমরা সকলে Faculty of Arts এর সভ্য, আমাদের দ্বারা ঐ প্রকার ঘৃণিত কার্য্য হইতে পারে না। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড সন্দেহের কোন কথা উত্থাপন না করিলে—তাঁহার পক্ষে ভদ্ররীতির উপযুক্ত হইত। ইহার উত্তর দিতে যখন মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড উঠেন, আমার বেশ মনে পড়ে যে, তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পমান হইতেছিল। তিনি নানা বাগ্‌জালে, কোন অবিশ্বাসের কথা বলেন নাই, ইত্যাদি বুঝাইয়া প্রকারান্তরে তাঁহার সন্দেহজনিত অবিশ্বাসের কথা প্রত্যাহার করেন। সেই সময়ে গুরুদাস বাবুর তেজ দেখিয়াছি। মানুষের পক্ষে বিনয়, তেজ ও ক্ষমা যেমন দরকার, তাহার সমস্তই তাঁহাতে ছিল। তেমন ব্রাহ্মণ, তেমন ঋষিতুল্য ব্যক্তি আর কোথায় পাইব। হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা তাঁহার প্রগাঢ় ভাবেই ছিল। স্বধর্ম্ম পালনে তিনি কখনই বিচলিত হন নাই। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুসমাজে আমাদের শিরোমণিস্বরূপ ছিলেন। তিনি গিয়াছেন, তাঁহার অভাবে আজ বঙ্গদেশ জ্যোতিঃহীন তাঁহার ন্যায় আদর্শ কোথায়, তেজ কোথায়, বিনয় কোথায়? ব্রাহ্মণ হইয়া হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার তিনি করিয়া গিয়াছেন। আর একটি ঘটনায় তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার উদাহরণ সম্বন্ধে বলি। তাঁহার এক পুত্র আইন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেও, মনে হইতেছে, সুবর্ণপদক প্রাপ্তির উপযোগী নম্বর পান নাই। এই অবস্থায় সেই বৎসর স্বর্ণপদক কাহাকেও দেওয়া হইবে

কি না, ইহার জন্য এক বিচার-সভা হয়। মিঃ টনি সাহেব তখন রেজিষ্ট্রার ছিলেন এবং স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক তাঁহার পুত্র স্বর্ণপদক পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হইলেও তিনি তাঁহার পুত্রকে মেডেল দেওয়া ঠিক নিয়মানুযায়ী হইবে না বলিয়া প্রতিবাদ করেন।

এই দেশের সকল প্রকার শিক্ষা,—কি উচ্চ, কি নিম্ন—মাতৃ-ভাষার সাহায্যে প্রদান করা উচিত কি না, এ বিষয়ে বিবেচনার জন্য পরিষৎ হইতে একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। শাখা-সমিতি কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় এ দেশের যাবতীয় শিক্ষা প্রদান করা হউক এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইবে, তাহাতে এমত ঘোষণা প্রচার করা হউক যে, নির্দ্দিষ্ট একটী কালমধ্যে বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হইবে, ইত্যাদি নানাবিধ সুচিন্তিত মন্তব্য উক্ত শাখা-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সমুদয় কার্য্য করিয়া দিয়া-ছিলেন এমন কি, তিনি প্রোক্ত মন্তব্যের লেখক, এ কথা অনেকে জানেন না বলিয়া অদ্য প্রকাশ করিলাম। দেশের এই চঞ্চলতার সময়ে তাঁহার ন্যায় কর্ণধারকে হারাইয়া আমরা প্রকৃতই কাঙ্গাল হইয়াছি। দেশের সর্ব্বপ্রকার গুরুতর বিষয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, তাঁহার সহিত আলোচনা ব্যতীত কখনও হয় নাই। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কাজ করিতেন। এ কথা সর্ব্বজনবিদিত না হইলেও বোধ হয়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবু অস্বীকার করিবেন না।”

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, “চিত্রের আবরণ উন্মোচনের পূর্ব্বে দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করি। তিনি ইউনিভার্সিটিতে

বলিতেন যে, কেবল Art Sectionএ শিক্ষা দিলে চলিবে না ও কাজ হইবে না। যাহাতে ছেলেরা হাতে কলমে শিক্ষা পায় ও কৃষিতত্ত্ব Technology এবং Industry শিক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সব বিষয়ে উপায় নির্দ্ধারণ জন্য একটি কমিটি বসে। তিনি তখন পীড়িত, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত এই কমিটিতে কাজ করেন। সুখের বিষয়, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট উক্ত কমিটির রিপোর্ট পাশ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে আজ Agriculture, Technology, Industry প্রভৃতি বিষয় বি এস্ সি ও এম্ এস্ সি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে চলিয়াছে। তাঁহার বিষয়ে অন্যান্য অনেক কথা আপনারা শুনিয়াছেন—তাঁহার সততা, সৌজন্য, দান, তেজ প্রভৃতির বিষয়ে পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। এই সমস্ত বিষয় ব্যতীত তিনি নিজ গৃহকার্য্যে—বিষয়-কার্য্যে অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। আমি একবার তাঁহার দর্শন লাভের জন্য তাঁহার বাড়ী যাই। তিনি তাঁহার বাড়ীগুলি সব আমায় দেখাইলেন, ছেলেদের বাড়ীগুলিও দেখাইলেন। প্রত্যেক বাড়ী স্বাস্থ্য-রক্ষার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত। খুঁটিনাটি তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। বাড়ীগুলির ড্রেণ লইয়া পাছে ছেলেদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়, এই জন্য তিনি তাহাও এমন ভাবে প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। অবশ্য আমাদের সে আশঙ্কা মোটেই নাই। তাঁহার ছেলেরা সব রত্নবিশেষ।"

News-papers and Journals.

It is with a heavy heart and under a profound sense of loss that we have to announce the death of Sir Gooroo Das Banerjee, which melancholy event took place on Monday night at his residence in Bagh Bazar on the side of the Ganges. All his life, he was a true Hindu, devoted to the principles and practice of his religion and he has died peacefully, surrounded by the love and homage of his countrymen and with the consciousness of having lived a well-spent life. A great and good man has passed away—one whose vast learning, splendid endowments of head and heart, deep piety, purity of character and loftiness of aims and principles in life entitled him through generations yet unborn to the admiring gratitude of posterity. Though not born with a silver spoon in his mouth or any of the adventitious circumstances that help a man in the world, he made his way by dint of merit and character to an exalted position not only by occupying with dignity one of the highest offices open to an Indian but also in the esteem, regard and affection of his countrymen. Indeed it may truly be said that he was the patriarch in our national life in Bengal. Not a public movement, good and true, but at once enlisted his hearty sympathy and support. The development of education was the deep concern of his heart. At a time when the Calcutta University Commission is still sitting, it is interesting to recall the vigourous note of dissent which he wrote

as a member of the Indian Universities Commission in 1902. The concluding words of his luminous note deserve seriously to be pondered over by iconoclastic educational reformers at the present moment. "While yielding to none in my appreciation of the necessity for raising the standard of education and discipline, I have ventured to think that the solution arrived at is only a partial solution of the problem and that we should aim not only at raising the height but also at broadening the base of our educational fabric. And where I have differed from my learned coleagues, I have done so mainly with a view to secure that our educational system is so adjusted that while the gifted few shall receive the highest training, the bulk of the less gifted but earnest seekers after knowledge may have every facility afforded to them for deriving the benefits of high education." Wise words these which deserve to be inscribed in letters of gold on the portals of the Education Department, that is so anxious to raise the height at the expense of the base and make education available to the few. Had education been the luxury of the rich we doubt whether there would have been a Sir Gooroo Das Banerjee to guide his countrymen with his mellow wisdom and rich experience. He was the prince of graduates of the Calcutta University, having topped the list in all scholastic examinations. In the stern and relentless examination in practical life, he was also eminently successful and showed the strong and beautiful stuff he was made of. Indeed, the word *success* is writ large in his long and strenuous life. He was successful as

a lawyer, a judge, and educationist in the true sense of the term, a public man and a leader of his countrymen. As a Vakil, he rose to the highest pinnacle of fame by his profound knowledge of law and mastery of facts. Whether at Berhampore or in the Calcutta High Court, Dr. Gooroo Das Banerjee represented all that was best and noblest in the legal profession. Of the Bench, he was literally an ornament, whose lucid and well-reasoned exposition of law, specially of Hindu law, and uncompromising independence of character have earned for him an honoured position among the foremost judges in the land. He enjoyed in a pre-eminent measure the confidence of his colleagues, the Bar, the litigants and the public and all had the supreme faith that Mr. Justice Gooroo Das Banerjee could never do a wrong. But though law was his vocation in life, the work of education was near to his heart and nothing gave him greater pleasure than to help in the progress of education in all its branches and the spread of sound educational ideas. He was the first Indian Vice-chancellor of the University and was for a long time an indefatigable member of the Senate, which profited so much by his counsels of wisdom. As a leader of the community he was, though the least self-assertive and ever disposed to place himself in the background, honoured and respected by all classes and sections of the public. His sage advice was eagerly sought for in connection with various progressive movements. He was assiduous in his exertions for the success of any cause calculated to benefit his countrymen in any department of life. But

more than everything else, he was a man of the truest metal, possessing a sweet and lovable personality, a magnetic and winsome character, white as snow and pure as lily. When we think of him, we cannot help feeling how much learning, how much modest and unassuming simplicity, how much piety and how much patriotism have passed away with him. That voice which everybody was glad to hear is hushed in the silence of death. But if to live in the hearts and memories of those we leave behind is not to die, Gooroo Das Banerjee is not dead. From his frail bark, the noble soul has winged its flight. But he has left behind a shining example, of life's work done with a high sense of duty, which like a beacon-light, will continue to elevate and inspire his countrymen. He was a prince among men,—one of God's elect, who sent all around the fragrance of a sweet and beautiful life and character. It will be long, long before the void which his death has caused, will be filled. As the poet has said, "he most lives who thinks most, feels the noblest, acts the best" and such a noble life was lived by Sir Gooroo Das Banerjee. He has been taken away from us at a critical moment when more than ever his wisdom and experience would have been of great help to the country. But so long as greatness of manhood and goodness of character are regarded as the assets of the world, Gooroo Das Banerjee will enjoy an immortality which is not given to all the sons of men, to whom his countrymen will turn, as to a venerable repository of sweetness and light, for inspiration and guidance.

May his soul rest in peace in the bosom of his Maker he loved so well!

The Bengali
4th December, 1918.

THE death of Sir Gooroo Dass Banerjee causes a void in our public life which will not be easily filled up. He was a great and good man and a learned and upright Judge. The story of his life is the story of triumph of an honest upright and brilliant career unblemished by a single dark spot either in public or private life, and of success resulting from the constant domination of higher over lower springs of action. He was not born with a silver spoon in his mouth; he was verily a selfmade man. Speaking humanly Sir Gooroo Dass stands at that point of equation in which the great conflicts of life neutralise with each other.

It is said that he almost always carried a copy of the Gita in his pocket and true it is that there are few men in India at present whose lives have been more harmoniously moulded by high principles. His public services and everything else pale before the one element in his character and that is his sweetness and firm faith in God.

He was a Hindu of Hindus. He never wished to advertise himself and was of a very retiring disposition.

Sir Gooroo Dass died at the ripe age of 74 leaving sons, grandsons and a very large circle of friends and admirers to mourn his loss. A short sketch of his life is reproduced elsewhere from the Presidency College magazine and we hope to publish a more detailed account

of his eventful and instructive life in our next. Meanwhile the following incidents in the last moments of his life will be read with profound interest and great profit.

When the fatal disease with which Sir Gooroo Dass was attacked, took a serious turn, he realised that his end was near and signified his wish to be taken to his house on the banks of the Ganges. It was during this period, he called his four sons and told them in the minutest details all that should be done from the moment he would die till the performance of his Sradh ceremony. He gave up taking any food for five or six days before his death and lived upon drops of the sacred water of the Ganges. A few hours before his death he asked his eldest son to read a chapter from the Bhagabat Gita, the constant companion and solace of his life. When it was finished he suddenly said "Cover up my eyes." The attendants thought that the gas light might have hurt his eyes and they therefore put it out. But he insisted on having his eyes covered up. When the attendants covered his eyes, he said thrice in a loud voice. "This is the last.—'Ei Shesh' and then chanted the holy Gayatri Mantras. They were his last words and the great soul passed away.

Mr. W. C. Wordsworth wrote the following letter to Sir Gooroo Dass on the 28th November :—

Senate House.
The 28th Nov. '18.

"Dear Sir Gooroodas,—It is with deep regret that we have received the news of your illness. The Syndicate have requested me who am in the Chair to-day

to express the hope that we will soon get the news of your recovery.

Yours Sincerely
(Sd). W. C. WORDSWORTH.

To the above Sir Gooroo Das sent the following marvellous reply on the 2nd December when he was to all intents and purposes a dead man :—

214-2 Upper Chitpore Road
Calcutta, the 2nd December, 1918.

"TO THE HON'BLE THE CHAIRMAN OF THE
SYNDICATE OF THE UNIVERSITY OF
CALCUTTA.

"Dear Sir,—Many thanks for your kind letter of Nov. 28th 1918. I am indeed deeply grateful to you and your esteemed colleagues for that touching message of hope.

"May the abundant Grace of my Maker and the overwhelming sympathy of my fellowmen which have so far sustained me during trial and tribulations continue to be vouchsafed to me in going through whatever has still to be faced.

"With kindest remembrances and regards.

I am
Yours sincerely,
Gooroo Das Banerjee.
per Haran Chandra Banerjee.

P. S. Forgive me the employment of an amanuensis.

He dictated the letter in the presence of his medical attendant, Dr. Suresh Prasad Sarvadikary, and the latter

was simply amazed at this performance; this performance of one whose end was expected every moment. The letter will live in history.

The Amrita Bazar Patrika.
4th December, 1918.

A GREAT link with the past has snapped asunder. The mind still refuses to think that dear old Sir Gooroo Dass Banerjee, who was an institution in himself and combined in him the best that is in Western with the best that is in Eastern culture, is no more. The benignant, lovely soul passed quietly away on Monday night.

Sir Gooroo Dass Banerjee was a man of many-sided activities. He was great as lawyer, great as a judge, great as an educationist, but he was, above everything else, a great Hindu. He was a Hindu of Hindus, who lived his life and died, a Hindu. Those who scoff may remain to pray. His remarkable life and character, indeed, furnish a wonderful object-lesson for all who have eyes to see and ears to hear. Is the offering of daily prayers to your God according to the rites of your faith incompatible with being learned in the lore of the west? In the supercilious contempt they may dub Hindu rites a bundle of superstitions, but the fact how these were practised by some of the wisest and holiest of men remains to be explained.

Sir Gooroo Dass was a Hindu of the old type, but Hinduism of the old type does not necessarily mean narrowness and bigotry. He was broad and catholic and liberal

in the best sense of those expressions. His was not a mere life of abstraction, but a life of contemplation and action, of theory and practice, of duty and liberty moving in harmony with each other, the well-ordered life of the husband, the father, the patriarch, the citizen, the leader, ever unassuming but never failing in duty. While his life revealed undiminished faith in the retention of ancestral conventions of belief, he knitted the new into the old. In a word, he lived wholeness of life, intellectual and moral and spiritual.

His eminence as a lawyer won him the position of a High Court Judge and during the long period he sat on the bench of the premier Court in the land, he simply adorned it. His judgments were always clear and luminious and will live. His dissenting judgment in the Asansole Rape Case convicting the accused has become historic.

As an educationist, his work as a Vice-Chancellor is known to many. Sir Gooroo Dass never played to the gallery. His was no clap-trap speech or writing or action. Take his Note on the Report of the Dacca University Committee. It was really a case of the Teaching University *vs* the Residential University on which he adjudicated. He did not assume as a self-evident proposition which requires no proof, that a Residential University is in every way better than a Teaching University or cling to the extreme view that nothing good can come out of a Teaching University. He was of opinion that each of the two types of University life has its advantages and drawbacks and it is difficult to say, "which side preponderates." A Residential university, he observed was "more adapted for

physical and intellectual education" but at the same time not so well adapted for moral and religious education on which he laid so much stress. Why? By reason of "that very excess of help, assurance of comfort and regularity of supervision, which are less helpful in training men for the rough world outside the college walls, where they have to be resourceful in emergency, to struggle patiently and cheerfully with adversity, and to accept the inevitable with calm resignation to a Will that is inscrutable and supreme."

We repeat, Sir Gooroo Dass died a Hindu. For a Hindu, no death can be more coveted than the death he died. Full of years and honours, surrounded by children and grand-children and great grand-children, with his country to mourn his loss—can death be more coveted? The Greek maxim laid down that no one can be called happy till his life is closed. Judged by this test, his life may be truly called happy.

Tears well up in our eyes as we write. But as Hindu we believe that Sir Gooroo Dass has gone to a far happier land than this mortal earth and though we will see him no more in the flesh, his sage counsel will guide his countrymen from far on high. Verily, his name is not written in water. Far more enduring than brass or bronze or marble which may commemorate his services, is the rich legacy of character and example he has left to his countrymen.

The old ties are being snapped asunder one by one. The lights go out. Dwarka Nath Mitter, Romesh Chandra Mitter, Chandra Madhav Ghose, W. C. Bonnerjee, Mano mohan Ghose are all gone to their rest and now follows

Gooroo Dass Banerjee to "God, who is our home."

As he drew his last breath on the banks of the holy *Bhaghirathi*, his dying lips seemed to speak the last words :

The morrow's noise
Its anguish, hope and fear,
Its empty joys,
Of these I shall not hear
Call me no more, I cannot come ;
I'm gone to be at rest at home.
Now let me rest,
Hushed be my striving brain
My beating breast ;
Let me put off my pain,
And feel me sinking, sinking deep
Into an abyss of sleep.

May his great soul rest in peace !

The Hindoo Patriot,
December 7, 1918.

"It is the irony of fate that Sir Gooroo Dass Banerjee should be gathered to his fathers at the present juncture. He was Vice-Chancellor of the Calcutta University from 1890 to 1892 and to the very end of life was a potent influence in its administration. His criticism of the report at the Calcutta University Commission would have been most valuable, for he was a profound scholar, an educationist of authority, an experienced judge and a staunch patriot. Bengal would have mourned her loss at any time, but today her sorrow is poignant ; the guidance of one of

the wisest and best of her sons has been withdrawn when it was most needed.

Capital, Dated Dec. 6, 1918.

A Great Indian has just passed away in the person of Sir Gooroo Dass Banerjee whose death on Monday night must have come as a shock to the public, for hardly any body had heard of his illness. The country is the poorer by his loss, for he was a true knight in every sphere in life. A more devoted and orthodox Hindu, a more pious man, a greater educationist, a sounder lawyer than the late Sir Gooroo Dass has seldom, if ever, been known. His life was unique and demonstrated, above everything else, that it is possible to combine plain living with high thinking and that no Indian need imbibe Western manners and customs at the sacrifice of his own, even when sitting on the High Court Bench. Fearlessly independent, both as a Judge and a publicist, the late Sir Gooroo Dass' views on any matter of importance commanded high respect. His famous Note of Dissent, as a member of the Indian Universities' Commission, is but one instance of his strength of character. He was a member of many public bodies and the University of Calcutta, of which he has been a Vice-Chancellor, will miss most keenly the sobriety and wisdom of his counsels.

The Englishman,
December 4, 1918.

The late Sir Gooroo Das Banerjee may be said, without any exaggeration, to have been the Grand Old Man of Bengal. Born 74 years ago in Narkuldanga, the same district in which he died, Sir Gooroo Das became a vakil, and was eventually promoted to the Bench of the Calcutta High Court, on which he sat from 1889 to 1903. While he was one of the most eminent jurists in India he took at least an equal interest in education, and besides publishing a number of works on this question, was a member of the Universities Commission of 1902. Sir Gooroo Das was a most distinguished man, respected and admired by all ranks and races, and his appearance on great public occasions was always signalised by the remarkably precise and measured diction in which he never failed to express himself. He was knighted fourteen years ago, and held many honorific degrees.

The Statesman,
December 4, 1918.

The universal chorus of regret with which the tidings of the death of Sir Gooroo Dass Banerjee was received in Bengal must meet an echo wherever there is any knowledge or appreciation of a life devoted to the disinterested pursuit of truth and virtue. Sincere and modest, benevolent and gentle, indifferent to ambition and the applause of the world, and wholly unselfish, all who knew him loved

him, and all who loved revered him. Imbued with the divine precepts of the *Bhagavad Gita*, throughout his life, indeed, he was the most notable example that our time has produced of the masterful power of man's spiritual nature when at its highest to conquer in its warfare with earthly conditions. Born in poverty, bereaved of the loving care and affection of his father when only three years old, labouring ever afterwards under physical difficulties which would have converted nine men out of ten into aimless invalids, no one felt like him the pathos of the battle of life ; yet keenly as he felt it, he did not despair ; we find in him no complaining, no tedious arraignment of the scheme of things : his was a cheery, manly soul. It always acts as a moral tonic to be brought in contact with one who does not faintly trust the larger hope, but is confidently sure that in aiming at the highest we are doing the best for our best selves. A great moral force has passed away in Sir Gooroo Dass, and the country is the poorer by his death, for men of his type are a rare possession.

Of his life as scholar, lawyer, judge and educationist we have already spoken at great length in the pages of this Journal, and it would be superfluous to reitrate what is matter of familiar knowledge. The occupations of his life after retirement are not germane to our subject. All we need say is that a man of his temperament who had maintained an open and receptive mind could suffer from no vacuity. He had always been alive to the movements of letters, of philosophical study and of theological argument, and in his seclusion he enjoyed the priceless consolations of literature and learning. But a man possessing

such keen intellectual interests could not be expected to remain inactive, and public questions affecting the well being of the country claimed his attention. A strong thinker, he had large and noble views of mankind, and a public measure was good or bad in his eyes solely by its tendency to make men nobler, greater, more virtuous or otherwise, and his voice was always raised on the side of truth and generosity and true progress. His book called "A few thoughts on Education" which he published soon after his retirement is warm with noble thought and generous feeling, and, in a small compass, is a courageous announcement of the matured results of experienced observation and conscientious reflection. It will repay careful perusal by all who are interested in the cause of educational reform, and it is admirably adapted to facilitate the right solution of the various problems which are receiving attention at the present moment. These questions primarily and closely concern our public schools and the universities as agents in the formation of national character. He was also not unmindful of the claims of his mother-tongue, and he enriched the literature of his country by his various contributions to religious and philosophical thought. His religious faith must be left to another occasion and to worthier hands. But the fact must be mentioned that religion—the orthodox religion of his forefathers—was the essence, the savour, the motive power of his being. It was the predominant part of his life to which all else was subordinated. Holding such strong convictions as he did, the wonder is that he had such generous sentiments about those to whom his shib-

boleths meant nothing. This is what made his life so beautiful and such a blessing to all. Like all great men his interest in men and things remained undimmed to the last. The last public function in which he took part was the laying of the foundation-stone of the Benares Hindu University. Not the princes in their resplendent robes, not the noble Lord who presided, but the thin little man with the snow of seventy-one winters on his person, who attracted all eyes in that immense assemblage of distinguished men. What an example was there of self-subjugation, of heroic endurance, of duties faithfully fulfilled!

He is dead. *Felix opportunitate mortis!* If ever the inevitable summons of death comes as a beneficence to a man it comes to him who answers it as Gooroo Dass did, full of years, but still enjoying the plenitude of every power. He has bequeathed to his country the memory of a life that was absolutely devoted, absolutely sincere, and of a character free from all taint of vanity, personal ambition, or self-seeking. Never was prominence achieved with less self-advertisement. Indeed he was too refined and modest to be pleased by notoriety. It is our lot to be living in an age when amid the fierce contentions of parties and principles many of us do not know where we are, so busy everywhere is the spirit of transition, so bewildering the revolution which seems to be changing the face of everything. But here was a man who knew where he was and who spoke with no uncertain voice. To him we may look for guidance in need, for fortitude in adversity and for the example of a life as high, sweet and brave as ever illuminated the history of any people.

Much as we shall miss him, the occasion, however, is not one for absolute lamentation or despair, and we take our farewell of him not in a spirit of mournfulness but of hopefulness, saying with Lowell: "The soil out of which such men as he are made is good to be born on, good to live on, good to die for and to be buried in." May he rest in peace!

Allahabad Law Journal, January 1919.

It is with profound regret that we have to record the death of the late Sir Gooroo Dass Banerjee, who besides being the distinguished Indian that he was, was intimately connected with the Benares Hindu University from its very inception. Gifted with natural endowments of a high order he made his mark very early at the legal profession and rose to be a Judge of the High Court, on retirement from which he devoted himself entirely to public life. Next to Law, Education may be said to have claimed his most absorbing attention and as Vice-Chancellor of the University and member of the Indian Universities Commission of 1902, he rendered signal service in its cause, not to speak of the inspiration he furnished to the movement of the Hindu University. Sir Gooroo Dass was a noble example of the finest type of Hindu culture; with the deepest feelings of spiritual life and an absolutely unblemished record of personal character and achievement, he was a centre of stimulation to all people who came into contact with him. If ever it has been found possible in recent

decades for a person to realise the ancient Hindu ideal of plain living and high thinking, amidst all the complexities of the social life of to-day, it may be said to have been accomplished in the case of Sir Gooroo Dass and his illustrious life should always serve as an inspiring example to our countrymen. We commend the spirit of his life to the reverential attention of our readers, young and old.

The Central Hindu College Magazine,
January, 1st 1919.

মার মন্দিরের পবিত্র ঘৃত-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। বাঙ্গালীর চিরবন্দিত, ঋষিতুল্য গুরুদাস গতকল্য রাত্রি দশটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। অর্দ্ধ শতাব্দী নানাপথে মাতৃভূমির সেবা করিয়া বঙ্গবন্দিত গুরুদাস সাধনোচিতধামে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালায় "একে একে নিভিছে দেউটি।" বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যের সীমা নাই।

সার গুরুদাস খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন; খাঁটী হিন্দু ছিলেন। গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাশালী ছাত্র; ইংরাজী শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন কেশরী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও দীক্ষায় আকণ্ঠ মগ্ন হইয়াও তিনি আজীবন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের স্বাতন্ত্র্য, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিষ্ঠা ত্যাগ করেন নাই। যুগধর্ম্ম তাঁহাকে আপনার আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ভাঙ্গনের যুগে অবতীর্ণ হইয়াও সার গুরুদাস চিরদিন হিন্দুত্বের অজেয় দুর্গে হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর সংস্কার, হিন্দুর ভাব অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীর প্রাচীন ভাবের সহিত প্রতীচির জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয় করিয়া স্বীয় জীবন-গতি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালবর্ত্তী মনীষী বাঙ্গালীর মণ্ডলে এই বিশেষত্বে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। গুরুদাসের পবিত্র চরিত্র বাঙ্গালীর,—শুধু বাঙ্গালীর নয়,—ভারতবাসীর আদর্শ ছিল। জীবনের

সকল ক্ষেত্রে শুচিতাই তাঁহার আদর্শ ছিল। কায়মনোবাক্যে তিনি চিরদিন জীবনের শুচিতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম ও নীতির অনুশাসন তিনি ভক্তিপূর্ব্বক পালন করিতেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, আচারে, ব্যবহারে, সত্যই তাঁহার নিয়ামক ছিল। গুরুদাসের মত এমন সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মভীরু, নীতি-পরায়ণ, ভক্তিমান হিন্দু মনীষী সমাজে দ্বিতীয় নাই। সার গুরুদাসের তুলনা সার গুরুদাস।

বিনয়, মিষ্টভাবিতা, অকপটতা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। গুরুদাস এক দিকে প্রকৃত বৈষ্ণবের মত 'তৃণাদপি সুনীচ' ছিলেন, 'তরোরপি সহিষ্ণু' ছিলেন, স্বয়ং 'অমানী' হইয়া 'মান দানে' অদ্বিতীয় ছিলেন। কিন্তু অন্যদিকে প্রতিজ্ঞায় অটল, স্বীয় সংস্কারে অচল, সত্যের প্রতিষ্ঠায় অজেয় ছিলেন। গুরুদাসের চিত্ত ভবভূতির ভাষায়, 'কুসুমের মত মৃদু' ছিল; কিন্তু প্রয়োজনে তিনি 'বজ্রের মত কঠোর' হইতেন। শত প্রলোভন, সহস্র অনুরোধ, সাধ্য সাধনায় তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেন না।

তাঁহার জীবনে বিনয়ের আতিশয্য ছিল। প্রেমের আতিশয্য ছিল। অপরের মনে বেদনা দিবার শঙ্কাতেও তাঁহার আতিশয্য ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনে আর কোনও আতিশয্য ছিল না। তিনি জীবনে মিতাচারী ও মিতভাষী ছিলেন। গুরুদাসের বাক্যনিষ্ঠা যেন সাধনার বস্তু ছিল। তিনি ওজন করিয়া কথা কহিতেন। আপনার মহত্ত্বে উদাসীন, আপনার মহিমায় অন্ধ, গুরুদাস আন্তরিক ভক্তি-উপচারে মহতের পূজা করিতেন; গুণগ্রাহী গুরুদাস যাহাতে গুণের লেশমাত্র দেখিতেন, তাঁহাকে অকপটে সমাদর করিতেন। শ্রদ্ধাবুদ্ধি গুরুদাসের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। যিনি সমগ্র বঙ্গের অনাবিল শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, শ্রদ্ধার পাত্রে, সামান্য শ্রদ্ধার কারণে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখিয়া বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হইয়াছি।

গত অৰ্দ্ধ শতাব্দীকাল যিনি বাঙ্গালীর কল্যাণ চিন্তায় নিরত ছিলেন; দেশের সকল সদনুষ্ঠানে যাঁহার সহানুভূতি ছিল, সংযোগ ছিল; বিষয়-কর্ম্মের অবসানে যিনি বাঙ্গালীর মঙ্গলে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের প্রত্যেক শুভ-সঙ্কল্প যাঁহার আশীর্ব্বাদে পুত ও ধন্য ও সার্থক হইয়াছিল; যিনি আপনার কর্ম্ম-জীবনের পবিত্র ও নিষ্কাম আদর্শে নবীন বাঙ্গালীর কর্ম্মীদিগের হৃদয়ে কর্ম্মানুরাগ ও বাহুতে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন; বাঙ্গালীর প্রত্যেক সভায় যিনি মনীষী নক্ষত্র মণ্ডলে স্নিগ্ধ সুধাকরের মত বিরাজ করিতেন; দেশের শিক্ষা-নিকেতনে, ধর্ম্মাধিকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সামাজিক জীবনে যিনি নিজের মহত্ত্ব মুদ্রিত করিয়া ভারতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন; দেশের ছাত্র-সম্প্রদায়ের যিনি গুরু, সচিব ও সখা ছিলেন; বাঙ্গালীর জীবনে সিংহাসন স্থাপন করিয়া যিনি বাঙ্গালায় প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া 'অপত্যনির্ব্বিশেষে' বাঙ্গালীকে পালন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার মহান্ ও কর্ম্ম বিপুল জীবনের আলোচনা এই শোকের সময়ে সম্ভব নহে। আজ হিমগিরির তুষারকিরীটী শেখরের মত সমগ্র, সম্পূর্ণ গুরুদাসের মহান ছবিই মনে জাগিয়া উঠিতেছে।

গুরুদাস 'অজাতশত্রু' ছিলেন। এ সৌভাগ্য তাঁহার সমসাময়িক আর কোনও বাঙ্গালীর অদৃষ্টে ঘটে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধাচন্দনস্নিগ্ধ পুষ্পাঞ্জলি সেই মানবের রাজার রাজস্ব ছিল। প্রেমের বন্ধনে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বাঙ্গালীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।

গুরুদাস প্রত্যক্ষভাবে কখনও রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে আকৃষ্ট হন নাই। বাঙ্গালার রাজনীতি স্বভাবতঃই তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু বাঙ্গালী সমাজে আমরা এমন মাতৃভক্ত দেখি নাই। গর্ভধারিণী জননী ও জননী জন্মভূমি যেন তাঁহার ইষ্টদেবতা ছিলেন। গুরুদাসের মত 'ন্যাশনালিষ্ট'ত রাজনীতিকচক্রে দেখিতে পাই না এমন 'স্বদেশী' বাঙ্গালা

দেশে দুর্লভ, দেশাত্মবোধ, দেশভক্তি তাঁহার জীবনের নিঃশ্বাস ছিল। জাতীয়তার একনিষ্ঠ সাধক, জাতীয় গৌরবের সদাজাগ্রত রক্ষক, জাতীয় মহত্ত্বের স্বপ্নে বিভোর, জাতীয় কল্যাণে উৎসৃষ্ট জীবন গুরুদাস দেশাত্মবোধের মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন।

স্বদেশের ধর্ম্ম, স্বদেশের নীতি, স্বদেশের ভাব, স্বদেশের তন্ত্র, স্বদেশের অবদান, স্বদেশের চিন্তা, জ্ঞান, সংস্কার ও ধারা, স্বদেশের সাহিত্য, স্বদেশের প্রত্যেক অভিব্যক্ত তাঁহার প্রিয় ছিল, সেব্য ছিল, ধ্যানের বস্তু ছিল। তিনি স্বদেশবাসীর সমবায়ে—বিরাট বিগ্রহে জাতীয়তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য তাহার পূজা করিতেন। 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়-কার্য্য-সাধনঞ্চ' তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। দেশপ্রেমে গুরুদাস অতুলনীয় ছিলেন।

বাঙ্গালা দেশে অমা-তমিস্রা ঢালিয়া দিয়া বাঙ্গালার চন্দ্র অস্তমিত হইলেন। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনে যে মহাপুরুষ নিত্য, প্রত্যক্ষ গুরু ছিলেন, তিনি আজ নামশেষ হইলেন। সে সদাপ্রফুল্ল মুখের প্রসন্নহাস্যে বাঙ্গালীর সভা, সমিতি, সম্মেলন আর উদ্ভাসিত দেখিব না। গুরুদাসের অগাধ প্রীতি, অসীম স্নেহ আজ স্মৃতির সম্বল হইল! এ শোক যেমন বাঙ্গালীর জাতীয় শোক, তেমনই ব্যক্তিগতও বটে। কে গুরুদাসের স্নেহে ধন্য হয় নাই! কে তাঁহার চরিত্রের ঔদার্য্যে মাধুর্য্যে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয় নাই? দূরে, নিকটে, প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে কোন বাঙ্গালী জীবনে গুরুদাসের প্রভাব অনুভব করেন নাই? বাঙ্গালায় কে এই অজাতশত্রু, ঋষিতুল্য মহাপুরুষের মহত্ত্বে মুগ্ধ হন নাই—তাঁহাকে আপনার ভাবিয়া ভালবাসেন নাই, তাঁহাকে বন্দনা করিয়া ধন্য হন নাই?

এ শোক পবিত্র। এ শোক আমরা চিরদিন স্মরণ করিব। কিন্তু গুরুদাস বৈতরিণীর তীরে উপনীত হইয়াও বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া গিয়াছেন,—

মৃত্যু ভয়াবহ নহে; তিনি 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়' এ পার হইতে ও পারে চলিয়া গিয়াছেন।—তিনি স্বয়ং আপনার গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন; পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া, পিতৃপথচারী উপযুক্ত সুপুত্রগণের মুখে 'গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম' শুনিতে শুনিতে জাহ্নবীগর্ভে তনুত্যাগ করিয়া দিব্য লোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। হিন্দুর পক্ষে এমন মৃত্যু স্পৃহনীয়। তিনি মৃত্যুর পরপারে অমৃতের অধিকারী হইয়াছেন। এই গভীর শোকে ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

বসুমতী ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯১৮।

বাঙ্গালার সত্যই মহর্ষিকল্প পুণ্যশ্লোক স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর নাই। গত সোমবার রাত্রি দশটা কুড়ি মিনিটের পরে পূর্ণ অমাবস্যায় স্যর গুরুদাস গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণ দেহ ত্যাগ করিয়া পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। পুণ্যাত্মা, পুণ্যচরিত্র, পুণ্যপূতঃ স্যর গুরুদাস সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় তীরস্থ হইয়া, পূর্ণ নব রাত্রি গঙ্গাবাস করিয়া, ঋষি-মুনির ঈপ্সিত মরণ—গ্রহণীরোগে মৃত্যু স্থির জানিয়া,—শক্তিসাধক, স্মৃতিশাসিত ব্রাহ্মণের মরণ-ক্ষণ যেন বাছিয়া লইয়া শুভ অমাবস্যার নিশায় শুভক্ষণে, মহানিশার সংক্রমণকালে দেহত্যাগ করিলেন। এমন মরণ কি আর হয়! এমন মরণ ইদানীং বাঙ্গলার ভাগীরথী তীরে কোন ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। ইহাত মৃত্যু নহে, সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ, দিব্যদেহে মায়ের ছেলের মাতৃক্রোড়ে গমন। সাধক, ভক্ত, কর্ম্মী স্যর গুরুদাস যেমন সারা জীবনটা ডঙ্কা মারিয়া কাটাইয়াছিলেন তেমনই ডঙ্কা মারিয়া,

গঙ্গার তীরে পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। আদর্শ জীবনের শ্লাঘ্য পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

ব্রাহ্মণ স্যর গুরুদাস বাঙ্গালার আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার তুল্য ব্রাহ্মণ আমরা ইহজীবনে দেখি নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান তিনি স্বীয় সাধনা এবং মনীষার প্রভাবে ধন-সম্পদের এবং মর্য্যাদার সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিয়াছিলেন,—হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন, দেশমান্য এবং সমাজপূজ্য হইয়াছিলেন। অথচ তিনি ইহ জীবনে এমন একটা বড় শোক পান নাই, যাহা চির জীবন মনে দাগ লাগিয়া থাকে। পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র, কন্যা দৌহিত্র, সমাজ শিরোমণি কুটুম্ব স্বজন পরিবৃত হইয়া সোণার সংসার, পুণ্যের হাট-বাজার বসাইয়া স্যর গুরুদাস হাসিতে-হাসিতে অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। এমন মরণ কে মরিতে পারে? আর কে মরিয়াছে? দীর্ঘ জীবনে তিনি এমন একটা কাজ করেন নাই যাহা লোকলোচনের অগোচর রাখিতে হয়, বা যাহার জন্য তাঁহার অনুরাগী লেখকগণকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয়,—তাঁহার জীবনে গোপন রাখিবার কিছু ছিল না—সব পরিষ্কার, ঝরঝরে তরতরে! অজাতশত্রু, নিন্দকহীন, সর্ব্বজনবরেণ্য হইয়া স্যর গুরুদাস জীবন অতিবাহন করিয়াছেন, স্বয়ং দেবচরিত্র পুরষ, নিজ পুরুষাকার প্রভাবে পুত্র পৌত্রগণকে দেবচরিত্র আদর্শ ব্রাহ্মণ গড়িয়া দেব আয়তনে বাস করিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আর কোন্ বাঙ্গালী এমন মরণ মরিতে পারে?

যে কালে এবং যে যুগে ইংরেজি শিক্ষা করিলেই যবনাচার গ্রহণ করিতে হইত, মদ মাংস খাইয়া সাহেব সাজিয়া ইংরেজি নবীশ হইতে হইত, সেই যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া, এম-এ, ডি-এল হইয়া হাইকোর্টের বড় উকীল—রোজগেরে উপার্জ্জনশীল উকিল হইয়া, স্যর গুরুদাস আজন্ম স্মৃতিশাস্ত্রের

ব্রাহ্মণসেব্য কঠোর বিধিনিষেধ সকল মান্য করিয়া সদাচার পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়া দীর্ঘ জীবন অতিবাহন করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য বিলাতীবিদ্যাপরায়ণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণত দেখি নাই, আবার তাঁহার তুল্য আদর্শ-ব্রাহ্মণও দেখি নাই। তিনি "জাবরকাটার হিন্দু" ছিলেন না, যৌবনে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রোষ্টগোস্ত উদরস্থ করিয়া প্রৌঢ়ে রোমন্থনের হিসাবে হিন্দু সাজেন নাই। সেই যে উপনয়ন সংস্কারের দিনে তিনি ব্রাহ্মণ আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন, মরণের ক্ষণ পর্য্যন্ত সে কঠোর আচারের কণামাত্র তিনি পরিহার করেন নাই। কেবলই কি তাহাই! তিনি আদর্শ চরিত্রের পুরুষ ছিলেন। অতি বড় নিন্দকও তাঁহার চরিত্রে বিন্দুমাত্র কলঙ্কের আরোপ করিতে পারিবে না। এমন সাধু জীবন, সচ্চরিত্র, পুণ্যাশয় ব্রাহ্মণ বুঝিবা বাঙ্গালায় আর প্রকট নাই। যাহা গেল তাহা আর মিলিবে না, যে আদর্শ আজ গঙ্গার পবিত্র সলিলে ভস্মরাশির সহিত মিশাইয়া দিলাম তাহা আর দেখিতে পাইব না। অশোকসন্তপ্ত, অরোগক্লিষ্ট, অপাপবিদ্ধঃ নিত্য-শুদ্ধ-স্বভাব—অথচ অসামান্য অভ্যুদয়ে ধন্য অতুল মর্য্যাদাপ্রাপ্ত, সর্ব্বজনবরেণ্য এমন নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল, নিরীহ ব্রাহ্মণ আর পাইব না—আর দেখিব না। বাঙ্গালার ঠাকুর ঘরের ঘৃতের প্রদীপ, শিবরাত্রির সলিতা আজ নির্ব্বাপিত হইল।

কথায় বলে "আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হইবে।" স্যর গুরুদাসের আঙ্গুল ফুলে অশ্বত্থ গাছ হইয়াছিল। এমন অভ্যুদয় ত এক জীবনে আর দেখি নাই। সামান্য গৃহস্থ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র গুরুদাস শৈশবে পিতৃহীন হইয়া কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। স্বীয় মনীষা, মেধা ও প্রতিভার বলে বিদ্বান হইয়াছিলেন। সরস্বতীর সেবা করিয়া সারস্বত আয়তনে বসিয়া মা লক্ষ্মীর আনুকুল্য লাভ করিয়াছিলেন। কেবলই কি তাহাই! তিনি বড় উকিল হইলেন, বড় জজ হইলেন, কুটীর ভাঙ্গিয়া

প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ সমাজে তিনি শ্রদ্ধার আসন লাভ করিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণে, ব্যবহারগুণে মুগ্ধ হইয়া বড় বড় মর্য্যাদাপন্ন কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবার সকল তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহা অপেক্ষা বড় উকিল,—অথচ কুলে শীলে বরেণ্য। উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায়দিগের সহিত, খিদিরপুরের মুখোপাধ্যায়দিগের সহিত, স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত—সকল বড় বড় ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত তিনি বৈবাহিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার উপর চারিপুত্র যেন চারি দিক্‌পাল—চরিত্রে, ব্যবহারে, বিদ্যায়, আচরণে সমাজের আদর্শ, ব্রাহ্মণ্যের আধার। রূপ, গুণ, ধন-ঐশ্বর্য্য, কুলমান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি সব যেন কেন্দ্রীকৃত করিয়া, সৌভাগ্যের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া, একা গুরুদাস এক সহস্রে পরিণত হইয়া, নির্ম্মল-নিষ্কলঙ্ক জীবন অম্লানমুখে, শ্লাঘা-শ্রদ্ধার সহিত অতিবাহন করিয়া, দিব্য ধামে চলিয়া গেলেন! এমন আর কে হইবে? এমন কি আর পাইব? এমন ভাগ্য, এমন অভ্যুদয় এমন ব্রাহ্মণ্য, এতটা পুঞ্জীকৃত পুণ্য আর কি পাইব?

স্যর গুরুদাস সত্য সত্যই নিরীহ ব্রাহ্মণ ছিলেন। জজায়তা হইতে পেন্সন লইবার পরে দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম—"একি, দিন দু'পরে সন্ধ্যা? এখনই পেন্সন?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন "দু'পুর টাও ত সন্ধ্যার কাল! আর কি জানেন! পনর বৎসর চাকরী পূর্ণ হইতেই ভাবিলাম ব্রাহ্মণের গণ্ডী কাটিতে নাই, বেশী বাড়াবাড়া করিলে ব্রাহ্মণের সহিবে না। তাই পেন্সন লইলাম। ছেলেরা উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছে, আর কেন?" তিনি ইচ্ছা করিলে আরও দশ বৎসর চাকরী করিতে পারিতেন, প্রধান বিচারপতি হইতে পারিতেন, নির্লোভ ব্রাহ্মণ গুরুদাস বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়া মানে মানে অবসর লইলেন। এমন

সংযম,—সাধনশীল ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন পুরুষে দেখিব না। স্যর গুরুদাস মুখে মোলায়েম ছিলেন, পরন্তু কাজের সময়ে অসাধারণ তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ইউনিভারসিটি কমিশনে তাঁহার তেজস্বিতার পরিচয় পাই, আর একবার কলিকাতা ইউনিভারসিটির দ্বিতীয়বার ভাইস চ্যান্সেলার হইয়া, যাই ভারত গবরমেণ্টের সহিত মতদ্বৈধতা ঘটিল অমনি সে পদত্যাগের সে অপূর্ব্ব তেজস্বিতার দ্বিতীয় নমুনা পাইলাম। অমন মান বজায় রাখিয়া কাজ করিতে ত অন্য বাঙ্গালীকে দেখি নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পরে সম্রাট এডওয়ার্ডের অভিষেক উৎসবে স্যর গুরুদাসকে বাঙ্গালার প্রতিনিধিরূপে বিলাতে পাঠাইবার চেষ্টা লর্ড কর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্যর গুরুদাস লর্ড কর্জ্জন হেন বড় লাটকে কেমন উত্তর দিয়াছিলেন তাহা সেই সময়ে "রঙ্গালয়ে" প্রকাশ করিয়াছিলাম। এমন কোমলে কঠোরে, মাধূর্য্যে ঐশ্বর্য্যে, বিনয়ে-স্বপ্রতিষ্ঠার সঙ্গত সম্মেলন আর কোন মানব-চরিত্রে ইদানীং দেখি নাই।

যাহা গেল, মা গঙ্গা আজ যাহাকে কোলে লইলেন তেমনটি আর পাইব না। ইংরেজের আমলে ৺অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে এমন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আর হয় নাই,—বুঝিবা আর হইবে না। আজ কত কথা মনে পড়িতেছে। কতদিনের কত ঘটনা, কত আলোচনা, কত উপদেশ, কত সান্ত্বনা একে একে সান্ধ্য গগনে তারা ফুটার মতন মনে পড়িতেছে। একদিনে এক সঙ্গে সে সব কথার আবৃত্তি ত করা যায় না। এমন মরণে শোক করিতে নাই, শাস্ত্রের নিষেধ। ভাগ্যবান পুরুষ, ভগবানের আশ্রিত পুরুষ ভাগ্যের কনক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, সংসারের উপর পুণ্যের ও সৌকুমার্য্যের পুষ্পিতা ব্রততী-বিতান বিস্তীর্ণ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন, ঋষি মুনির শ্লাঘ্য মরণ আলিঙ্গন করিয়া ইহলীলা সংবরণ করিলেন—ইহাতে কি শোক করিতে আছে—চোখের

জল ফেলিতে আছে? কিন্তু আমাদের যে আর নাই! এক গুরুদাস ছাড়া যে দুই গুরুদাস আমরা পাই নাই! অতঃপর যে বলিবে যে, এ যুগে শ্রুতিস্মৃতির শাসন মানিয়া চলা যায় না, কোন গুরুদাসকে দেখাইয়া তাহার উৎকট যুক্তির উত্তর করিব? মাতৃভক্ত, সদাচারঅনুরক্ত, ভাবুক সাধক, নির্ম্মলচরিত্র আর কোন্ গুরুদাসকে দেখাইয়া আমার শাস্ত্রের, আমার ধর্ম্মের, আমার সমাজের মহিমা কীর্ত্তন করিব? হায় মা এ কি করিলে!, তরঙ্গে কুলকুল কলকলরবে যে মানবতার আদর্শকে দ্রবময়ী তুমি লুকাইয়া রাখিলে, ধরাধারা সাক্ষী-স্বরূপিণী তুমি, তাহার যে ক্ষীণ ধার টুকুও রাখিলে না মা! অন্ধ স্মৃতির যষ্টিটিও যে কাড়িয়া লইলে! হারাণ, শরৎ, উপেন, সুরেন—তোমরা বাবা বড় বাপের বেটা, তোমাদের দায়িত্ব অতি বড়, তোমরা ঋষিকল্প পিতার পুণ্য কর্ম্মের ধারা বজায় রাখিয়া তাঁহার পুণ্যপূতঃ স্মৃতিকে সচ্চরিত্রের হোমকুণ্ডে সদা সজীব রাখিয়া জীবন সার্থক কর। "পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং—" তোমাদের জনক সর্ব্বরকমে পুণ্যবান্ এবং পুণ্যাত্মপুরুষ ছিলেন; সে পুণ্যবিভা অম্লানভাবে রক্ষা কর। আজ হিন্দু বাঙ্গালী, ব্রাহ্মণ বাঙ্গালী তোমাদের চারি ভাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া আছে। পুণ্যবতী সাধ্বী সতীর পুত্র তোমরা তাঁহার পবিত্র ক্রোড়ে বসিয়া সদ্ব্রাহ্মণের জীবন যাত্রা অতিবাহন কর, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। ইহা ছাড়া তোমাদের এমন গুরু শোকাপনোদনের অন্য ভাষা আমি জানি না—শিখি নাই।

নায়ক, ১৭ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩২৫ সাল।

গত সোমবার রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় কলিকাতার বাগবাজারে ভাগীরথীতটে নিজ আবাসে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে বঙ্গের অজাতশত্রু

অসাধারণ পুরুষ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শেষ জীবন-শ্বাস ভাগীরথীর পূতসলিলসিক্ত নিত্য স্নিগ্ধ শুদ্ধ মরুতশ্বাসে মিশিয়াছে! যেমন পুণ্য-প্রাণ, তেমনই পুণ্য-মহাপ্রস্থান। স্যর গুরুদাস বুঝিলেন,—এবার তাঁহার মহাপ্রস্থান সুনিশ্চিত। গঙ্গাতীরে জীবনাবসানের জন্য যে বাটী তিনি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন,—যে বাটীতে তাঁহার পবিত্রচরিত্রা জননী জগজ্জননী পতিতপাবনী ভাগীরথীর কোলে শেষ আশ্রয় লইয়াছেন, সেই বাড়ীতেই শেষ বাসের বাসনা প্রবুদ্ধ হইল। পুণ্যবানের বাসনা কি বিফল হয়? মাতৃমুক্তিক্ষেত্র পবিত্র পীঠস্বরূপ পুণ্যনিকেতনে স্যর গুরুদাসের শেষ পার্থিববাসের বাসনা সফলা হইল। পুণ্যদেহে অন্তর্ব্যাধিবেদনা বুঝিবার ত উপায় নাই। চির প্রফুল্লচিত্ত গুরুদাসের বাহ্য হাস্যাধার কেবল শান্তিরই সূচনা। গঙ্গাজল ও ডাবের জলে দেহধারণ মাত্র। বাহ্যভাবে কেবল অন্তর্ধ্যানের ভগবদ্ভাবনাভাসমাত্র। শেষ মুহূর্ত্তপর্য্যন্ত ভগবানের নামোচ্চারণ। অপূর্ব্ব চরিত্র,—অপূর্ব্ব শেষ! শেষানুভূতিতে মহাপ্রাণ মুমূর্ষু শ্রাদ্ধশান্তির যথারীতি ব্যবস্থা বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে গীতা পাঠ করিতে আদেশ করেন। গীতা তাঁহার চিরপ্রিয় ও চির সহচর। গীতা পাঠান্তে চক্ষু ঢাকিয়া দিবার আদেশ হইল। উপস্থিত সকলে ভাবিলেন, গ্যাসের আলোক বুঝি সহিতেছে না, তাই আলো নিবাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়িতে চক্ষু ঢাকিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর তিনবার 'এই শেষ' নাদে মহাপ্রাণ গায়ত্রী মন্ত্র জপিতে জপিতে মহাকাশে মিলাইয়া গেল। মহাপুণ্যবান্ ভিন্ন এমন পুণ্য জীবনাবসান হয় কি? গুরুদাস যে কি ছিলেন, কাহাকেও তাহা বুঝাইতে হইবে না। এক কথায় স্যর গুরুদাস যেমন ছিলেন, তেমনটী আর পাইব না। সেই অশেষ গুণান্বিত কর্ম্মী পুরুষের কয়টী গুণের উল্লেখ করিয়া শেষ করিতে পারা যায়? এ যুগে এ দুর্দ্দিনে ইংরেজি বিদ্যায় দিগ্বিজয়ী হইয়াও আত্মধর্ম্মে মতিমান

স্বাচারে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, কয়জন আছেন, জিজ্ঞাসা করিলে, সর্ব্বপ্রথমেই গুরুদাসের প্রতি লক্ষ্যপাত হয় না কি? ব্যবহারাজীবিত্বে, জজিয়তিতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্বে, সমাজ-ধর্ম্ম-শিক্ষা-সাহিত্য-স্বদেশী প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সভাসমিতিতে গুরুদাসের মতন কীর্ত্তিমান আর কয় জন আছেন? এত বড় কীর্ত্তিমান পুরুষ বটে; কিন্তু তাঁহার রসগাম্ভীর্য্য চরিত্রমাধুর্য্য, রচনা-চাতুর্য্য ও বিনয়ৌদার্য্যের তুলনা কয়জনে মিলে। নিত্য সৌভাগ্যবান্ পুরুষ সংসারের সকল সুখশান্তি উপভোগ করিয়া, পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া, শেষে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর শান্তি শীতল ক্রোড়ে যে আশ্রয় লইবেন, ইহা বিচিত্র কি? কালের হিসাবে তাঁহার মহাপ্রস্থান অকালে হয় নাই বটে; কিন্তু তাঁহার গুণের হিসাবে মনে হয় যে, অকালেই হইয়াছে। তাঁহার জীবনাদর্শ চরিত্রগঠনের সদুপায় বলিয়াই এমন মনে হয়; কিন্তু উপায় কি? কালের গতি কে রোধ করিবে? এখন গুণের স্মৃতি জাগরণে শোকের শান্তি ভিন্ন উপায় কি? তাঁহার গুণগরিমা তাঁহার নিত্যাদর্শের সজীব স্মারক।

বঙ্গবাসী, ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫ সাল

বাঙ্গালা আজ একটী আদর্শ সন্তানে বঞ্চিতা হইল। বাঙ্গালার বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম সন্তান সার গুরুদাস মহাপ্রস্থান করিলেন। বাঙ্গলাদেশে মানবতার পূর্ণ আদর্শ যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা সার গুরুদাসে ছিল। বিনয়গুণ যদি মূর্ত্তিমান দেখিতে চাও, তবে সার গুরুদাসকে দেখ। যদি মাতৃভক্তি শিক্ষা করিতে চাও, জননীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে চাও, তবে সার গুরুদাসের চরিত্রের অনুসরণ কর। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে বলিয়া, দোষে গুণে জড়িত, অপূর্ণ মানব

সে আজ অনেক দিনের কথা। এক সুদূর পল্লীতে বাল্যকালে আমি যখন কল্পনার ফলকে নানা রঙ ফলাইতেছিলাম তখন সেই কল্পনার সোণালি ফলকে দুইটি চিত্র বেশ সুস্পষ্ট হইয়া ফুটীয়া উঠিত—তাহার একখানি 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; অপর খানি গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়;' তখন আমি স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়ি। বড়ই ইচ্ছা হইত, এই দুইজনকে একবার দেখিব। আমার বেশ মনে আছে আমার একজন আত্মীয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন "বাবা, গুরুদাস জজের মত হও।" গুরুদাস জজের গুণগ্রাম শুনিতে শুনিতে আমার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া উঠিত। একবার স্কুলের এক অবকাশে কলিকাতায় আসিলাম। বাগবাজার ষ্ট্রীটে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিতাম। তাঁহাদের নিকট শুনিলাম যে গুরুদাস বাবু প্রতি রবিবারে সেই পথ দিয়া গঙ্গা স্নান করিতে যান। প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই আমি শয্যাত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতাম। সেই যে সৌম্য সুন্দর প্রশান্ত মূর্ত্তি বাল্যকালে আমাকে ভুলাইয়াছিল, তাহার প্রভাব আমি কখনও অতিক্রম করিতে পারি নাই। তিনি যে ছেলে বেলা হইতে এমন করিয়া আমাকে রাস্তায় দাঁড় করাইয়াছেন, একথা যখন পরে আমি গুরুদাস বাবুকে বলিয়াছি, তখন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে বলিতেন "আপনি আমাকে বড়ই বাড়াইয়া দিতেছেন!" দেখিতাম তিনি আত্মপ্রশংসা শুনিয়া বড়ই সংকুচিত হইয়া পড়িতেছেন। ব্রাহ্মণ জানিতেন না যে, তাঁহার মহত্ত্বকে বাড়াইয়া তোলা আর পর্ব্বত চূড়ার উচ্চতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা একই প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল।

বস্তুতঃ তাঁহার মন পর্ব্বত চূড়ার মতই উন্নত ছিল; তাঁহার চরিত্র পর্ব্বত চূড়ার মতই অচল অটল স্থির ছিল; পর্ব্বত চূড়ারই মত আর্য্য গৌরব তাঁহার সেই ক্ষীণ কৃশ শরীরের ভিতর মাথা তুলিয়া

দণ্ডায়মান ছিল। আমি তাঁহার বড় কাছে গিয়া পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সেই জন্য হয়ত ভাল করিয়া আমি তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই। কোনও জিনিষকে ভাল করিয়া দেখিতে গেলে যেটুকু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়, আমার বোধ হয় সেটুকু দূরত্ব ছিল না। আমি তাঁহার নিকট শিষ্যের মত, ভক্তের মত, সন্তানের মত গিয়াছিলাম। তিনিও আমাকে যে স্নেহ দান করিয়াছিলেন, তাহার মত স্নেহ অন্যের নিকট কখনও পাই নাই, পাইব না।

যখনই গিয়া তাঁহার পদতলে বসিতাম, তখনই তিনি নানা কথার ছলে তাঁহার জীবনের আলোক আমার দিকে ফিরাইয়া ধরিতেন। সে পুণ্যস্পর্শে নিজের দৈন্য যে কেবল মাথা নত করিয়া তাঁহার চরণ ধূলির নিম্নে পড়িত, তাহা নহে; মনে হইত, পিতামাতা যেমন আপন শিশুর ধূলি মলিনতা সযত্নে মুছাইয়া তাহাকে আপনার অঙ্কে তুলিয়া লন, তেমনই তিনি সমস্ত দৈন্য ঘুচাইয়া সকলকে আপনার পার্শ্বে বসাইতেন। কেহ বুঝিতে পারিত না, তিনি কত বড়। এই যে অভিমানলেশবর্জ্জিত মহানুভাব, ইহা আর কাহারও নিকটে গিয়া অনুভব করি নাই।

আমি আমার দিক দিয়াই তাঁহার কথা বলিতেছি। কিন্তু এ কথা, যাঁহারা গুরুদাস বাবুর সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধেই খাটে।

বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী বলিয়া গণ্য, তাঁহারা সকলেই চরিত্র গৌরবের জন্য গুরুদাস বাবুর প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় কর্ম্মবীর এদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। এ ক্ষেত্রে গুরুদাস বাবুর মতের সহিত সব সময়ে

যে তাঁহার মতের মিল ছিল তাহা নহে। কিন্তু সেই সিংহের ন্যায় তেজোদর্পিত, অন্যের প্রভবাসহিষ্ণু ব্যক্তি যিনি কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতেন না—সেই সার আশুতোষ গুরুদাস বাবুকে কিরূপ সম্মান করিতেন, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সার গুরুদাসেরও তাঁহার প্রতি এমন একটী স্নেহানুরঞ্জিত পক্ষপাতিত্ব ছিল, যাহা আমাদের নিকট বড়ই মিষ্ট লাগিত।

গুরুদাস বাবু যে আদর্শের জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হইতেন, তাহা হিন্দুত্বের আদর্শ, তাহা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আদর্শ। সে আদর্শ সার্ব্বজনীন না হইলেও, মহনীয় চরিত্রের জন্য তাঁহাকে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরাও কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাহা মহান্, উদার এবং শাশ্বত তাহাকে কোনও কালে সাম্প্রদায়িকতায় সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। বাঙ্গালীর গৌরব লর্ড সিংহ নিজে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইলেও গুরুদাস বাবুকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন। (১) বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ যখন 'স্বদেশী সমাজে'র কল্পনা করেন, তখন তিনি তাহার নেতৃত্বের জন্য হিন্দু সমাজের গৌরব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কেই আহ্বান করিয়াছিলেন!

---

(১) লর্ড সিংহ লিখিত এবং পিতৃদেবের সপ্তম সংবাৎসরিক স্মৃতি সভায় পঠিত সন্দর্ভটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

When I first came to know that great man, he was still a member of the Vakil Bar. I saw him raised to the Bench and practised before him as an advocate all the years he was a judge of the High Court and received much kindness at his hands. He retired, as soon as he attained the age of 60 years, though he was as hale and hearty then as he ever was in his life but his conscience would not allow him to stay in office one day beyond the alotted limit, for he considered himself bound by the existing rules to resign. That was the man all over.

It was my privilege to meet him now and then during the many years

"যিনি একদিকে আচার ও নিষ্ঠাদ্বারা হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, অপরদিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যিনি মহৎ গৌরবের অধিকারী; একদিকে কঠোর দারিদ্র্য যাঁহার অপরিচিত নহে, অন্যদিকে আত্মশক্তির দ্বারা যিনি সমৃদ্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ; যাঁহাকে দেশের লোক যেমন সম্মান করে, বিদেশী রাজপুরুষেরা তেম্নি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে;—যিনি কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন, অথচ যিনি আত্মমতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই; নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার যাঁহার প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত; নানা বিরোধী পক্ষের বিরোধসমন্বয় যাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক; যিনি সুযোগ্যতার সহিত রাজার ও প্রকৃতি সাধারণের সম্মাননীয় কর্ম্মভার সমাধা করিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা ঐশ্বর্য্যবান্ অক্ষুব্ধ অবসর লাভ করিয়াছেন; সেই স্বদেশবিদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সেই ধনসম্পদের মধ্যেও অবিচলিত, তপোনিষ্ঠ ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ

---

his life was spared after his retirement, in the course of many useful public functions all of which he made it a point to attend religiously. It was ever his motto to serve his fellowmen and he lived and died, in the enjoyment of his countrymen's love and affection, their high regard and deep esteem. Bengal is sanctified by the memory of such a son. Brilliant student, erudite scholar, devoted educationist, able advocate, upright judge, he was all that—and more. But I remember him best—and if I may reverently say so—love him best as the mild and pious Hindoo who, while endowed with the best western culture, rigidly adhered throughout his long life not merely to all the old Hindoo ideals but to all the Hindoo practices of religion. I cannot think of that frail little body without also recalling the facts that his mother's lightest wish was to him "law divine"—that rain or hail never prevented him from walking long distances every morning to wash himself in holy waters—that after a strenuous day in the heated atmosphere of Court a glass of Ganges water was all the refreshment he would allow himself.

Coming from me whose whole life appears, so far as the outside public is concerned, to be one long challenge to orthodoxy, this will perhaps be a surprise to many of my countrymen. They will ascribe it probably to my subliminal Hindoo consciousness—the ineradicable longing for the ascetic's end as a fitting crown to an active life. It may be so. I will not deny it. But I explain it to myself somewhat differently.

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যদি এইখানে আমি উচ্চারণ করি, তবে অনেক পল্লবিত বর্ণনার অপেক্ষাও সহজে আপনারা বুঝিবেন কিরূপ সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর জ্ঞান করিতেছি। বুঝিতে পারিবেন, নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার, মতামত, আচারবিচার লইয়া আমি লেশমাত্র আপত্তি তুলিতে চাহি না—আমি আমার সমস্ত দেশের অভাব দেশের প্রার্থনা অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়া নম্রভাবে নমস্কারের সহিত সমাজের শূন্য রাজভবনে এই দ্বিজোত্তমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি।" (স্বদেশী সমাজ ১৩১১ ভাদ্রের বঙ্গদর্শন হইতে)

রবীন্দ্র বাবুর এই স্বদেশী সমাজ এক অভিনব পরিকল্পনা। বঙ্গভঙ্গের দেশব্যাপী আন্দোলনের দিনে যখন দেশের লোকের মন সন্দেহ ও সংশয়ে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল, তখন দেশের দুঃখ ও দৈন্যে ব্যথিত

I am one of those who refuse to renounce my Hindooism, however little room there may be for me personally in the Hindoo social organism. It dawned upon my mind quite early in life that Hindooism was large enough and broad enough to retain within its fold those who believed in God and those who rejected Him—both those who believed in "One God and one alone" as well as those who worshipped the whole Pantheon of 33 crores.

We do well to remember that for conduct in ordinary life which the law cannot reach, there must be the further rule of religion for the vast majority of us. Forms of religion vary from age to age and from country to country and no one of them can be absolutely free from error. The average man must bear in mind that although observances may seem offensive and stories told about the Gods may seem incredible, yet as a rule of action a system which has been the growth of ages is infinitely more precious than any theory which he could think out for himself. He will know that his own mind,—that the mind of any single individual—is unequal to so vast a matter,—that it is of such immeasurable consequence to him to have his conduct wisely directed, that, although the body of his religion be mortal like his own, he must not allow it to be rudely meddled with—"He may think as he likes about the legends of Zeus and Hero but he must keep his thoughts to himself, a man who brings into contempt the creed of his country is the deepest of criminals, he deserves death, and nothing else."

So said Plato—the wisest and gentlest of human lawgivers; and so lived and died Gooroo Dass Banerjee, a man of precisely the same type as the great Greek philosopher.

কবি-হৃদয় হইতে এই গণতন্ত্র 'সমাজের' কল্পনা আবির্ভূত হইয়াছিল এবং এই সমাজ যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইবে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি অনেক বিষয় কবিবরের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। তথাপিও তিনি মনে করিয়াছিলেন যে এই কৃষতনু, সম্প্রদায়বিশেষান্তর্ভূক্ত ব্রাহ্মণ "আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমা স্বরূপ হইবেন" এবং তাঁহার সমস্ত বিধি নিষেধ সমাজের যাবতীয় লোক অবনত শিরে মানিয়া চলিবেন।

বাঙ্গালা দেশের মুকুটমণি; বাঙ্গালা সাহিত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী বঙ্কিমচন্দ্রও গুরুদাস বাবুর আদর্শের সর্ব্বথা অনুবর্ত্তন করেন নাই। আচারে ও স্বভাবে, উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিল। কিন্তু তথাপিও বঙ্কিমচন্দ্রের যে কি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল সার গুরুদাসের প্রতি তাহা তাঁহার একখানি চিঠি হইতে বুঝিতে পারা যায়। চিঠি-খানি এই :—

নমস্কার পূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন।

আপনার যাহা বক্তব্য তাহা কাল বৈকালে মুখে মুখেই বলিতে পারিতেন, তথাপি পত্রখানি যে নিজে হাতে করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্য, কারণ মুখের কথা তখনই অন্তর্হিত হইত, কিন্তু পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিলে শত বৎসর থাকিতে পারে।

I for one cannot but feel the most respectful admiration for Gooroo Dass Banerjee's adherence to the age old practices which inculcated reverence for our glorious past and forbade rude manipulation of hallowed forms. To me the most hopeful signs of the times are those which unmistakably point to a reconciliation between two opposing forces in our midst, inherited tendencies and acquired characteristics, as Lord Ronaldshay calls them.

Gooroo Dass Banerjee, one of the earliest "Master of Arts" of the Calcutta University, was one of the first to combine the scientific knowledge of the West with the profound learning and spiritual culture of the East. As such I make my profound obeisance to his sacred memory.

আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিব এবং আমার মৃত্যুর পর ঐরূপ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিবার জন্য আমার দৌহিত্রদিগকে বলিয়া যাইব। কারণ উহাতে আপনি আমাকে বলিয়াছেন যে "আপনার সম্মানে বঙ্গবাসী মাত্রেরই সম্মান করা হইয়াছে ও সম্মান ও সম্মানিত হইয়াছে।" অন্যে একথা বলিলে, তাহার মূল্য যাহাই হউক, আপনি সত্যবাদী ও সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ অতএব আপনার এই উক্তি আমার বংশে চিরস্মরণীয় ও চিররক্ষণীয়।

যখন বিষবৃক্ষ অনুবাদিত হইয়া প্রথম পরিচিত হয়, তখন একখানি ইংরেজি সম্বাদপত্র (Scotsman) বলিয়াছিলেন যে ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত Epic কাব্যের Episode গুলির সহিত তুলনীয়, এবং আর একজন ইংরেজ সমালোচক সূর্য্যমুখীর চরিত্র সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে Sophocles প্রণীত Antigone চরিত্রের পর আর ইহার তুল্য স্ত্রী চরিত্র কোন সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই। এ সকল কথা আমি বড় গৌরবের কথা মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার উক্তি আমার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর গৌরবের হইয়াছে। ইতি ১৯ পৌষ, ১৩০০।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সার গুরুদাসের চরিত্র একখানি পরশ পাথরের মত ছিল। যাহাকে তিনি স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাকেই সোণা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের যাঁহারা নেতা, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সার গুরুদাসের প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহাদের যে অংশ তিনি স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই অংশকেই উজ্জ্বল ও মহনীয় করিয়া গিয়াছেন। কত লোককে যে তিনি হাত ধরিয়া উপরে উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা আমাদের জানিবার সময় আসিবে পরে—যখন আমাদের

দেশের বর্ত্তমান কালের নেতাদিগের জীবন চরিত যথার্থভাবে লিপিবদ্ধ হইবে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সে সময় আমার নাই; সে যোগ্যতার দাবীও আমি রাখি না। আমি শুধু একটি বিষয় সম্বন্ধে বলিব। গুরুদাস বাবুর চরিত্রে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব কেমন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল—তিনি প্রাচীন ঋষিদিগের আদর্শ কেমন ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণের তেজ কেমন তাঁহাতে দেদীপ্যমান হইয়াছিল—সে সকল ন্যূনাধিক সাম্প্রদায়িক কথা। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাঁহাদেরই নিকটে সে সকল কথার মূল্য থাকিতে পারে। আমি তাঁহার সার্ব্বজনীন একটি ভাব যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, যাহা সকলেরই আদরের বস্তু এবং যাহা হিন্দু ধর্ম্মেরও সার, সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান অভিব্যক্তি হইয়াছিল তাঁহার আত্ম-নিবৃত্তিতে। আমরা সকলেই জানি তাঁহার মাতৃভক্তি কিরূপ প্রগাঢ় ছিল, তাঁহার নিষ্ঠা কিরূপ অসীম ছিল। কিন্তু অনেকে হয়ত জানেন না যে নিবৃত্তিই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট সম্পাদন করিয়াছিল। তিনি বাসনাকে যথাসাধ্য খর্ব্ব করিয়াছিলেন, ভোগকে প্রায় বর্জ্জন করিয়াছিলেন, বিলাস স্পৃহা তাঁহার জীবনে কখনও দেখা দেয় নাই, লালসা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। এই জন্যই তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করিয়াও বিচলিত হয়েন নাই। সময় উপস্থিত হইলে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ভাইস চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করিয়া যখন তিনি সেইপদ পরিত্যাগ করিলেন তখন তিনি রাজপ্রতিনিধির অনুরোধেও আর একদিনের জন্যও সে লোভনীয় পদ অধিকার করিতে ইচ্ছা করেন নাই! পদমর্য্যাদা, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, যশঃ

তাঁহাকেই অন্বেষণ করিয়া বরণ করিত, তিনি কখনও তাহাদের জন্য লোলুপ হয়েন নাই। এবং যখন যশের পুষ্পমাল্য তাঁহার কণ্ঠে অর্পিত হইত তিনি সে পুষ্পমাল্য তাঁহার অফিসের পোষাকের মতই ছাড়িয়া ফেলিতেন। অভিমান কখনও তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইতে পারে নাই। বাহ্য আড়ম্বরের অন্তরালে তিনি তাঁহার আত্মাকে মুক্ত, স্বাধীন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। খড়ম পায়ে দিয়া কোঁচার খুট গায়ে দিয়া তিনি যখন বসিতেন, তখন তাঁহার পবিত্র আত্মার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া যে আলোক বিতরণ করিত তাহার তুলনায় রাজপদ, সম্পদ, গৌরব সকলই বৃথা।

যখন তিনি গঙ্গার ঘাটে মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন তিনি আমাকে যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি দুর্ব্বল, অস্থিকঙ্কাল-সার দেহে শয্যাবিলগ্ন, উন্মুক্ত বাতায়ন পথে জাহ্নবীর অনাবিল জলরাশির উচ্ছল কল্লোল তাঁহার চক্ষু কর্ণের শান্তিসাধন করিতেছে। তখনও সেই ব্রাহ্মণ তারস্বরে বলিলেন, "আমি এখানে ভাল বোধ করিতেছি; শয্যায় শুইয়া, ঐ দেখুন গঙ্গার দিগন্তপ্রসারিণী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। ভাবিতেছি এই দিকে যাইব কি আপনাদের দিকে ফিরিব। বোধ হয় ঐ দিকে যাওয়াই ভাল, কিন্তু এখনও আমি আপনাদের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিতে পারি নাই, পারিলে ত জীবন্মুক্ত হইতে পারিতাম।

এই জীবন্মুক্ত আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আহারের জন্য, বিলাসের জন্য, ভোগের জন্য তিনি কখনই আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। জীবনকে ইহাদের অনেক উর্দ্ধে স্থাপন করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার কামনা। তাই আজ দেশ অশ্রুপ্লাবনে তাঁহার চিতারজঃ প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যে শিক্ষা

দিয়া গিয়াছেন, যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা আমাদের পক্ষে অক্ষয় হউক। আমরা জানি আত্মার বিনাশ নাই। এই বিজ্ঞান মন্দিরে দাঁড়াইয়া আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তিবাদের আশ্রয় লইয়া বলিতে পারি—আত্মা শক্তির কেন্দ্রমাত্র। সে শক্তি দেহের সহিত লয়প্রাপ্ত হয় না। যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ—কোন সুদূর অতীতে দেহ রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের আত্মা শত সহস্র আত্মাকে শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া দেশকালের ব্যবধান দূর করিয়া দিয়া অমরতা লাভ করিয়াছে। আমি আশা করি, স্বর্গীয় ঋষিকল্প, সুব্রাহ্মণ, ত্যাগশীল, মহাত্মা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন আমাদের অন্তরে শক্তি সঞ্চার করিয়া যুগযুগান্তকাল আমাদের জীবন ও দেশকে ধন্য করিবে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রবন্ধ (লেখক কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত)

শ্রীহরিঃ
শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা,
২২এ আশ্বিন ১৩২৩
৮ই অক্টোবর ১৯১৬।

চারু এ বিজয়া গীতি, পড়িয়া পাইনু প্রীতি,
এক দুঃখ কিন্তু মনে রয়।
নির্ম্মল তব চরিত্র, হৃদয় এত পবিত্র,
নৈরাশ্যের রেখা কেন তায়॥
ঘুচুক সব বিষাদ, করি এই আশীর্ব্বাদ,
সিদ্ধ হ'ক সব মনস্কাম।
থাক সদা নিরাপদে, গুরুদাস গুরুপদে,
এই চিন্তা মাগে অবিরাম॥

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁহার মধ্যম পুত্রের জামাতা পরম স্নেহাস্পদ রায় বাহাদুর
শ্রীমান্ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লিখিত।